وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

রাসূল ﷺ বলেন: মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী ব্যক্তি হলো আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক; যে ব্যক্তি একজন মুসলিমের কোন কষ্ট দূর করে দেয় অথবা তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দেয় অথবা তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেয়। মসজিদে (নববীতে) একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। (সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৬২৩)

● ৮ম বর্ষ ● ১২তম সংখ্যা ● অক্টোবর ২০২৪

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

বন্যা ২০২৪ ও ভারতের পানি আগ্রাসন

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩، ربيع الأول و ربيع الثاني ١٤٤٦هـ/ أكتوبر ٢٠٢٤م العدد: ١٣، الجزء: ٩٦
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৬ || ঈসায়ী ২০২৪ || বঙ্গীয় ১৪৩১

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- অক্টোবর	২৭- রবী: আউ:	রবিবার	০৪.৩৫	০৫.৫০	১১.৪৮	০৩.১২	০৫.৪৬	০৭.০০
০৫- অক্টোবর	০১- রবী: আখের	শনিবার	০৪.৩৭	০৫.৫১	১১.৪৭	০৩.০৯	০৫.৪২	০৬.৫৬
১০- অক্টোবর	০৬- রবী: আখের	বৃহস্পতিবার	০৪.৩৯	০৫.৫৩	১১.৪৫	০৩.০৬	০৫.৩৭	০৬.৫২
১৫- অক্টোবর	১১- রবী: আখের	মঙ্গলবার	০৪.৪১	০৫.৫৬	১১.৪৪	০৩.০৪	০৫.৩২	০৬.৪৭
২০- অক্টোবর	১৬- রবী: আখের	রবিবার	০৪.৪৩	০৫.৫৮	১১.৪৩	০৩.০১	০৫.২৮	০৬.৪৪
২৫- অক্টোবর	২১- রবী: আখের	শুক্রবার	০৪.৪৫	০৬.০০	১১.৪২	০২.৫৮	০৫.২৪	০৬.৪০
৩০- অক্টোবর	২৬- রবী: আখের	বুধবার	০৪.৪৭	০৬.০৩	১১.৪২	০২.৫৬	০৫.২১	০৬.৩৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২
মাদারীপুর	+১	+১	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১
শরিয়তপুর	+১	০	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	০	০
শেরপুর	+১	+২	+১
জামালপুর	+২	+২	+২
নেত্রকোনা	-১	-১	-২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৫	-৬	-৬
খাগড়াছড়ি	-৬	-৭	-৬
রাঙ্গামাটি	-৬	-৮	-৬
বান্দরবান	-৬	-৮	-৭
কুমিল্লা	-৩	-৪	-৩
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩
লক্ষ্মীপুর	-১	-১	-১
চাঁদপুর	-১	-১	-১
ফেনী	-৩	-৫	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৬	-৬	-৬
সুনামগঞ্জ	-৪	-৪	-৪
মৌলভীবাজার	-৫	-৬	-৫
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৬	+৫	+৬
পাবনা	+৫	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩
বগুড়া	+৪	+৪	+৪
নওগাঁ	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৬

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৪	+৪	+৫
দিনাজপুর	+৭	+৭	+৭
গাইবান্ধা	+৩	+৩	+৩
কুড়িগ্রাম	+৩	+৩	+৩
লালমনিরহাট	+৩	+৪	+৪
নীলফামারী	+৬	+৬	+৬
পঞ্চগড়	+৭	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+৭	+৭	+৮

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৪	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৩	+২	+৩
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৬
যশোর	+৫	+৫	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৪	+৪	+৪
নড়াইল	+৪	+৩	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+১	০	০
পটুয়াখালী	+১	০	০
পিরোজপুর	+২	+২	+২
ঝালকাঠি	+১	+১	+১
ভোলা	০	-১	-১
বরগুনা	+২	+১	+১

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৮ম বর্ষ
১২তম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২৪
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১
রবীউল আউয়াল-রবীউল আখের ১৪৪৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক
আল-ইতিছাম
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
- শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
- শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
- তরিকুল ইসলাম
- আল আমিন
- আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী ০১৪০৭-০২১৮২২
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর ০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল ০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দারসে কুরআন
  - সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর (পর্ব-৪) ০৪
    -মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
- প্রবন্ধ
  - ইসলামে বায়'আত (পর্ব-৫) ০৯
    -আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
  - আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ ১২
    -ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ
  - ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী এবং তার 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ' গ্রন্থ -আব্দুল্লাহ মাহমুদ ১৬
  - বর্তমান ওয়ায-মাহফিলের অবস্থা! ২০
    -আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
  - সনদ বা বর্ণনাসূত্রই হলো দ্বীন ২৩
    -মো. মাযহারুল ইসলাম
- হারামাইনের মিম্বার থেকে
  - নফসের পরিশুদ্ধতা ২৫
    -অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
- সাময়িক প্রসঙ্গ
  - যুলুমের শিকার ভারতীয় মুসলিম ২৮
    -আয়াজ আহমাদ
- নারীদের পাতা
  - মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (পর্ব-৯) ২৯
    -মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন
    অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
- জামি'আহ পাতা
  - আত্মার বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহভীতি ৩২
    -তাসনীম আল-আমান
- কবিতা ৩৩
- সংবাদ ৩৪
- জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ৩৭
- সওয়াল-জওয়াব ৪০
- বর্ষসূচি ৫২

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

বন্যা ২০২৪ ও ভারতের পানি আগ্রাসন

বাংলাদেশের প্রধান বন্যাপ্রবণ এলাকা মূলত উত্তরাঞ্চল। নিকট অতীতে কয়েক বছর থেকে পূর্বাঞ্চলে বন্যার ভয়াবহ রূপ দেখা যাচ্ছে। যেমন ২০২২ সালে সিলেটের বন্যা এবং ২০২৪ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লার বন্যা। পূর্বাঞ্চলের মানুষ এই ধরনের ভয়াবহ বন্যার সাথে অভ্যস্ত না হওয়ায় এই ধরনের বন্যায় তাদের অভিজ্ঞতাও কম। যা তাদের কষ্টের মাত্রাটাও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে উত্তরাঞ্চলে বন্যা কেন বেশি হয় এবং পূর্বাঞ্চলে কেন কম হয়। সিলেট হাওড় অঞ্চল হলেও তা ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের অন্য অনেক জেলার চেয়ে সিলেটের মাটি উঁচু। ফলত স্বাভাবিক যে-কোনো পাহাড়ি ঢলের পানি দ্রুত হাওড় হয়ে মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমে যায়। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চল সমতল হওয়ায় সেখান থেকে পানি যমুনা হয়ে নামতে দেরি হয় এবং নিয়মিত বন্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর বিশেষভাবে এবারের চলমান ভয়াবহ বন্যার কারণ যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে মোটাদাগে তিনটি পয়েন্ট উঠে আসবে—

প্রথমত: ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা। আমরা জানি উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য মূলত পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে ৩ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু পাহাড় রয়েছে। ত্রিপুরার সীমান্ত ঘেঁষে রয়েছে বাংলাদেশের সাতটি জেলা— উত্তরে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ, পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা, দক্ষিণে ফেনী ও চট্টগ্রাম এবং পূর্বে খাগড়াছড়ি জেলা অবস্থিত। ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়গুলো থেকে উৎপন্ন হয়ে বেশ কয়েকটি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করা ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে ১৫টিই ত্রিপুরা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো— গোমতী, ডাকাতিয়া, মুহুরী ও ফেনী।

ত্রিপুরা রাজ্যের বৃষ্টির পানি এই ১৫টি নদী দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল গতিতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আর ত্রিপুরা রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় তা ত্রিপুরা রাজ্যসহ এর সংলগ্ন বাংলাদেশের সাতটি জেলায় বন্যা সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় আকস্মিক বন্যা বা ফ্ল্যাশ ফ্লাড।

দ্বিতীয়ত: ডম্বুর বাঁধ খুলে দেওয়া। ডুম্বুর লেক সীমান্ত থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে গোমতী নদীর মুখে তৈরি করা একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। জলবিদ্যুৎ ড্যাম হচ্ছে নদীর দুই পাড়ের মধ্যে আড়াআড়িভাবে নির্মিত একটি উঁচু দেয়াল বা বাঁধ, যা বর্ষাকালে উজানের পানি জলাধারে আটকে রাখে এবং সেই জমানো পানি টারবাইনের ভেতর দিয়ে ছেড়ে দিয়ে সারা বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার গোমতী নদীটির উৎসমুখ ডুম্বুর লেক থেকে তিন কিলোমিটার ভাটিতে ডুম্বুর ড্যাম নামে একটি জলবিদ্যুৎ তৈরির বাঁধ (ড্যাম) নির্মাণ করে। ডুম্বুর ড্যামের উচ্চতা ৩০ মিটার, বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ১৫ মেগাওয়াট এবং স্পিলওয়ে বা ইমার্জেন্সি গেটের সংখ্যা ৩টি। এবারে ত্রিপুরার ভয়াবহ বন্যায় পানি বিপদসীমা অতিক্রম করলে ভারত এই বাঁধটি খুলে দেয়। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক হলেও সত্য উক্ত বাঁধটি খুলে দেওয়ার বিষয়ে ভারত বাংলাদেশকে কিছুই জানায়নি। আন্তর্জাতিক পানি আইন অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে উজানের দেশ ড্যামের ইমার্জেন্সি গেট খোলা অথবা ড্যাম ভেঙে গেলে সেই তথ্য অবশ্যই ভাটির দেশকে জানিয়ে দেবে, যাতে ভাটির দেশ বন্যার পূর্বাভাস দিতে পারে এবং বন্যার্ত অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে পারে। এবার এর ব্যত্যয় হয়েছে, যার দায় ভারতের; যা সরাসরি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।

আর ভারতের এই পানি আগ্রাসন আজ নতুন নয়; বাংলাদেশের উপর ভারতের পানি আগ্রাসনের অন্যতম দুটি নজির হচ্ছে পদ্মা ও তিস্তা। ফারাক্কা ও গজলডোবা। ফারাক্কা বাঁধ সম্পূর্ণরূপে চালু করার আগে শুষ্ক মৌসুমে প্রাপ্ত পানির পরিমাণ নিয়ে উভয় পক্ষ যাতে সমঝোতায় আসতে পারে সে উদ্দেশ্যে ভারত প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল চালু করে। সে অনুসারে ভারত ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ চালু করেছিল। কিন্তু ৪১ দিনের পরও ভারত ফিডার ক্যানেল দিয়ে পানি প্রত্যাহার বা তুলে নেওয়া অব্যাহত রাখে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো চুক্তি না করেই ১৯৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে একতরফাভাবে গঙ্গার পানি হুগলি নদীতে নিয়ে যায়। এর ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে ফিডার ক্যানেল চালু করার পর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে পদ্মায় পানিপ্রবাহ যেখানে ছিল ৬৫ হাজার কিউসেক সেখানে ১৯৭৬ সালে তার পরিমাণ নেমে আসে মাত্র ২৩ হাজার ২০০ কিউসেকে। এভাবেই শুরু হয় ভারতের পানি আগ্রাসন। এরপর ভারতকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলাদেশের কাছেও দিতে হয়নি কোনো জবাবদিহিতা। ১৯৯৬ সালের ৩০ বছর মেয়াদী পানিবণ্টন চুক্তি অনুযায়ী কখনোই ভারত বাংলাদেশকে পদ্মার ন্যায্য পানি দেয়নি। বর্তমানে পদ্মার প্রায় ৩০টি শাখা নদী শুকিয়ে গেছে। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গা চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে, গঙ্গা ছাড়া বাকি ৫৩টি অভিন্ন নদীগুলোতেও পানি চুক্তি করবে দুই দেশ, কিন্তু ভারতের অসহযোগিতার

কারণে গত ২৮ বছরে আর একটি নদীতেও কোনো পানি চুক্তি হয়নি। পানি চুক্তি না থাকায় শুকনো মৌসুমে গজলডোবায় নির্মিত ব্যারাজের মাধ্যমে ভারত তিস্তার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ার কারণে বাংলাদেশের তিস্তা ব্যারাজ সেচ প্রকল্প পানিশূন্য হয়ে পড়ে এবং তিস্তা নদী শুকিয়ে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি ও পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে প্রায় ৩০০ নদ-নদী হারিয়ে যাওয়ার পথে। ভারতের পানি আগ্রাসন শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়; ভারত যেমন ইচ্ছামতো পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানিয়ে দিচ্ছে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে তার অভ্যন্তরে নদীকেন্দ্রিক কোনো প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না। যেমন বাংলাদেশ তার নিজের অঞ্চলে শুকনো মৌসুমে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য রাজবাড়ী জেলার পাংশায় গঙ্গা নদীর ওপর গঙ্গা ব্যারাজ নির্মাণের পরিকল্পনা ও নকশা চূড়ান্ত করলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণে তার বাস্তবায়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অথচ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুকনো মৌসুমে গঙ্গার পানি আটকে রেখে তা গড়াইসহ আরও কয়েকটি নদী দিয়ে সরবরাহের মাধ্যমে সুন্দরবনসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা ও মরুকরণ প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখত। ঠিক তেমনি চীনের সহযোগিতায় তিস্তা মহাপ্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল বাংলাদেশ । উক্ত মহাপ্রকল্পের অধীনে তিস্তার দুই পাড়ের বাঁধ সংরক্ষণ ও নদী খননের মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রাখা এবং শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্যতা রাখার ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শুধু ভারতের বাধায় এখন পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে উঠেনি; বাংলাদেশের যে-কোনো বন্যায় ভারতের এই পানি আগ্রাসনের ব্যাপক ভূমিকা থাকে।

তৃতীয়ত: বাংলাদেশের নদী অব্যবস্থাপনা। কুমিল্লায় বন্যা হলে পানি নামার পথ গোমতী নদী। এই নদী অনেকটাই ভরে গেছে। আর সে কারণেই পানি সরতে অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক। তাদের দাবি অনুযায়ী ফেনীর সোনাগাজীতে ফেনী নদীর বাঁধের যে রেগুলেটর আছে, সেখানকার ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার ভাটিতে চর পড়ে গেছে। এ ছাড়া ফেনী নদীও বেশ সংকীর্ণ। সাগরে পানি যাওয়ার পথও সংকীর্ণ। পাশাপাশি ফেনী, কুমিল্লার মতো শহরগুলোয় পানিনিষ্কাশনের কার্যকর পথ নেই। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলেই এমনটা হয়েছে। এটা শুধু এই দুটি শহরের ক্ষেত্রে নয়, দেশের সব শহরেরই প্রায় একই রকম অবস্থা। নগরীর নর্দমাগুলোতে এমন কোনো বস্তু নেই, যা মানুষ ফেলে না। এতে পানি সরতে আরও বিঘ্ন ঘটে।

উক্ত কারণগুলোর আলোকে আমরা বাংলাদেশের নতুন অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের নিকট কিছু প্রস্তাবনা রাখতে চাই— ১. যেহেতু ভারত আমাদেরকে ন্যূনতম বন্যার তথ্য পর্যন্ত প্রদান করেনি সেহেতু এই বন্যার বড় একটা দায় ভারতের। ভারত কি ইচ্ছাকৃতভাবে নতুন সরকারকে বিব্রত অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য এমনটি করেছে কিনা তা জানতে চেয়ে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানানো উচিত। ২. ভারতের সাথে অতি দ্রুত সময়ে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সকল নদীর পানিবণ্টন চুক্তি করা। চুক্তি অনুযায়ী পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতকে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করা। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে আওয়াজ উঠাতে হবে এবং আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে হবে। ৩. বাংলাদেশের সকল নদী ও খালগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৪. কঠোর হস্তে নদী ভরাট ও খাল ভরাট রোধ করা ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা। ৪. যেহেতু বাংলাদেশের বেশির ভাগ সমতল অংশে পড়েছে। আর দুই দিকেই ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল। ফলে উজানে পাহাড়ি ঢল থেকে বন্যার প্রায় ৯০ শতাংশ পানি নেমে আসে। এই বাস্তবতাকে মাথায় নিয়েই আমাদের বন্যা পরিস্থিতিকে দেখতে হবে। ফলত আমাদের নদী নালা-খাল-বিলগুলোকে বন্যার কথা মাথায় রেখেই সাজাতে হবে। বন্যার পানি দ্রুত ও সহজে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা রেখেই নগরায়ণ ও শহরায়ন করতে হবে। ৫. তিস্তা মহাপরিকল্পনার মতো কিছু মহাপরিকল্পনা পদ্মা ও যমুনার মতো বড় বড় নদীতেও বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে বর্ষার পানি পর্যাপ্ত সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে কাজে লাগানো যায়।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, যে জাতি রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। বন্যা-পরবর্তী সময়ে একতাবদ্ধ হয়ে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে সে জাতি ভারতের যে-কোনো আগ্রাসনকে রুখে দিতে প্রস্তুত। ভারতকে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ চরম স্বাধীনচেতা। বাংলাদেশের মানুষকে পরাধীন করার চেষ্টা তাদের অখণ্ডতার জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রদান করত নদীগুলোর পানি সমবণ্টনে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হব এই বন্যা আমাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা অথবা আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি উভয়টিই হতে পারে। তাই সবসময় সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তার কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তার আদেশ ছাড়া আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করে না। তার আদেশ ছাড়া পানি প্রবাহিত হয় না। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমকে বন্যা দিয়ে ধ্বংস করেছেন। তাই সদাসর্বদা মহান আল্লাহর গযবের ভয়ে আমাদের তটস্থ থাকা উচিত। গুনাহ ও পাপাচার বন্ধ করে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। তিনিই আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। *(প্র. স.)*

www.al-itisam.com

সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

(পর্ব-৪)

তিনি সেদিন একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক হবেন, যে ক্ষমতার প্রভাবে তাঁর আদেশ, নিষেধ, পুরস্কার ও শাস্তি সবকিছুই বাস্তবায়িত হবে। সকলের উপর তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের অবাধ অধিকার থাকবে। বিচার দিবসের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁর পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত হবে। সেদিন দুনিয়ার রাজাদের ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও একক নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সেদিনের সবকিছু তাঁর আদেশে ও তাঁর নামে পরিচালিত হবে। বিশ্বজগতের সবকিছুর অধিপতি তিনি, কিন্তু বিচার দিবসকে তাঁর মালিকানার অধীন বলে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, সেদিন মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সামনে আসল রূপে উপস্থিত হবেন। তিনি তাদেরকে তাদের কর্মের ভালোমন্দ প্রতিদান দিবেন। সেদিন তাঁর রাজত্ব, ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হবে।[১] দুনিয়ায় যে-সব রাষ্ট্রপ্রধান অহংকার ও গর্ব করত এবং রাজত্ব ও কর্তৃত্বের প্রভাব দেখাত, সেদিন তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।[২] রাজা, প্রজা, কৃতদাস ও স্বাধীন সকলেই আল্লাহর নিকট সমমর্যাদার অধিকারী হবে। তারা সকলেই তাঁর মাহাত্ম্য ও ইযযতের নিকট অনুগত, তাঁর পুরস্কার ও প্রতিদানের জন্য অপেক্ষমাণ এবং শাস্তির ভয়ে ভীত থাকবে।[৩] সেদিন অহংকার, মর্যাদা, ঔজ্জ্বল্য ও কর্তৃত্বের একমাত্র অধিকারী হবেন মহান আল্লাহ। তিনি বলেন, 'যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর' *(গাফের, ৪০/১৬)*।

পূর্বের আয়াতগুলোর গবেষক এগুলোকে একজন মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তার হৃদয়ে গভীর বিশ্বাসের বীজ বপন করার সর্বোত্তম উপায় হিসাবে দেখেন। কারণ যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে, এমন একটি দিন আসবে, যখন উপকারকারীর উপকার এবং অপরাধীর নির্যাতন প্রকাশিত হবে এবং বিচারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে থাকবে, তখন সৃষ্টিকর্তার প্রতি বান্দার পর্যবেক্ষণ শক্তিশালী হবে এবং তারা সরল পথে চলার চেষ্টা করবে। উপর্যুক্ত আয়াতের পূর্বের আয়াতত্রয়ে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের হাক্বীক্বত, তাঁর মাহাত্ম্য, তাঁর কর্তৃত্বের ব্যাপকতা, তাঁর রহমতের প্রশস্ততা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ের সম্মিলিত বর্ণনা এসেছে। তারপর কার উপাসনা করা এবং কার নিকট সাহায্য চাওয়া আমাদের উচিত, তার বর্ণনায় উক্ত আয়াতটি এসেছে। তিনি ঐ মহান সত্তা, যার গুণাবলি বিকশিত, যার মহিমা স্পষ্ট এবং এই বিশ্বজগতের ওপর যার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।[৪]

আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করি অর্থাৎ আপনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতও করি না এবং সাহায্যও চাই না। আরবী বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে কর্মের ব্যবহার সীমাবদ্ধতার অর্থ দেয় অর্থাৎ উক্ত ইবাদত আমরা একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করি; অন্য কারো উদ্দেশ্যে নয়। এক কথায় তিনি মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার, অন্য কারও ইবাদত না করার এবং একমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাওয়ার, অন্য কারো নিকটে সাহায্য না চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবাদতকে ইসতিআনাহ (সাহায্য চাওয়া) এর পূর্বে উল্লেখ করে বিশেষ ইবাদতকে সাধারণ ইবাদতের উপর এবং স্রষ্টার অধিকারকে মানুষের অধিকারের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইবাদত হলো এমন বাহ্যিক ও আন্তরিক কথা বা কাজের সমষ্টির নাম, যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। ইসতিআনাহ হলো কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৃঢ়তার সাথে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করাই চিরস্থায়ী সুখ ও যাবতীয় অনিষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উপায়। কেননা এছাড়া পরিত্রাণের

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. আব্দুর রহমান আস-সা'দী, তাফসীরুস সা'দী (প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম প্রকাশ: ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৩৯।

২. ইবনে জারীর আত্ব-ত্বাবারী, তাফসীরে ত্বাবারী (ছাপা ও প্রকাশনা: দারুল হিজর, কায়রো, মিশর; প্রথম প্রকাশ: ২০০১), ১/১৫০।

৩. আব্দুর রহমান আস-সা'দী, তাফসীরুস সা'দী (প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম প্রকাশ: ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৩৯।

৪. মুহাম্মাদ সাইয়েদ আত-ত্বনত্বাবী, তাফসীরে ওয়াসীত্ব (প্রকাশক: দারুন নাহযা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ২১।

কোনো বিকল্প নেই।[৫] বরং একজন মুসলিম অকৃত্রিম আত্মসমর্পণ, বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর আত্মত্যাগে ভরা আনুগত্যের চূড়ান্ত সীমায় তখন পৌঁছতে সক্ষম হয়, যখন তার ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত পন্থায় সম্পাদিত হয়।[৬]

উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের আলোকে আমল সম্পাদিত হলেই কেবল তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। ইসতিআনাহ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো বান্দা তার প্রত্যেক ইবাদতে ইসতিআনাহ-এর মুখাপেক্ষী। কারণ আল্লাহ যদি না চান, তবে কেবল তাঁর হুকুম পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থেকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাবে না।[৭]

আয়াতটির মর্মার্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা একমাত্র আপনার জন্য বিনীত, অনুগত ও বশীভূত। আপনার রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাযত দ্বারা আপনি আমাদের রক্ষা করেন এবং রহমত দ্বারা ঢেকে রাখেন। আপনার আনুগত্যের উপর সর্বদা টিকে থাকার জন্য আমরা একমাত্র আপনারই সাহায্য চাই। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজে আমরা একমাত্র আপনারই সহযোগিতা কামনা করি। আপনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট আমরা আবেদন পেশ করি না। আপনি ইবাদতের যোগ্য, আপনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান এবং প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত। কোনো বিষয়ই আপনার নিকট অদৃশ্য নয় এবং মনের গোপন খবর আপনার নিকট অজানা নয়।[৮]

'আপনি আমাদের সরল পথ দেখান; তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন'। উক্ত আয়াতে সরল পথের দিকে আহ্বান জানানোর পদ্ধতি বর্ণনার পর তিনি আমাদেরকে সরল পথের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যাতে অন্যের সাথে সংমিশ্রণে সরল পথ সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। তিনি বলেছেন, 'তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয়, যাদের উপর আপনার রাগ বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট'। অর্থাৎ এই সরল পথ ঐ সব নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও নেককারদের পথ, যারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত। তারা সঙ্গী হিসেবে কতই না উত্তম! যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে, যাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন'। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তারা হলেন নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ'।[৯] উক্ত ব্যাখ্যা তাঁর বাণী-- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ[১০]এর।[১১]

এরাই হলেন সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং দৃঢ়ভাবে সত্যের ধারক। ছিরাতে মুস্তাক্বীমকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীমের প্রকৃত পথিক। 'আল্লাহর ছিরাত'[১২] বলে ছিরাতকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো তিনি এর সঠিক কাঠামো দান, একে চলার উপযোগী করা এবং এপথে চলার নির্দেশনা দান করেছেন।[১৩]

হেদায়াত ও ইসলাম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। অতএব, যারা এই ধ্রুব সত্যকে চিনেছে এবং এর অনুসরণ করেছে, সত্যিকার অর্থে তারাই হেদায়াত পেয়েছে আর ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী হয়েছে। অতএব, নবীদের পর ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সন্ধান পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা অগ্রগামী, তারা হলেন ছাহাবায়ে কেরাম, যারা এই আয়াতের আলোকে শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।[১৪]

অতএব, যারা এই পথের অনুসারী, তারাই মহান ব্যক্তিত্ব। আমরা আল্লাহর নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের সাথে যুক্ত করেন এবং তাদের পথ, আদর্শ ও নীতির আলোকে পথচলার তাওফীক্ব দান করেন।[১৫]

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-এর নিগূঢ় রহস্য হলো সত্যকে চেনা ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য সাধনা করা। সত্য চেনার পর সে অনুযায়ী আমল না করলে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী

৫. তাফসীরুস সা'দী, পৃ. ৩৯।
৬. তাফসীরে ওয়াসীত্ব, পৃ. ২১।
৭. তাফসীরুস সা'দী, পৃ. ৩৯।
৮. তাফসীরে ওয়াসীত্ব, পৃ. ২১।
৯. আন-নিসা, ৪/৬৯।
১০. আল-ফাতিহা, ১/৭।
১১. উস্তায ড. খালিদ বিন উছমান আল-সাবত -এর লেকচার থেকে সংগৃহীত। লিংক:https://khaledalsabt.com/index.php/interpretations/3621/9.
১২. আশ-শূরা, ৪২/৫৩।
১৩. উস্তায ড. খালিদ বিন উছমান আল-সাবত -এর লেকচার থেকে সংগৃহীত। লিংক:https://khaledalsabt.com/index.php/interpretations/3621/9.
১৪. আল-ফাতিহা, ১/৭।
১৫. তাফসীরে ওয়াসীত্ব, পৃ. ২২।

হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সন্ধান পেতে চায়, তাকে দুটি কাজ করতে হবে— ১. ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সঠিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য সাধনা করতে হবে এবং ২. ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। জ্ঞান আহরণের জন্য দীর্ঘ সময় শিক্ষকের সঙ্গ অবলম্বন করতে হবে। এটা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। তাছাড়া জ্ঞান আহরণে জ্ঞানীর দারস্থ হওয়া কম মানসিক কষ্টের বিষয় নয়।[১৬]

অতএব, যিনি জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষা অর্জনের আসনে সমাসীন হন, তাকে অনেক বিনয়ী হতে হয়। অনেকের পক্ষে এমনটি করা সম্ভব হয় না, ফলে সে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সন্ধান থেকে ছিটকে পড়ে। তাকে অনেক ব্যস্ততা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পারিবারিক অনেক কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এমনকি ঘুম ও আনন্দের মতো সুখ থেকেও বঞ্চিত হতে হয় আর তাকে ক্ষুধার্ত থেকেও দীর্ঘ সময় জ্ঞান আহরণে ধৈর্যধারণ করতে হয়।[১৭]

যখন মানুষ সুখের পিছনে ছুটে, তখন সুখ তার থেকে বিদায় নেয়; কিন্তু যার জীবন কষ্ট দিয়ে শুরু হয়, তার শেষের জীবন আনন্দের হয়। যে কষ্ট সহ্য করে, ধৈর্যধারণ করে, পরিশ্রম করে এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ করে; তার পরিণাম সুখময় হয় এবং সে ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। ফলে সে আল্লাহর নিকট এক বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায়।[১৮]

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে ছিরাতে মুস্তাক্বীম সম্পর্কে যে অস্পষ্টতা ছিল, তা দূর করা হয়েছে। কোনো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর বিস্তারিত আলোচনা উক্ত বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। ছিরাতে মুস্তাক্বীমের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে। ফলে পূর্বে সংঘটিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ এবং সেটা পূর্ণাঙ্গরূপে পালনের জন্য এ পদ্ধতি আরও সহায়ক হয়।[১৯]

এখানে সরল পথকে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ বলে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি ছিরাতে মুস্তাক্বীমের গভীর পরিচয় এবং এর প্রতিকূলতাগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রচণ্ড ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ব্যাপক ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। ছিরাতে মুস্তাক্বীমকে স্পষ্ট করা এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই জন্য প্রয়োজন যে, যাতে এ সম্পর্কে সামান্যতম বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় এবং মুসলিমদের চলার ক্ষেত্রে এটি সত্য ও স্পষ্ট হয়ে যায়। এটি ঐ রাস্তার প্রমাণ, যে পথে তারা চলেছেন। কারণ দৃঢ়তার গুণে এর গুণান্বিত হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।[২০]

মূল বিষয় হলো এই বাক্যগুলো একে অপরকে এমনভাবে স্পষ্ট করে, যা সত্য সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি অবশিষ্ট রাখে না। এগুলো সবই ছিরাতে অমূল্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ এটি সম্পর্কে জানা বা না জানার উপর সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে। কেননা একে জানা ও আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই সাফল্য অর্জিত হয় এবং অজ্ঞ থাকা বা এর আলোকে চলা থেকে এড়ানোর মাধ্যমে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।[২১]

পূর্ববর্তী সৎ মানুষদের এই পথের পথিক বলে হেদায়াতের পথের যাত্রীদের এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা এই পথের একমাত্র পথিক নন, বরং পূর্বের অনেক মানুষ এ পথের পথিক ছিলেন। তাছাড়া সংখ্যার স্বল্পতার কারণে এই পথের পথিকদের একাকিত্ব অনুভব করার কোনো কারণ নেই। কেননা এ পথের পথিকের সংখ্যা যে কম হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্বেই নবী ﷺ-কে অবহিত করে বলেছেন, 'আপনার ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না' *(ইউসুফ, ১২/১০৩)*। সুতরাং এতে আপনার মন খারাপ করার কিছুই নেই। কারণ এটি সেই পথ, যে পথের পথিক ছিলেন অন্য নবী-রাসূলগণ। আর এ পথের পথিক তারাও যারা তাদের অনুসারী ছিলেন। এমন পরিচিত পথে চলতে পথিকের অস্বস্তিবোধ হয় না।[২২]

মানুষ যখন সফরে কোনো পথ চলার বা কোনো অপারেশন করার অথবা এজাতীয় কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তাকে এমন কাজ করতে হয়, যে কাজ ভীতিকর। তখন বলা হয়, এই কাজ, এই অপারেশন, এই পথে ভ্রমণে আপনি একা নন; বরং আপনার পূর্বে অনেক

১৬. আল-ফাতিহা, ১/৭।
১৭. তাফসীরুস সা'দী, পৃ. ৪০।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. উস্তায ড. খালিদ বিন উছমান আল-সাবত حفظه الله-এর লেকচার থেকে সংগৃহীত। লিংক:https://khaledalsabt.com/index.php/interpretations/3621/9.
২০. তাফসীরুস সা'দী, পৃ. ৩৯।
২১. আল-ফাতিহা, ১/৭।
২২. উস্তায ড. খালিদ বিন উছমান আল-সাবত حفظه الله-এর লেকচার থেকে সংগৃহীত। লিংক:https://khaledalsabt.com/index.php/interpretations/3621/9.

মানুষ এই পথের পথিক ছিলেন। তারা হলেন আপনার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক এ পথে চলেছেন। তখন এটি তার জন্য স্বস্তিদায়ক হয়। তিনি অনুভব করেন যে, তিনি এ পথে অপরিচিত নন। তাই তিনি নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তিবোধ করেন।[২৩]

হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার সরল পথের দিকে পরিচালিত করুন, যা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখের দিকে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে আপনার সৃষ্টির মধ্যে যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন তাদের দলভুক্ত করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে তাদের পথ থেকে রক্ষা করুন, যাদের ওপর আপনি তাদের খারাপ কাজের জন্য রাগান্বিত হয়েছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল।[২৪]

এই প্রার্থনায় শিষ্টাচারের সর্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ মুমিনগণ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অবগতির পরে সর্বপ্রথম এই প্রার্থনাটি করেছিলেন। এসবের আগে তিনিই সকল প্রশংসার যোগ্য, তিনিই বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং বিচার দিবসে তিনিই তাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রয়োগকারী। ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ একে প্রার্থনার সময় প্রার্থনার উপযুক্ত অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রশংসা করা, তারপর তার প্রয়োজন পূরণ করা এবং তার মুমিন ভাইদের প্রয়োজনের জন্য এই বলে প্রার্থনা করা যে, আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন। কারণ এটি প্রয়োজন পূরণের জন্য সবচেয়ে সফল উপায় এবং চাওয়া প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এই কারণেই আল্লাহ এই পথ দেখিয়েছেন। কারণ এটা সবচেয়ে নিখুঁত।

সরল পথ বলতে যে পথের সন্ধান করতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে প্রথম দাওয়াত দিয়েছেন অর্থাৎ সরল পথ বলতে যা বুঝায় তা হলো ইসলাম যে বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং বিধিবিধান নিয়ে এসেছে, যেগুলোর অনুসরণ মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখের দিকে নিয়ে যায়। কারণ শান্তির পথ হলো সেই পথ, যে পথকে আল্লাহ তাআলা রিসালাতের মাধ্যমে সীলমোহর করে দিয়েছেন এবং কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ সংবিধানে পরিণত করেছেন। এর প্রচার এবং বর্ণনার দায়িত্ব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অর্পণ করেছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছে এমন সব প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। এর মধ্যে নাওয়াস ইবনে সামআন হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ সরল পথের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। উক্ত পথের উভয় পাশে দুটি দেয়াল রয়েছে। দেয়ালগুলোতে অনেকগুলো খোলা দরজা রয়েছে। দরজার উপরে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। দরজার প্রবেশপথে একজন আহ্বানকারী বলে, হে লোকেরা! সকলে একত্রে সোজা প্রবেশ করো এবং এদিক-সেদিক যেয়ো না। পথের ওপর থেকে আরেকজন আহ্বানকারী ডাকে। যদি কোনো ব্যক্তি ঐ দরজাগুলো খুলতে চায়, সে তাকে বলে, আপনার জন্য আফসোস! এটি খুলবেন না; কারণ আপনি যদি এটি খুলে দেন, তবে আপনি এতে প্রবেশ করে যাবেন। পথটি হলো ইসলাম। দুই পার্শ্বের দেয়ালগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধিবিধান এবং খোলা দরজাগুলো আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়। আর পথের ওপর থেকে আহ্বানকারী প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে আল্লাহর উপদেশদাতা।

আল্লাহ সরাসরি 'অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ' দেখানোর কথা না বলে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ' দেখানো বলার কারণ হলো যাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে, তাদের পথই ছিরাতুল মুস্তাক্বীম।

এখানে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলে মানুষ যেন বলছে, হে আল্লাহ! আমি আপনার আদেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত। বলুন! আমাকে কী করতে হবে। আপনার উপদেশ আমার প্রয়োজন। যখন আপনি আমাকে যে উপদেশ দিবেন, আমি তাৎক্ষণিকভাবে সেটা পালন করব।

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা কী করতে হবে বুঝে না। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের কী করতে হবে। আপনি কয়েক বছর যাবৎ তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা করে না। আমরাও আল্লাহর কাছে কী করতে হবে, সে উপদেশ চাচ্ছি, কিন্তু সময়মতো করছি না। এখন আমাদের উচিত আল্লাহ যা করতে বলেছেন, সেটাই করা। অন্তত চেষ্টা করা উচিত আর এটাই আমাদের প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয়ত, হেদায়াত শব্দটির সমার্থক শব্দ আর-রুশদ। এটার মানে আরশিদনা অর্থাৎ আমাদের পথ নির্দেশনা দিন।

২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।

www.al-itisam.com

আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করুন। তাহলে রুশদ ও হুদার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? হুদা শব্দটি আরবী হাদিয়া থেকে এসেছে। আরবীতে হাদিয়া মানে উপহার। যখন কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যায়, তখন তাকে সবচেয়ে বড় যে উপহারটি আপনি দিতে পারেন, তা হলো পথনির্দেশনা। তার জন্য পানি কিংবা খাবার কোনোটিই তেমন ভালো উপহার হিসেবে বিবেচ্য নয়। মরুভূমিতে যে বস্তুটি তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো পথনির্দেশনা। এ কারণে আরবরা পথনির্দেশনাকে বেঁচে থাকার সাথে যুক্ত করেছেন। মরুভূমিতে বেঁচে থাকার জন্য চূড়ান্ত পাথেয় হলো সঠিক দিকনির্দেশনা। অতএব, হেদায়াতের উপর অটল থাকার জন্য আমরা আল্লাহর নিকট যে চূড়ান্ত উপহার চাই, তা হলো সঠিক নির্দেশনা।

ইতিপূর্বে যা কিছু ছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। আল্লাহর প্রশংসা করা, তাঁর প্রভু হওয়া, তাঁর দয়া লাভে ধন্য হওয়া, বিচার দিবসে তাঁর বিচারের সম্মুখীন হওয়া— এর সবই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রতিটি মানুষই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হবে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমরা বহুবচনের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। কারণ কেউ একা হেদায়াতের চূড়ান্ত পথ পেলে হবে না। যদি কেউ আল্লাহর সাথে ব্যক্তিগতভাবে একান্ত সম্পর্ক করত চায়, তবে তাকে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নিকট হেদায়াত চাইতে হবে। অন্যান্য মানুষকে বাদ দিয়ে একা একা হেদায়াত চাইলে হেদায়াত পাওয়া যাবে না।

ইসলামের খুবই সুন্দর একটা শিক্ষা হলো তথ্য আর হেদায়াত এক নয়। তথ্য হলো কোনো গন্তব্যে পৌঁছার বিবরণী, যা আপনাকে পার্থিব জীবনে সাময়িক কোনো ঠিকানায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে। যেমন আপনি হারিয়ে গেলে কেউ আপনাকে বলল, সামনে এক কিলোমিটার গিয়ে বামে মোড় নিবেন, তারপর সামান্য গিয়ে আবার ডানে মোড় নিবেন, তারপর সোজা যাবেন— এটা হলো তথ্য। তথ্য কখনো কখনো শুধুই পথনির্দেশনা হয়ে থাকে। যেমন ট্র্যাফিক পুলিশ ও জিপিএসের পথনির্দেশনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পথনির্দেশনা তথ্যের চেয়েও বেশি কিছু। আল্লাহর পথনির্দেশনা ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের প্রতিটি মুহূর্তের সাথে সম্পৃক্ত। আমরা আল্লাহর নিকট নিছক তথ্য চাই না, বরং আমরা চাই সেই শক্তি, যা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। তথ্যগত বিবরণী আর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানো এক জিনিস নয়। কখনো কখনো আমাদের কাছে সব তথ্যই থাকে, তারপরও আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের এমন ইচ্ছাশক্তি নেই, যা দিয়ে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হব। মানুষ যখন ভুল করে, তখন যদি তাকে তার ভুল সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তবে সে তার ভুল স্বীকার করে। ভুল করার এমন অবস্থা থেকে বাঁচতেই আল্লাহর নিকট পথনির্দেশনা প্রার্থনা করা দরকার। পথনির্দেশনা যদি শুধু তথ্য হতো, তবে সেটা একবার পেলেই যথেষ্ট হতো। কারণ আপনাকে একবার তথ্য সরবরাহ করা হলে সে একই তথ্যের আর প্রয়োজন হয় না। আমাদের ঈমানের মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা আল্লাহর নিকট 'ইহদিনা' বলি। যার ঈমান যত শক্তিশালী, সে তত বেশি আল্লাহর নিকট হেদায়াত চায়। বেঁচে থাকতে চাইলে আপনাকে যেমন কয়েক ঘণ্টা পরপর পানি পান করতে হবে, তেমনি বারংবার আল্লাহর কাছে হেদায়াত চাইতে হবে। হেদায়াতের বিষয়টি মানবদেহে পানির চাহিদার অনুরূপ। মানবদেহে যেমন কয়েক ঘণ্টা পরপর পানির প্রয়োজন হয়, তেমনি কয়েক ঘণ্টা পরপর তার অন্তরের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হয়। আমাদের বারবার আল্লাহর নিকট ফিরে আসতে হবে এবং اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলতে হবে। এটা তথ্য নয় যে, একবার চাইলেই হয়ে যাবে; বরং এটা গাড়ির জ্বালানির মতো। জ্বালানি শেষ হলে যেমন বারবার জ্বালানি দিতে হয়, তেমনি বারবার হেদায়াত চাইতে হবে। কারণ অন্তরে ঈমানের আলোকবর্তিকা একটা সময় পর নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। আপনাকে এ আলোকবর্তিকা আবার জ্বালাতে হবে। কেউ একথা বলতে পারে না যে, এটা আমি পেয়ে গেছি, আমার এটার আর প্রয়োজন নেই। পানির তৃষ্ণার মতো এটাকে বারবার চাইতে হবে।

সূরা আল-ফাতিহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অত্র সূরাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এই সূরায় দুটি বিষয় আছে, একটি জ্ঞান এবং অপরটি কাজ। আলহামদু থেকে মালিকি ইয়াওমিদ্দীন পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের কথা আর এরপর থেকে অবশিষ্টাংশ কাজ সম্পর্কে। সূরাটি শুরু হয়েছে জ্ঞান দিয়ে আর শেষ হয়েছে কাজ দিয়ে।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

ইসলামে বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব- ৫)

মুসলিমদের একক খলীফা ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানের বায়‘আত নেওয়া কি বৈধ নয়?

মুসলিমদের মূল ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় হচ্ছে, তারা সকলে একজন শাসকের অধীনে থাকবে, তার বায়‘আত গ্রহণ করবে এবং তারই আনুগত্য করে চলবে। একক শাসকের অধীনে সকলে সংগঠিতভাবে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার সাথে বসবাস করবে।

তবে শাসক গোটা মুসলিম জাহানের খলীফা তথা শাসক না হওয়া সত্ত্বেও সেই সরকারের অনুসরণ করা ওয়াজিব, যদিও তিনি কোনো অঞ্চল বা দেশের শাসক হন। তার নাম খলীফা হোক বা বাদশাহ হোক বা আর কিছু হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে, একক খলীফার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা উচিত।

উল্লেখ্য, শত শত বছর ধরে গোটা মুসলিম উম্মাহ একক খলীফার অধীনে নেই। কিন্তু তারা ঠিকই বায়‘আতের মাধ্যমে স্ব-স্ব রাষ্ট্রপ্রধানদের অধীনে সুসংগঠিতভাবে বসবাস করে আসছে। একক খলীফা ছাড়া অন্য কারো বায়‘আত জায়েয না হলে পুরো দুনিয়া ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলায় ভরে যেত।

মুসলিমদের একক খলীফা ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানের বায়‘আত নেওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে কয়েকজন আলেমের বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো—

(১) শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَيَجُوْزُ تَسْمِيَةُ مَنْ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ "خُلَفَاءَ" وَإِنْ كَانُوْا مُلُوْكًا؛ وَلَمْ يَكُوْنُوْا خُلَفَاءَ الْأَنْبِيَاءِ بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحَيْهِمَا...

‘খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে যে-সব শাসক এসেছেন, তারা নবীগণের খলীফা না হয়ে সাধারণ বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম ‘খলীফা’ দেওয়া জায়েয। এর দলীল হচ্ছে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ...’।[১]

(২) তিনি আরো বলেন,

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ نُوَّابُهُ فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ الْأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجْزٍ مِنْ الْبَاقِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أَئِمَّةٍ: لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ وَيَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ.

‘সুন্নাত হচ্ছে, মুসলিমদের একজন শাসক হবেন আর বাকীরা হবে তার প্রতিনিধি। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উম্মাহ তাদের কারো অবাধ্যতার কারণে বা কারো দুর্বলতার সুযোগে অথবা অন্য কোনো কারণে এখান থেকে বেরিয়ে যায় এবং তাদের কয়েকজন শাসক হন, তাহলে দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা ও অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া প্রত্যেক শাসকের জরুরী কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে’।[২]

(৩) আমীর ছান‘আনী রহিমাহুল্লাহ রাসূল ﷺ-এর বাণী: مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ (যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল)-এর ব্যাখ্যায় বলেন,

قَوْلُهُ عَنْ الطَّاعَةِ أَيْ طَاعَةِ الْخَلِيفَةِ الَّذِي وَقَعَ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ خَلِيفَةٌ أَيِّ قُطْرٍ مِنْ الْأَقْطَارِ إِذْ لَمْ يُجْمِعْ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ أَثْنَاءِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بَلْ اسْتَقَلَّ أَهْلُ كُلِّ إِقْلِيمٍ بِقَائِمٍ بِأُمُورِهِمْ إِذْ لَوْ حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى خَلِيفَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَقَلَّتْ فَائِدَتُهُ.

‘(আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল) মানে এমন খলীফার আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল, যার আনুগত্য করার ব্যাপারে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। এখানে যে-কোনো অঞ্চলের খলীফাকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা আব্বাসীয় শাসনামলের মাঝামাঝি সময় থেকে (অদ্যাবধি) সমগ্র মুসলিম জাহানে একক খলীফার ব্যাপারে মানুষ একমত হয়নি; বরং প্রত্যেকটা অঞ্চলের মানুষ নিজেদের শাসক নিয়ে পৃথক হয়ে গেছে। তাছাড়া হাদীছটিকে যদি মুসলিমদের একক খলীফার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এর উপকার কমে যাবে’।[৩]

(৪) আল্লামা শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَأَمَّا بَعْدَ انْتِشَارِ الْإِسْلَامِ وَاتِّسَاعِ رُقْعَتِهِ وَتَبَاعُدِ أَطْرَافِهِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِيْ كُلِّ قُطْرٍ أَوْ أَقْطَارِ الْوَلَايَةُ إِلَى إِمَامٍ أَوْ سُلْطَانٍ وَفِي الْقُطْرِ الْآخَرِ أَوِ الْأَقْطَارِ كَذَلِكَ وَلَا يَنْفُذُ لِبَعْضِهِمْ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ فِيْ قُطْرِ الْآخَرِ

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, ৩৫/২০।

২. মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, ৩৪/১৭৫-১৭৬।

৩. সুবুলুস সালাম, (দারুল হাদীছ, তা. বি.), ২/৩৭৪।

وَأَقْطَارِهِ الَّتِيْ رَجَعَتْ إِلَى وَلَايَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِتَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ وَالسَّلَاطِيْنِ وَيَجِبُ الطَّاعَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بَعْدَ الْبَيْعَةِ لَهُ عَلَى أَهْلِ الْقُطْرِ الَّذِيْ يُنْفُذُ فِيْهِ أَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيْهِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُطْرِ الْآخَرِ فَإِذَا قَامَ مَنْ يُّنَازِعُهُ فِي الْقُطْرِ الَّذِيْ قَدْ ثَبَتَتْ فِيْهِ وَلَايَتُهُ وَبَايَعَهُ أَهْلُهُ كَانَ الْحُكْمُ فِيْهِ أَنْ يُّقْتَلَ إِذَا لَمْ يَتُبْ وَلَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُطْرِ الْآخَرِ طَاعَتُهُ وَلَا الدُّخُوْلُ تَحْتَ وَلَايَتِهِ لِتَبَاعُدِ الْأَقْطَارِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَبْلُغُ إِلَى مَا تَبَاعَدَ مِنْهَا خَبَرُ إِمَامِهَا أَوْ سُلْطَانِهَا وَلَا يُدْرَى مَنْ قَامَ مِنْهُمْ أَوْ مَاتَ فَالتَّكْلِيْفُ بِالطَّاعَةِ وَالْحَالُ هَذِهِ تَكْلِيْفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ وَهَذَا مَعْلُوْمٌ لِّكُلِّ مَنْ لَّهُ اطِّلَاعٌ عَلَى أَحْوَالِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ فَإِنَّ أَهْلَ الصِّيْنِ وَالْهِنْدِ لَا يَدْرُوْنَ بِمَنْ لَّهُ الْوَلَايَةُ فِيْ أَرْضِ الْمَغْرِبِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَمَكَّنُوْا مِنْ طَاعَتِهِ وَهَكَذَا الْعَكْسُ وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ لَا يَدْرُوْنَ بِمَنْ لَّهُ الْوَلَايَةُ فِي الْيَمَنِ وَهَكَذَا الْعَكْسُ فَاعْرِفْ هَذَا فَإِنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمُطَابِقُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ وَدَعْ عَنْكَ مَا يُقَالُ فِيْ مُخَالَفَتِهِ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَمَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ أَوْضَحُ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَهُوَ مُبَاهِتٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُّخَاطَبَ بِالْحُجَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُهَا.

'আর ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও এর সীমানা প্রশস্ত হওয়ার পর একথা সুবিদিত যে, এখন প্রত্যেকটা অঞ্চলের শাসনভার একেকজন শাসকের উপর পড়েছে। অন্যান্য অঞ্চলেও একই অবস্থা। তাদের কারো আদেশ-নিষেধ অন্যের অঞ্চলে বাস্তবায়িত হয় না। এমন অনেক শাসক হওয়াতে কোনো দোষ নেই। এসব শাসকের প্রত্যেকের বায়'আত সংঘটিত হওয়ার পর তার আনুগত্য করা ঐ অঞ্চলের লোকদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে, যেখানে তার আদেশ-নিষেধ কার্যকর হয়। যে অঞ্চলে কারো শাসন ক্বায়েম হয়েছে এবং সেখানকার লোকজন তার বায়'আত নিয়েছে, সে অঞ্চলে যদি কেউ তার বিরোধিতা করতে আসে, তাহলে তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে। দূরে হওয়ার কারণে অন্য অঞ্চলের মানুষের জন্য এই শাসকের আনুগত্য করা এবং তার শাসনের আওতাভুক্ত হওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা দূরবর্তী অঞ্চলের লোকদের কাছে এই শাসকের খবর নাও পৌঁছতে পারে, তাদের মধ্যে কে শাসনভার গ্রহণ করেছে আর কে মারা গেছে, তাও জানা যায় না। আর এমতাবস্থায় তার আনুগত্যের ভার চাপিয়ে দিলে তা হবে সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। জনগণ ও বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে, তার কাছে এটা জানা বিষয়। কারণ চীন ও ভারতের মানুষ মরক্কো-এর শাসকের আনুগত্য করা তো দূরের কথা, তার সম্পর্কে জানেও না। মরক্কোবাসীর ক্ষেত্রেও তাই। অনুরূপভাবে তুর্কিস্তানের জনগণ ইয়ামানের শাসক সম্পর্কে জানে না। ইয়ামানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। (পাঠক!) এই বিষয়টি উপলব্ধি করুন। কারণ তা শরী'আতের সাধারণ নিয়ম এবং দলীল-প্রমাণের সাথে মিলে যায়। আর আপনি এর বিপরীত বক্তব্যকে পরিহার করুন। কেননা ইসলামের শুরুতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং বর্তমান সময়ের শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সূর্যালোকের চেয়েও স্পষ্ট। যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করবে, সে মিথ্যুক; তার কাছে দলীল পেশ করার উপযুক্ত সে নয়। কারণ সে তা উপলব্ধি করতে পারে না'।[৪]

উল্লেখ্য, আধুনিক যুগে উল্লিখিত কারণ অবশিষ্ট না থাকলেও অন্যান্য কারণে মুসলিম উম্মাহ এখনও একজন শাসকের অধীনে বসবাসরত নয়। সুতরাং এখনও পর্যন্ত একাধিক শাসক ও তাদের বায়'আতের বৈধতা রয়েছে।

(৫) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ﵀ বলেন,

اَلْأَئِمَّةُ مُجْمِعُوْنَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ، عَلَى أَنَّ مَنْ تَغَلَّبَ عَلَى بَلَدٍ أَوْ بُلْدَانٍ لَّهُ حُكْمُ الْإِمَامِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَشْيَاءِ، وَلَوْلَا هَذَا مَا اسْتَقَامَتِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ النَّاسَ مِنْ زَمَنٍ طَوِيْلٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، مَا اجْتَمَعُوْا عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَعْرِفُوْنَ أَحَدًا مِّنَ الْعُلَمَاءِ ذَكَرَ أَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْأَحْكَامِ، لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

'সকল মাযহাবের ইমামগণ ইজমা পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো দেশ বা অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে, সকল ক্ষেত্রে তার বিধান গোটা মুসলিম জাহানের একক খলীফার মতোই। এটা যদি না হতো, তাহলে দুনিয়া ঠিক থাকত না। কেননা ইমাম আহমাদের পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত এই লম্বা সময় ধরে মানুষ কেবল একজন শাসকের অনুসরণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেনি; অথচ তারা এমন একজন আলেমের কথাও জানে না, যিনি বলেছেন যে, সারা জাহানের একক খলীফা ছাড়া কোনো হুকুম ও বিচার বিশুদ্ধ হবে না'।[৫]

৪. আস-সায়লুল জাররার, (দারু ইবনে হাযম, প্রথম প্রকাশ, তা. বি.), পৃ. ৯৪১।

৫. আদ-দুরার আস-সানিইয়্যাহ ফিল আজবিবাতিন নাজদিইয়্যাহ, (তাহক্বীক: আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ক্বাসেম, ৬ষ্ঠ প্রকাশ: ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.), ৫/৯।

(৬) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ একসময় সমগ্র মুসলিম জাহানের একক খলীফা ছাড়া বায়'আত সম্পন্ন হবে না বলে মন্তব্য করলেও পরবর্তীতে তিনি এই মত থেকে ফিরে আসেন। শায়খ আলবানীর বিখ্যাত ছাত্র শায়খ আলী হালাবী রহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'মাসায়েল ইলমিইয়্যাহ ফিস সিয়াসাতি ওয়াদ দা'ওয়াতিশ শার'ইয়্যাহ' গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেন এবং জরুরী অবস্থায় একাধিক শাসক থাকতে পারেন বলে এই বইয়ের তথ্যকে তিনি গ্রহণ করেন। শায়খ হালাবী বলেন,

وَلَمَّا رَاجَعَ نَفَعَهُ اللهُ بِعُلُومِهِ كِتَابَنَا هَذَا، وَصَحَّحَهُ وَوَقَفَ عَلَى هَذِهِ الكَلِمَاتِ العِلْمِيَّةِ العَالِيَةِ الَّتِي تُجِيزُ مِثْلَ هَذَا التَّعَدُّدِ لِلضَّرُورَةِ، تَبَنَّاهُ وَانْشَرَحَ لَهُ صَدْرُهُ، وَاطْمَأَنَّ بِهِ.

'(শায়খ আলবানী) যখন আমার প্রণীত এই বইটি সম্পাদনা ও সংশোধন করেছিলেন এবং উচ্চ গবেষণালব্ধ বক্তব্যগুলো অবগত হয়েছিলেন, যেগুলো জরুরী কারণে একাধিক শাসকের বৈধতা দেয়, তখন এটাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এর জন্য তার বক্ষ প্রসারিত হয়েছিল এবং এতেই প্রশান্তি লাভ করেছিলেন -আল্লাহ তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করুন-'।[৬]

(৭) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ বলেন,

«الإِمَامُ» هُوَ وَلِيُّ الأَمْرِ الأَعْلَى فِي الدَّوْلَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا عَامًّا لِلْمُسْلِمِيْنَ؛ لِأَنَّ الإِمَامَةَ العَامَّةَ انْقَرَضَتْ مِنْ أَزْمِنَةٍ مُتْطَاوِلَةٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ»، فَإِذَا تَأَمَّرَ إِنْسَانٌ عَلَى جِهَةٍ مَا، صَارَ بِمَنْزِلَةِ الإِمَامِ العَامِّ، وَصَارَ قَوْلُهُ نَافِذًا، وَأَمْرُهُ مُطَاعًا. وَمِنْ عَهْدِ أَمِيرِ المُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ وَالأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ بَدَأَتْ تَتَفَرَّقُ، فَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الحِجَازِ، وَبَنُو مَرْوَانَ فِي الشَّامِ، وَالمُخْتَارُ بْنُ عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ فِي العِرَاقِ، فَتَفَرَّقَتِ الأُمَّةُ، وَمَا زَالَ أَئِمَّةُ الإِسْلَامِ يَدِيْنُوْنَ بِالوَلَاءِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ تَأَمَّرَ عَلَى نَاحِيَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ الخِلَافَةُ العَامَّةُ؛ وَبِهَذَا نَعْرِفُ ضَلَالَ نَاشِئَةٍ نَشَأَتْ تَقُوْلُ: إِنَّهُ لَا إِمَامَ لِلْمُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ، فَلَا بَيْعَةَ لِأَحَدٍ!! ـ نَسْأَلُ اللَّهَ العَافِيَةَ ـ وَلَا أَدْرِي أَيُرِيْدُ هَؤُلَاءِ أَنْ تَكُوْنَ الأُمُوْرُ فَوْضَى لَيْسَ لِلنَّاسِ قَائِدٌ يَقُوْدُهُمْ؟! أَمْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ إِنْسَانٍ أَمِيْرُ نَفْسِهِ؟! هَؤُلَاءِ إِذَا مَاتُوْا مِنْ غَيْرِ بَيْعَةٍ فَإِنَّهُمْ يَمُوْتُوْنَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ ـ

'ইমাম হলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা। শাসক হওয়ার জন্য সকল মুসলিমের একক খলীফা হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। কেননা দীর্ঘকাল ধরে একক খলীফার শাসন শেষ হয়ে গেছে। এদিকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা শোনো ও আনুগত্য করো, যদিও আবিসিনীয় দাস তোমাদের শাসক হন"। অতএব, কেউ যখন কোনো অঞ্চলের শাসক হবেন, তখন তিনি হবেন একক খলীফার স্থানে এবং তার কথা ও আদেশ হবে শিরোধার্য। আমীরুল মুমিনীন উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সময় থেকে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হতে শুরু করেছে। ইবনুয যুবাইর হিজাযে, বানু মারওয়ান শামে এবং মুখতার ইবনে উবাইদ ইরাকে ক্ষমতা নেন বলে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি কোনো অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হন, তিনি মুসলিমদের একক খলীফা না হওয়া সত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা এবং তার আনুগত্য করার ব্যাপারে অদ্যাবধি বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন। এর দ্বারা আমরা কিছু নতুন প্রজন্মের ভ্রষ্টতা বুঝতে পারি, যারা বলছে, আজ মুসলিমদের কোনো ইমাম নেই। অতএব, কারো জন্য বায়'আত চলবে না। আমি জানি না, তারা কি মানুষের শাসক না থাকা অবস্থায় তাদের বিশৃঙ্খলা চাচ্ছে? নাকি তারা বলতে চাচ্ছে যে, প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের শাসক? এরা যদি বায়'আত ছাড়া মারা যায়, তাহলে তাদের মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু'।[৭]

বুঝা গেল, যারা বলছে, যে খলীফার আনুগত্য করা ওয়াজিব, তিনি কেবল মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা এবং যারা বিভিন্ন দেশের শাসক, তাদের বায়'আত ও আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়, তাদের এই বক্তব্য দলীল বিরোধী, ইজমা বিরোধী, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি বিরোধী এবং বাস্তবতা বিরোধী। তাদের এই বক্তব্য শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে বিপ্লব এবং তাদের বায়'আত ছিন্নের দিকে ঠেলে দেয়। আর এটাই হচ্ছে খারেজীদের বক্তব্য।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৬. আলী আল-হালাবী, মাসায়েল ইলমিইয়্যাহ ফিস সিয়াসাতি ওয়াদ দা'ওয়াতিশ শার'ইয়্যাহ, (মাকতাবাতু ইবনিল ক্বাইয়িম, কুয়েত, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪২২ হি./২০০১ খৃ.), পৃ: ৭৪, টীকা নং- ২।

৭. আশ-শারহুল মুমতে', ৮/৯।

www.al-itisam.com

আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির কল্যাণের আধার। মানুষের সঠিক পথের দিশা দিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। এটি সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতির আবর্তে মানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে গাইডবুক হিসেবে নাযিল হয়েছে। এতে মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সমস্যা ও তার সমাধানের বর্ণনা বিবৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ‘আমরা কিতাবে (কুরআনে) কোনোকিছুই বাদ দেইনি’ *(আল-আনআম, ৬/৩৮)*। অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ‘আর আমরা আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বস্তুর বিশদ বর্ণনাকারী ও মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশক, দয়া ও সুসংবাদ দানকারী হিসেবে’ *(আন-নাহল, ১৬/৮৯)*।

মানুষ আল্লাহ তাআলার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে এক অনন্য ও অসাধারণ সৃষ্টি। মানুষই একমাত্র সৃষ্টিজীব, যাদের রয়েছে বিবেক ও বোধশক্তি। এ বিবেকই তাদের চালিকাশক্তি এবং আল্লাহপ্রদত্ত কল্যাণের অনুসন্ধানী। ফলে মানুষকে তিনি বহু মাখলূকাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভকারী সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৭০)*। এ পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। মহান আল্লাহ আপন কৃপায় সেসব সৃষ্টিজীবকে মানুষের অনুগত ও বশ্য করে দিয়েছেন। যদিও তারা আকার-আকৃতিতে শক্ত ও দেহাবয়বের দিক থেকে মানুষের চেয়ে অনেক বড়। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ﴾ ‘আপনি কি লক্ষ্য করেননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৬৫)*। মানুষের সৃষ্টি মহান আল্লাহর একক ইচ্ছার প্রতিফলন মাত্র। মহান আল্লাহ দুই ধরনের উপাদান দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১]

প্রথমত, মাটি থেকে: অতঃপর তাতে রূহ প্রবেশ করিয়েছেন। যেমন— আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি। কুরআনে এসেছে, ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ ‘যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে। তারপর তিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তার (সৃষ্ট) রূহ এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ; তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো’ *(আস-সাজদা, ৩২/৭-৮)*। অন্যত্র সরাসরি পৃথিবীতে মানব আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ ‘(স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করব। সুতরাং যখন আমি তাকে সুবিন্যস্ত করব এবং তাতে আমার পক্ষ হতে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে’ *(আল-হিজর, ১৫/২৮-২৯)*।

দ্বিতীয়ত, বীর্য থেকে: মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বীর্য থেকে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ‘অবশ্যই আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার নির্যাস হতে, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করেছি সংরক্ষিত আধারে, অতঃপর শুক্রবিন্দুকে জমাটবদ্ধ-ঝুলন্ত মাংসে, অতঃপর জমাটবদ্ধ-ঝুলন্ত মাংসকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পাঞ্জরে, অতঃপর অস্থি-পাঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১২-১৪)*। অন্যত্র সৃষ্টি সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ

---

* সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস, সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

১. আব্দুর রহমান আন-নাহলাভী, উছূলুত তারিবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আসালিবুহা (দারুল ফিকর: দামেশক, ১৯৭৯ খ্রি.) পৃ. ৩০।

خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ ‘তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছ?’ *(আয-যুমার, ৩৯/৬)*। মূলত মানুষকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তা থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-পুরুষ বিস্তৃতি লাভ করেছে। মহান আল্লাহ সূরা আন-নিসার শুরুতে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে, ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ‘হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন’ *(আন-নিসা, ৪/১)*। মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তাদের দিয়েছেন ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা, মুক্ত ও স্বাধীনভাবে যমিনে বিচরণের অধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা প্রভৃতি। তিনি বলেন, ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ‘শপথ নফসের এবং তার, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ এবং তাক্বওয়া সম্পর্কে। নিশ্চয়ই সেই সফলকাম হবে, যে আত্মাকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে’ *(আশ-শামস, ৯১/৭-১০)*। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার মূলে যে বৈশিষ্ট্যটি খুবই গুরুত্বের দাবিদার, তা হলো জ্ঞান। তিনি মানুষকে জ্ঞানের ভাণ্ডার দান করেছেন, শুধু তাই নয়, এ জ্ঞান দ্বারাই মানুষ ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেন, ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ ‘পাঠ করুন আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না’ *(আল-আলাক্ব, ৯৬/৩-৫)*। সূরা আল-বাক্বারাতে এসেছে, ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ‘আর তিনি আদমকে সমস্ত কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সেসব ফেরেশতার সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই’ *(আল-বাক্বারা, ২/৯-১০)*। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের যে-সব উপদান রয়েছে, তা সবই তিনি স্বীয় অনুগ্রহে মানুষকে দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ‘তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো’ *(আন-নাহল, ১৬/৭৮)*। কুরআনের অন্যত্র এসেছে, ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ - وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ ‘আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুটি চক্ষু, একটি জিহ্বা ও দুটি ওষ্ঠ?’ *(আল-বালাদ, ৯০/৮-৯)*। এছাড়াও তিনি মানুষকে বায়ান বা কথা বলা শিখিয়েছেন। সূরা আর-রহমানে এসেছে, ﴿الرَّحْمَنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ‘দয়াময় আল্লাহ। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন বাকপটুতা’ *(আর-রহমান, ৫৫/১-৪)*। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নেয়ামত দ্বারা মানুষকে ভূষিত করা হয়েছেম তা হলো যুগে যুগে প্রেরিত আসমানী গ্রন্থসমূহ।

এসকল নেয়ামতের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, তাঁর বিধিবিধানের আনুগত্য করা, তাঁকে সিজদা করা প্রভৃতি। এসব অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে স্বয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদায় অবনত হয়েছেন। ছহীহ মুসলিমে এসেছে, তিনি বলেছেন, ﴿سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ‘আমার চেহারা সিজদা করেছে ঐ সত্তার জন্য, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অবয়ব দিয়েছেন এবং দিয়েছেন তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি। আল্লাহ অতীব বরকতময়, সবচেয়ে উত্তম স্রষ্টা’।[২] কিন্তু মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহর এসব অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে চায় না এবং চেষ্টাও করে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ﴾ ‘মানুষ তো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ’ *(আল-হাজ্জ,*

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭১।

www.al-itisam.com

২২/৬৬)। আল-কুরআন নানা ধরনের দ্বীনী বিষয় বর্ণনার সাথে সাথে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান চিত্র তুলে ধরেছে। যা সকল যুগের সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। মানুষের এ স্বরূপগুলো স্থায়ী। কোনো জাতি বা কোনো গোত্রই এ সকল বৈশিষ্ট্যের বাইরে নয়।

কুরআনে কারীমে যেমন মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি নিন্দাও করা হয়েছে। তাকে একদিকে যেমন আসমান, যমীন ও ফেরেশতার চাইতেও মহীয়ান-গরীয়ান করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি তাকে চতুষ্পদ জন্তু, শয়তানের চেয়েও হীন ও নিকৃষ্টতর প্রাণীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তারা যেমন ফেরেশতার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে, আবার তারা এত দুর্বল যে, নিকৃষ্টতম অবস্থানেও নেমে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ‘আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না, তারা পশুর ন্যায় বরং তারচেয়েও বিভ্রান্ত, তারাই গাফেল’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৭৯)*। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ‘অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমরা তাদেরকে সর্বনিম্ন স্তরে ফিরিয়ে দেই। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার’ *(আত-তীন, ৯৫/৪-৬)*।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের স্বরূপ নির্ণয়ে কুরআন দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে। যেমন— ১. ভালো বৈশিষ্ট্য ও ২. মন্দ বৈশিষ্ট্য। এগুলোকে আমরা দুভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি তথা- ১. ইতিবাচক দিক (যা কল্যাণকর ও অর্জনযোগ্য) ও ২. নেতিবাচক দিক (যা অকল্যাণকর ও বর্জনীয়)।

(ক) ইতিবাচক দিক:

(১) মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা: খলীফা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী।[৩] মহান আল্লাহ তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে মানুষকে স্বীয় খলীফা মনোনীত করেছেন। তারা দুনিয়ায় তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এ মর্মে সৃষ্টির প্রারম্ভেই তিনি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে ঘোষণা দিয়েছেন, ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘(স্মরণ করো) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতি গাঁই ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না’ *(আল-বাক্বারা, ২/৩০)*। তিনি (আল্লাহ) মানুষকে শুধু খলীফা হিসেবেই সৃষ্টি করেননি, বরং তাদেরকে পরীক্ষার জন্য একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ‘তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতক জনকে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন’ *(আল-আনআম, ৬/১৬৫)*। এছাড়াও খলীফা হিসেবে একজন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর মনোনীত বান্দা দাঊদ আলাইহিস সালাম-কে লক্ষ্য করে বলেন, হে দাঊদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, আপনি লোকদের মধ্যে সুবিচার করুন এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না, কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে *(ছোয়াদ, ৩৮/২৬)*। এখানে প্রতিনিধি হিসেবে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা মহান আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রমাণিত করতে হলে তাঁর আইনকেই শুধু মানুষের মাঝে পরিচালিত

৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (রিয়াদ প্রকাশনী: ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ-২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩২২।

করতে হবে, অন্যথা তা হবে ব্যক্তিপূজা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর দাঊদ আলাইহিস সালাম এ ধরনেরই একজন শাসক ছিলেন।

(২) সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া: মানুষ বোধশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। মহান আল্লাহ মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যার সাহায্যে ভালো ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণ প্রভৃতির মাঝে পার্থক্য করা যায়। এ জ্ঞান দ্বারাই তিনি ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। অতএব, জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে সেরা। কুরআনে কারীমে এসেছে,

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ- قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ- قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

‘আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর ফেরেশতাদের সামনে সেগুলো পেশ করলেন এবং বললেন, এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি মহাপবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত, আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এসকল নাম বলে দিন। তিনি তাদেরকে এসবের নাম বলে দিলেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/৩১-৩৩)*। জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হয়েছে। এজন্যই কুরআনে কারীমে বারবার জ্ঞান আহরণে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ‘যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৯)*।

(৩) মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন: মানুষ সাধারণত স্বাধীনচেতা ও মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় চলাফেরা করতে পছন্দ করে। কীসে কল্যাণ এবং কীসে তাদের অকল্যাণ তা জ্ঞাত হওয়ার পরও তা গ্রহণের ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা। মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া পয়গম্বরী মিশন পরিচালনার প্রয়োজনীয় গুণাবলিতে মানবজীবন বিমণ্ডিত। তারা দায়িত্বশীল জীব। উদ্যোগ ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সমৃদ্ধি বা বিপর্যয় যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ায় তার রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। হয় সে সঠিক পথে চলে সমৃদ্ধির পানে পা বাড়াবে অথবা অকৃতজ্ঞ হয়ে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ‘নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে’ *(আদ-দাহর, ৭৬/২-৩)*।

(৪) মহত্ত্ব ও মর্যাদায় বিভূষিত: জন্মগতভাবেই মহত্ত্ব ও মর্যাদার গুণাবলিতে মানুষ বিভূষিত। বাস্তবেই আল্লাহ অপরাপর অসংখ্য প্রাণীর উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সে তার আসল সত্তাকে তখনই আবিষ্কার করতে পারে, যখন সে তার মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং নিজেকে সকল নীচতা, দাসত্ব, অধীনতা, ভোগ-লালসা, ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

‘অবশ্যই আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের ভ্রমণ করিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক্ব দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৭০)*।

(৫) নৈতিক চেতনাবোধসম্পন্ন: মানুষের নৈতিক চেতনা আছে। তারা প্রকৃতিগতভাবেই ভালো আর মন্দ বুঝে নিতে পারে। কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মানুষের সত্তার মাঝেই নৈতিক চেতনা লুকিয়ে আছে। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ‘শপথ নফসের এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তাকে (মানুষকে) তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন’ *(আশ-শামস, ৯১/৭-৮)*।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তার ‘আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ’ গ্রন্থ

-আব্দুল্লাহ মাহমুদ*

ইমাম আবুল হাসান আশআরীর জীবনী

নাম ও বংশ: তার পুরো নাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবুল বাশার ইসহাক্ব ইবনে সালেম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বেলাল ইবনে আবূ বুরদাহ ইবনে আবূ মূসা আশআরী। তিনি বিখ্যাত ছাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধর ছিলেন। এ ছাহাবীর দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে ‘আশআরী’ বলা হয়।

জন্ম: তার জন্মসাল নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কারও মতে ২৬০ হিজরীতে, কারও মতে ২৬৬ হিজরীতে আবার কারও মতে ২৭০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে প্রথম মতটি প্রাধান্যযোগ্য, যা অধিকাংশ জীবনী-লেখকগণ উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষকবৃন্দ: ইমাম আশআরী আহলুল হাদীছদের থেকে হাদীছ বর্ণনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তবে তিনি তার তাফসীরে কিছু বর্ণনা তার শিক্ষকদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তার প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষক হলেন—

১. আবূ আলী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আল-জুব্বায়ী। আবুল হাসান আশআরী মু‘তাযিলা মত বর্জন করার পূর্বে মু‘তাযিলা অবস্থায় তিনি তার শিক্ষক ছিলেন।

২. যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আস-সাজী। তিনি বাছরার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুফতী ছিলেন। তিনি ৩০৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, ‘তার থেকে আবুল হাসান আশআরী আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফদের আক্বীদা শিখেন এবং একাধিক গ্রন্থে আবুল হাসান আশআরী সেই আক্বীদার ওপর নির্ভর করেন’।[১] আবুল হাসান আশআরীর পিতা মারা যাওয়ার সময় তিনি তাকে আস-সাজীর কাছে যাওয়ার অছিয়ত করে যান।

৩. আবূ ইসহাক্ব আল-মারওয়াযী ইবরাহীম ইবনে আহমাদ আল-মারওয়াযী। আল-মারওয়াযী ছিলেন আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজের বিজ্ঞ ও ঘনিষ্ঠ ছাত্র। তার কাছে শাফেঈ মাযহাবের কর্তৃত্ব ছিল। তিনি ৩৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ আহমাদ ইবনে উমার ইবনে সুরাইজ। তিনি ৩০৩ হিজরীতে মারা যান। আবুল হাসান আশআরী তার কাছে ফিক্বহ শিখেন।

৫. আবূ বকর কাফফাল আশ-শাশী মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল। তিনি ৩৬০ হিজরীতে মারা যান।

৬. আবূ খালীফা আল-জুমাহী ফাযল ইবনে হুবাব। তিনি ৩০৫ হিজরীতে মারা যান।

৭. সাহল ইবনে নূহ।

৮. আব্দুর রহমান ইবনে খালাফ।

৯. মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব আল-মাকবূরী।

ছাত্রবৃন্দ: আবুল হাসান আশআরীর কাছে অনেকে ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তার পূর্বের আক্বীদা থেকে ফিরে আসার কারণে অনেক ছাত্র তার কাছে ভিড় জমায়। স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আক্বীদায় তার ছাত্র হন। তার প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র নিম্নরূপ—

১. ইবনে মুজাহিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব আত-তায়ী আল-বাগদাদী। তিনি ৩৭০ হিজরীতে মারা যান। তার ছাত্র ছিলেন বাকিল্লানী।

২. আবুল হাসান আল-বাহেলী। তিনি ৩৭৫ হিজরীর দিকে মারা যান। তার ছাত্র ছিলেন আবূ ইসহাক্ব আল-ইসফিরায়ীনী, ইবনে ফুওরাক ও বাকিল্লানী।

৩. আবুল হাসান বুনদার ইবনে হুসাইন আশ-শীরাযী আছ-ছূফী। তিনি ছিলেন আবুল হাসান আশআরীর খাদেম। তিনি ৩৫৩ হিজরীতে মারা যান।

৪. আবুল হাসান আলী ইবনে মাহদী আত-তবারী। তিনি ৩৮০ হিজরীর দিকে মারা যান।

এ চারজন ছিলেন আবুল হাসান আশআরীর খাছ ছাত্র।

৫. আবূ বকর কাফফাল আশ-শাশী মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল। তিনি আবুল হাসান আশআরীর শিক্ষকও ছিলেন। তিনি ৩৬০ হিজরীতে মারা যান।

৬. ইবনে খাফীফ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে খাফীফ আশ-শীরাযী। তিনি ৩৭১ হিজরীতে মারা যান।

৭. আবুল হাসান আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আত-তবারী। তিনি সিরিয়াতে আবুল হাসান আশআরীর মাযহাব প্রচার করেন।

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪/৯৮।

৮. আবূ সাহল আস-সা'লুকী মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি ৩৬৯ হিজরীতে মারা যান।

৯. আবূ যায়দ আল-মারওয়াযী মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি ৩৭১ হিজরীতে মারা যান।

মাযহাব: যে-সব ইমাম প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ তাকে তাদের মাযহাবের দিকে সম্পৃক্ত করেন। এমনকি মাযহাবের ইমামদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে এবং তাদেরকে অন্য মাযহাবের স্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব বা স্বাধীন মুজতাহিদ ছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম আবুল হাসান আশআরীর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। তার ফিক্বহী মাযহাব নির্ধারণ নিয়ে শাফেঈ, মালেকী ও হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ মতবিরোধ করেছেন। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ তাকে তাদের মাযহাবের অনুসারী হিসেবে গণ্য করেছেন।

যারা তাকে মালেকী দাবি করেছেন, তাদের অন্যতম হলেন— ক্বাযী ইয়ায,[২] ইবনু ফারহুন,[৩] দাঊদী[৪] ও আবূ আব্দুল্লাহ কুলায়ী।[৫]

আর যারা তাকে হানাফী দাবি করেছেন, তাদের অন্যতম হলেন— মাসঊদী,[৬] কুরাশী[৭]।

তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অধিকাংশ আলেম এ মত প্রদান করেছেন।

গ্রন্থাবলি: আবুল হাসান আশআরীর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। ইবনে হাযম বলেন, তার গ্রন্থের সংখ্যা ৫৫টি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮০টি। তন্মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো—

১. মাকালাতুল ইসলামিয়ীন ওয়া ইখতিলাফুল মুছল্লীন। তিনি এ গ্রন্থে বিভিন্ন দল ও ফেরক্বা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

২. আল-লুমা ফির রদ্দি আলা আহলিয যাইগ ওয়াল বিদা। তিনি এ গ্রন্থে অনেক কালামী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং মু'তাযিলাদের খণ্ডন করেছেন।

৩. আর-রিসালাতু ইলা আহলিছ ছাগ্‌র। সীমান্তবাসীরা তাকে হক্বপন্থিদের মাযহাব নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এ গ্রন্থে তার উত্তর দেন। তিনি এখানে দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ও এক্ষেত্রে রাসূলগণের মানহাজ নিয়ে লম্বা আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি আল্লাহর গুণাবলি, দর্শন, তাক্বদীর, নবুঅত, ঈমান, কাবীরা গুনাহগার, কবরের আযাব, পুলছিরাত, শাফাআত, ছাহাবী ইত্যাদি আক্বীদা বিষয়ে আলোচনা করেন।

৪. আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ। আমাদের আলোচিত গ্রন্থ।

৫. রিসালাতু ইসতিহসানিল খাওয ফী ইলমিল কালাম। যারা মনে করেন ইলমুল কালাম ও নতুন পরিভাষার জ্ঞান চর্চা করা বিদআত, তাদের খণ্ডনে তিনি এ গ্রন্থ লিখেন।

৬. রিসালাতুন ফিল ঈমান।

৭. আল-উমাদ ফির রুইয়াহ।

৮. জাওয়াবাতু আহলি ফারিস।

৯. মুতাশাবিহুল কুরআন।

১০. আন-নাকযু আলা ইবনির রাওয়ান্দী।

১১. আদাবুল জাদাল।

১২. আল-মুখতাযান ফী তাফসীরিল কুরআন। বলা হয় এটি সত্তর খণ্ডে। ইবনুল আরবী কানুনুত তাবীলে (পৃ. ৪৫৬) উল্লেখ করেছেন এটি ৫০০ খণ্ডে।

তাঁর ব্যাপারে আলেমগণের প্রশংসা:

১. আবুল হাসান বাহেলী বলেন, আমার শায়খ আশআরীর তুলনা সমুদ্রের পানিফোটা।[৮]

২. বাকিল্লানী বলেন, আমার সবচেয়ে উত্তম অবস্থা হলো, আমি আবুল হাসান আশআরীর কথা বুঝব।[৯]

৩. আহমাদ ইবনে আলী বলেন, আমি আবুল হাসান আশআরীর কিছু বছর খেদমত করি। বাগদাদেও মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে ছিলাম। তার তুলনায় বেশি পরহেযগার আমি আমার চোখে দেখিনি।[১০]

৪. সুবকী বলেন, তার সকল ভালো গুণ যদি উল্লেখ করা হয়, তাহলে পাতা শেষ হয়ে যাবে।[১১]

---

২. তারতীবুল মাদারিক, ৫/২৪।
৩. আদ-দীবাজ, ২/৬৪।
৪. তবাকাতুল মুফাসসিরীন, ১/৩৯৭।
৫. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১১৭।
৬. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১১৭-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
৭. আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়া, ২/৫৪৫।
৮. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১২৫।
৯. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১২৬।
১০. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১৪১।
১১. আত-তবাকাত লিস সুবকী, ৩/৩৫১।

৫. খাত্বীব বাগদাদী বলেন, আবুল হাসান আশআরী কালামপন্থি। তিনি মু'তাযিলা, রাফেযী, জাহমিয়া, খারেজী ও সকল প্রকার বিদআতী-সহ মুলহিদদের খণ্ডনে গ্রন্থ ও কিতাব লেখক।[১২]

৬. আবূ বকর ছাইরাফী বলেন, মু'তাযিলারা তাদের মাথা উঁচু করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আশআরীকে প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে শেয়ালের গর্তে প্রবেশ করান।[১৩]

৭. যাহাবী বলেন, আবুল হাসান আশআরী তীক্ষ্ণ মেধা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার ভালো গুণাবলি ছিল। অনেক গ্রন্থ ছিল, যা তার প্রশস্ত জ্ঞানের দাবি রাখে।[১৪] তিনি আরও বলেন, আমি আক্বীদা বিষয়ে আবুল হাসানের চারটি গ্রন্থ দেখেছি। তাতে তিনি আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ে সালাফদের মাযহাবের মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করেছেন।[১৫]

মৃত্যু: তার মৃত্যুর ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়। আবূ বকর ওয়াযযান বলেন, তিনি ৩৩০ হিজরীর পর মৃত্যুবরণ করেন। তবে ইবনে আসাকির বলেন, এ মৃত্যু তারিখ ভুল।[১৬] আরেক মতানুযায়ী ৩৩১ হিজরীতে মারা যান। ইবনুল জাওযীও এ মত দিয়েছেন। আরেক মতানুযায়ী তিনি ৩২৪ হিজরীতে মারা যান।

আবূ আলী যাহের ইবনে আহমাদ বলেন, আবুল হাসান আশআরীর মৃত্যুর সময় তার মাথা আমার কোলে ছিল। তিনি মৃত্যু সন্ধিক্ষণে কিছু বলছিলেন। আমি তার কাছে আমার কান নিয়ে গেলে শুনতে পাই, তিনি বলছিলেন, আল্লাহ মু'তাযিলাদের ওপর লা'নত করুন। তারা ধোঁকা দিয়েছে।[১৭]

ইমাম আবুল হাসান আশআরীর আক্বীদা

প্রথম স্তর:

আবুল হাসান আশআরী প্রাথমিক স্তরে জীবনের বড় একটি অংশ প্রায় ৪০ বছর মু'তাযিলা আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-আসকারী বলেন, 'আশআরী আবূ আলী জুব্বায়ীর ছাত্র ছিলেন। তার কাছে শিখতেন। ৪০ বছর পর্যন্ত তার থেকে বিচ্ছিন্ন হননি'।[১৮] এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াত দেন।

তিনি মু'তাযিলা মতবাদ বর্জন করেন নিম্নোক্ত কারণে:

১. স্বপ্ন: এ কাহিনী উল্লেখ করা হয় যে, তিনি রামাযান মাসে শুয়েছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেন। নবী ﷺ তাকে বলেন, 'আলী! আমার থেকে বর্ণিত মাযহাবকে সহযোগিতা করো। এটাই হক্ব'। এরপর তিনি জাগ্রত হলে এক বিস্ময়কর অবস্থার সম্মুখীন হন। তিনি উক্ত স্বপ্ন নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি উক্ত স্বপ্ন দেখেন রামাযানের প্রথম দশকে। দ্বিতীয় দশকে আবার তিনি নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেন। নবী ﷺ এবার তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যার আদেশ দিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে তুমি কী করেছ?' আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কীভাবে এমন এক মাযহাব বর্জন করতে পারি, যাকে আমি ৪০ বছর সহযোগিতা করেছি, তা নিয়ে গ্রন্থ লিখেছি এবং তাতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছি?' এ কথা শুনে তিনি চরমভাবে রেগে যান এবং বলেন, 'অনুরূপ তৎকালীন যুগের লোকেরা আমার ব্যাপারে বলতো ওয়াসওয়াসার শিকার এবং পাগল। আমি মানুষের কথার কারণে আল্লাহর হক্ব নষ্ট করিনি'।[১৯]

২. তার শিক্ষক জুব্বায়ীর সাথে মুনাযারা: জুব্বায়ী ছিলেন ইমাম আবুল হাসান আশআরীর শিক্ষক। তার সাথে আশআরীর অনেকগুলো মুনাযারার কথা উল্লেখ করা হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি মুনাযারা হলো, আবুল হাসান তাকে তিন ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন: এক ভাই ছিল মুমিন মুত্তাক্বী, দ্বিতীয় ভাই ছিল কাফের দুর্ভাগা আর তৃতীয় ভাই ছিল ছোট বাচ্চা। তারা তিন ভাই মারা যায়। তিন ভাইয়ের কী অবস্থা হবে? জুব্বায়ী বলেন, 'প্রথম মুত্তাক্বী ভাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, দ্বিতীয় কাফের ভাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে আর তৃতীয় বাচ্চা নিরাপদে থাকবে'।

আশআরী বলেন, 'ছোট বাচ্চা ভাই যদি মুত্তাক্বী ভাইয়ের সাথে জান্নাতে থাকতে চায়, তাহলে কি তাকে অনুমতি দেওয়া হবে?'

জুব্বায়ী বলেন, 'না, দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে, তোমার ভাই জান্নাতে পৌঁছেছে আল্লাহর অনেক আনুগত্য করার মাধ্যমে। আর তোমার সেই আনুগত্য নেই'।

১২. তারীখু বাগদাদ, ১১/৩৪৬-৩৪৭।
১৩. তারীখু বাগদাদ, ১১/৩৪৭; তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৯৪।
১৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৮৭।
১৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৮৬।
১৬. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১৪৬।
১৭. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১৪৮।
১৮. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৯১।
১৯. তারতীবুল মাদারিক, ৫/২৮-২৯।

আশআরী বলেন, 'ছোট ভাই যদি বলে, এতে তো আমার কোনো ত্রুটি ও দোষ নেই। আপনি তো আমাকে জীবিত রাখেননি এবং আপনার আনুগত্য করার সক্ষমতা দেননি'।

জুব্বায়ী বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি জানতাম যে, আমি যদি তোমাকে জীবিত রাখতাম, তাহলে তুমি নাফরমানী করতে এবং আযাবের হক্বদার হয়ে যেতে। কাজেই আমি তোমার কল্যাণের প্রতি যত্নবান ছিলাম'।

আশআরী বলেন, যদি কাফের ভাই বলে, 'হে জগৎসমূহের ইলাহ! আপনি যেমন আমার ছোট ভাইয়ের অবস্থা জানতেন, তেমন আমার অবস্থাও জানতেন। তাহলে কেন আমাকে বাদ দিয়ে তার কল্যাণের প্রতি যত্নবান হয়েছেন?'

এ কথা শুনে জুব্বায়ী আশআরীকে বলেন, 'তুমি পাগল'। ফলে আশআরী বলেন, 'না, আমি পাগল নই, বরং শায়খের গাধা গিরিপথে আটকে গেছে'।[২০] জুব্বায়ী লা-জওয়াব হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি মু'তাযিলা মাযহাব বর্জন করেন।

৩. পেরেশানি ও দলীলসমূহ সমান মনে হওয়া: তিনি ১৫ দিন গায়েব থাকেন। এরপর জুম'আ মসজিদে এসে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, 'মানুষ সকল! আমি এতদিন গায়েব ছিলাম। আমি চিন্তা-গবেষণা করে দেখলাম, সকল দলীল-আদিল্লা আমার কাছে সমান লাগে; কোনোটাই প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়নি। আমার কাছে হক্ব বাতিলের ওপর প্রাধান্য পায়নি এবং বাতিল সকল হক্বের উপর প্রাধান্য পায়নি। এরপর আমি আল্লাহর কাছে হেদায়াত ভিক্ষা করি। ফলে আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন, যা আমি আমার কিতাবে লিখেছি। আমি আমার পূর্বের সকল আক্বীদা থেকে এমনভাবে বের হলাম, যেভাবে আমার ওপর থেকে এই পোশাক বের করছি। এরপর তিনি তার চাদর খুলে ফেলে দেন এবং যে কিতাব লিখেন তা মানুষকে দেন'।[২১]

এছাড়া আরও বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয় স্তর:

ইমাম আশআরীর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তিনি প্রথমে মু'তাযিলাদের অনুসারী ছিলেন, এরপর মু'তাযিলা মতবাদ বর্জন করেন। এই প্রথম স্তরের পর তিনি দুই স্তর গ্রহণ করেন, না-কি এক স্তর গ্রহণ করেন- তা নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ আছে।

যারা বলেছেন তিনি এক স্তর গ্রহণ করেন, তাদের মাঝে আবার কয়েকটি মত রয়েছে—

(ক) একদল আলেমের মতে, তিনি মু'তাযিলা মতবাদ বর্জন করার পর কুল্লাবিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন এবং এর ওপর পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন।

(খ) আবার আরেকদলের মতে, তিনি মু'তাযিলা মতবাদ বর্জন করার পর আহলুস সুন্নাহ ওয়াস সালাফের মত গ্রহণ করেন এবং এর ওপর পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন।

(গ) অন্যদলের মতে, তিনি মু'তাযিলা মতবাদ বর্জন করার পর মাঝামাঝি মত গ্রহণ করেন; যাকে 'আশআরী' মাযহাব বলা হয়।

আবার যারা বলেছেন তিনি দুই স্তর গ্রহণ করেন, তাদের মাঝে দুটি মত রয়েছে—

(ক) তিনি মু'তাযিলা মতবাদ বর্জন করার পর সালাফদের মত গ্রহণ করেন এবং এরপর তিনি মাঝামাঝি মতবাদ গ্রহণ করেন।[২২]

(খ) তিনি মু'তাযিলা মতবাদ বর্জন করার পর কুল্লাবিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন এবং এরপর তিনি পরিপূর্ণভাবে আহলুস সুন্নাহর মত গ্রহণ করেন।[২৩]

তবে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া,[২৪] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম[২৫] ও ইমাম যাহাবী[২৬] বলেছেন, তিনি আহলুস সুন্নাহ মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেও কিছু ক্ষেত্রে কুল্লাবিয়া মতবাদের প্রভাব ছিল। আর এটাই প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়। আল্লাহু আ'লাম।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

---

২০. ওয়াফাইয়াতুল আয়ান, ৪/২৬৭-২৬৮; তবাকাত, ৩/৩৫৬।

২১. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১১৩, ৪০, ৩৯; তবাকাত, ৩/৩৪৭।

২২. এ মত যারা দিয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন যাহেদ কাওসারী *(তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, ৩৯২ টীকা)*, হামুদা গারাবা *(আল-আশআরী, পৃ. ৬৭-৬৯)*, ড. ফাওকিয়া বিনতে হুসাইন *(আল-ইবানাহ, পৃ. ৭৯-৮০)*।

২৩. এই মত অনেকেই প্রদান করেছেন। যেমন ইবনে কাসীর *(ইতহাফুস সাদাহ, ২/৪)*, মুহিব্বুল্লাহ খাত্বীব *(আর-রওযুল বাসিম, পৃ. ১৭৪-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*, আহমাদ ইবনে হাজার আবূ তামী *(আল-আকাইদুস সালাফিয়্যাহ, ১/১৪৩)*, মুহাম্মাদ ছালেহ উছায়মীন *(আল-কাওয়াঈদুল মুসলা, পৃ. ৮০-৮১)*-সহ আরও অনেকেই।

২৪. মাওকিফু ইবনে তায়মিয়া মিনাল আশাইরাহ, ১/৩৯৬; দারউ তাআরুযিল আক্বল ওয়ান নাক্বল, ২/১৬; আল-ইসতিক্বামাহ, ১/২১২।

২৫. মাওকিফু ইবনে তায়মিয়া মিনাল আশাইরাহ, ১/৩৯৬; ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৮১।

২৬. কিতাবুল আরশ, পৃ. ২১৮; অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত বাংলা।

www.al-itisam.com

বর্তমান ওয়ায-মাহফিলের অবস্থা!

*-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস**

ভূমিকা: ওয়ায-মাহফিল মুসলিমদের আক্বীদা, ঈমান ও আমল শুদ্ধিকরণের এক আয়োজনের নাম। যেখানে পূর্ব নির্বাচিত আলোচকগণ ইসলামের নানা বিধিবিধানের উপর আলোচনা পেশ করেন এবং জনসাধারণ তা হতে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বীয় আক্বীদা, ঈমান ও আমল পরিশুদ্ধ করেন। আয়োজকদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও বক্তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে এই মাহফিল হেদায়াতের মঞ্চে পরিণত হয়। ফলে আল্লাহর রহমতে যদি দুয়েকজন শ্রোতা দ্বীনের পথে ফিরে আসেন, তবেই একটি মাহফিল পূর্ণতা লাভ করে আর এটাই হলো ওয়ায-মাহফিলের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজ উক্ত লক্ষ্য হতে অনেক দূরে ছিটকে গেছে। এত ওয়ায-মাহফিল হওয়া সত্ত্বেও সূদ-ঘুষ, খুনখারাবি, যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, বেপর্দা ইত্যাদি যাবতীয় পাপাচার ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কয়েক দশক পূর্বে এত ওয়ায-মাহফিল হতো না, কিন্তু তারা অধিক আমলকারী কিংবা ইসলাম পালনকারী ছিলেন। বর্তমানে বছরে ৫২-৫৩টি খুৎবায়, জালসা-মাহফিলে কিংবা তাবলীগী সভায় ও মোবাইলে ওয়ায প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু সবার মনে একটাই প্রশ্ন, এত ওয়ায শোনার পরও মানুষের মাঝে পরিবর্তন নেই কেন? আমল বৃদ্ধি নেই কেন?

মূল কথা হলো, একটি ওয়ায-মাহফিল সফল হতে আয়োজক, বক্তা, শ্রোতাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রায় উক্ত তিন শ্রেণিতেই যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে; ফলে মাহফিল ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কেননা বর্তমানে প্রায় মাহফিলের চিত্র কিছুটা এমন যে, **আয়োজকদের কিছু আশা, বক্তার পেশা, শ্রোতার নেশা, দোকানদারের ব্যবসা আর এসব নিয়েই জালসা।**

সব মাহফিলে এরূপ না ঘটলেও প্রায় মাহফিলেই এমনটা সংঘটিত হয়। এই ত্রুটির কারণেই মাহফিলের উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হচ্ছে না। নিম্নে তাদের ত্রুটিগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো—

(১) মাহফিল কমিটির ত্রুটিসমূহ: আয়োজকদের সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একটি মাহফিল সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাই তাদের উচিত উপযুক্ত আলোচক শ্রোতাদের উপহার দেওয়া। কিন্তু কিছু মাহফিল কমিটি ভাইরাল বক্তা, গোমরাহ কিংবা ভাইরাল বক্তাদের কণ্ঠ নকলকারী বক্তা, শিশু বক্তা, প্রতিবন্ধী বক্তা, গায়ক বক্তা ইত্যাদি নির্বাচন করে লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাদের দাওয়াত দিচ্ছে। যদিও তাদের কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান কম থাকে কিংবা না থাকে। কেননা তাদের উদ্দেশ্য, যেন লক্ষ-কোটি মানুষের সমাগম হয়। এতেই মাহফিল কমিটির আনন্দ! মানুষ কী শিখবে, কী শিখল সেটা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। কারণ জনসমাগম যত বেশি হবে, তাদের কালেকশনও তত বেশি হবে। অন্যদিকে তারা যোগ্য ও অধিক উপযুক্ত আলেমদেরকে আলোচক হিসেবে নির্বাচন করে না। কারণ তারা ভাইরাল বক্তা নয়। উনাদের দাওয়াত করলে লোকজনের সমাগম হবে না। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো অমুসলিম ইসলামের পক্ষে কিছু কথা বলে ভাইরাল হলে তাকে প্রধান আলোচক হিসেবে রাখে। তার থেকে শ্রোতাগণ কী ঈমান-আক্বীদা শুদ্ধ করবে! *(লা হাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)*।

কমিটির সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো জালসাকে কেন্দ্র করে মেলা বন্ধ করতে না পারা। অপ্রিয় হলেও সত্য কথা এই যে, এদের ব্যর্থতার ফলেই বর্তমানের বেশির ভাগ জালসা যুবক-যুবতীদের অবৈধভাবে মেলামেশার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। অনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ ধর্ষণের মতো ঘটনার কথাও শুনতে পাওয়া যায়। এমনকি অনেক মাহফিল কমিটি দোকানদারদের কাছে চাঁদা কালেকশন করে। ফলে তারা কোনো দোকানদারকে কিছু বলতেও পারে না। এসব বিনোদন আর যেনা-ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে মাহফিলের আয়োজন করে লাভ কী?

আবার অনেক আলোচককে দেখা যায়, যারা কন্ট্রাক্ট করে জালসায় অংশগ্রহণ করে পক্ষান্তরে সে সমস্ত আলেম কন্ট্রাক্ট করে না, কমিটি তাকে পর্যাপ্ত রাস্তাখরচও দেয় না। এটা খুবই দুঃখজনক।

অনেক অঞ্চলেই দেখা যায়, কমিটি দুই-তিন দিনব্যাপী জালসার ব্যবস্থা করেন। এখানেও একটু কারণ খোঁজা উচিত যে, আসলে আমরা দুই-তিন দিনব্যাপী প্রোগ্রাম কেন করব? এতে জনসাধারণের উপকার কী হবে? আদৌ এর কোনো প্রয়োজন আছে কিনা?

কমিটির কাছে আমরা আকুল আবেদন করছি, বিভিন্ন কারণকে কেন্দ্র করে আর্থিক উন্নতির জালসা করুন, তবে যোগ্য ব্যক্তিদের আলোচক নির্বাচন করে জনগণকে সঠিক আক্বীদা-মানহাজ ও ঈমান-আমলের শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করুন। আর্থিক উন্নতিই যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়, বরং মানুষের ঈমান-আমলের উন্নতিই যেন থাকে মূল টার্গেট হয়। আর বন্ধ করুন এই জালসা-মাহফিলের নাম দিয়ে মেলার এই আয়োজন!

সাথে আলোচক আনুন ছহীহ মানহাজের। মাহফিলের প্যান্ডেল করতে তো লক্ষ টাকা খরচ করতে দ্বিধা করেন না, তাহলে

* বি.এ, অনার্স, হাদীছ বিভাগ, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

যাকে দিয়ে দাওয়াতী কাজ করাচ্ছেন তার ব্যাপারে কেন একবারও চিন্তা করছেন না? ১০ টাকা বেশি খরচ হলেও ভালো দ্বীন জানা আলেম আনুন। আজকে আপনার আমার দরকষাকষির কারণে অনেক আলেম কন্ট্রাক্ট করে মাহফিলে আসতে বাধ্য হয়। তবে কন্ট্রাক্ট করা যাদের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, তাদের বিষয় ভিন্ন। আপনি কি মনে করেন যে, আলেম ও তার পরিবার গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে? কন্ট্রাক্টধারী বক্তার ক্ষেত্রে টাকার বান্ডিল দিতে পারেন আর হক্কপন্থি আলেমকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে পারেন না, এটা কেমন ইনছাফ! মনে রাখবেন, একটি প্রবাদ বাক্যে বলা হয়, যেই জায়গায় যোগ্য/শিক্ষিত ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করা হয় না, সেই জায়গায় যোগ্য/শিক্ষিত মানুষের জন্মও হয় না। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

(২) বক্তাদের ত্রুটিসমূহ: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ **'আমার কথা পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি বর্ণনা করো, এতে কোনো দোষ নেই। তবে কেউ যদি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, তাহলে সে যেন নিজের থাকার জায়গাটা জাহান্নামে করে নিল'।**[১]

উক্ত হাদীছকে সামনে রেখে অনেক দাঈ আল্লাহর পথে বিশুদ্ধতার সাথে দাওয়াতী কাজ করে চলছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

তবে অনেক বক্তা এর বিপরীত। যেহেতু মাহফিল কমিটি ভাইরাল বক্তা ছাড়া দাওয়াত দেয় না, তাই অনেকে কুরআন-হাদীছের গভীর জ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে বক্তা হওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করছে কিংবা কোনো ভাইরাল ব্যক্তির হুবহু কণ্ঠ নকল করছে। ফলে সেও ভাইরাল হচ্ছে। এই সুযোগে প্রায় বক্তা এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে ৬০-৭০ হাজার টাকা, আবার কেউ লক্ষ টাকা না হলে দাওয়াত গ্রহণ করেন না।

ওয়ায হলো এমন এক আলোচনার নাম, যার মাধ্যমে মানুষের অন্তর নরম হয়, চোখে পানি আসে, শ্রোতাগণ আল্লাহমুখী হয়। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ আলোচক গল্প, গযল, হাসিঠাট্টা, লম্বা সুর ও টান দিয়ে সামান্য কিছু কুরআন-হাদীছ মুখস্থ বলে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। অথচ এই দুই ঘণ্টার মূল্যবান সময়টা ছিল আলোচকের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জনগণের জন্য আমানতস্বরূপ। মাহফিলে তারা একে অন্যের সমালোচনা বেশি করে আর এটাই যেন তাদের আলোচ্য বিষয়। পাণ্ডিত্য যাহির করার উদ্দেশ্যে জনসম্মুখে অধিকহারে ইখতিলাফী মাসআলা আলোচনা করে ও লক্ষ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। অন্যদিকে ঈমান শুদ্ধিকরণ, আক্বীদা, তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদআতের মতো ভয়াবহ পাপ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক মানহাজভিত্তিক আলোচনা খুবই কম শোনা যায়। ফলে জনসাধারণ দিকভ্রান্ত হয়ে মাহফিলের মুখ্য অভিপ্রায় থেকে ছিটকে পড়ছে।

(৩) শ্রোতাদের ত্রুটিসমূহ: মাহফিল ফলপ্রসূ না হওয়ার জন্য সর্বোপরি দায়ী হলেন শ্রোতৃবৃন্দ। কারণ তাদের উদ্দেশ্য হবে উপযুক্ত আলোচকদের নিকট হতে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে তার প্রতি আমল করা। কিন্তু তারা এর বিপরীতে অনেক হাস্য-কৌতুককারী, গায়ক, নকলকারী বক্তার ভক্ত এবং তাদেরই আলোচনা শুনতে অভ্যস্ত। ফলে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তাদের ভালো লাগে না। বিশেষ করে বর্তমানে শ্রোতাগণ 'ভাইরাল' নামক ভাইরাসের ব্যাধিতে প্রবলভাবে আক্রান্ত। ভাইরাল আলোচক ছাড়া তারা আলোচনা শুনতেই চায় না। এদের জন্য মাহফিল কমিটি অযোগ্য ভাইরাল বক্তাদের নিয়ে আসতে এক প্রকার বাধ্য হয়। নিকটবর্তী এলাকায় ভাইরাল বক্তার আগমন হলে শ্রোতাদের হিড়িক পড়ে যায়। অথচ পাশে কোনো অপরিচিত তবে জ্ঞানী কেউ আসলে মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। শ্রোতাদের ভাইরাল বক্তার আলোচনা শোনার পর জিজ্ঞেস করা হলে বলে যে, (উদাহরণস্বরূপ) আজকে বক্তা পর্দা (ভারতের বিভিন্ন বিতর্কিত চ্যানেলের নাটক) সম্পর্কে অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়েছে। অথচ আজও তার বাড়িতেই পর্দা নেই, এমনকি আজও তার বাড়ির মহিলারাই ভারতের এই নোংরা নাটক দেখতে অভ্যস্ত। এই অগ্নিঝরা বক্তব্য শুনেও তার ও তার বাড়ির মহিলারা পরিবর্তন হলো কি? আরেকজন বলছে যে, আজকে বক্তা সূদ নামক জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে অনেক সুন্দর ও অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়েছে। অথচ আজও সে নিজেই এই ভয়াবহ সূদে ডুবে আছে। প্রিয় পাঠক! তাহলে এবার বলুন, এই অগ্নিঝরা বক্তব্য শুনে তার অন্তর কিঞ্চিৎ পরিমাণও পরিবর্তন হয়েছে কি?

আসলে প্রায় অধিকাংশ শ্রোতাই ভাইরাল বক্তায় আসক্ত। এজন্য বক্তা কী বলছে, কাকে বলছে, সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত নেই। কারণ তারা ভাইরাল বক্তার ওয়ায শুনতে যায় বিনোদনের জন্য, আমল করার উদ্দেশ্যে নয়। এছাড়া শ্রোতাদের মাঝে জুমআর খুৎবা কিংবা মাহফিলে বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রায় মসজিদে কিছু মুছল্লী খুৎবার সময় ঘুমিয়ে কাটায় কিংবা মাহফিলে ওয়ায শুনতে গিয়ে বাদাম, জিলাপি ইত্যাদি খেতে ব্যস্ত থাকে, যার মাধ্যমে তাদের চরম উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১; মিশকাত, হা/১৯৮।

এসব থেকে উত্তরণের উপায়:

সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন তার সমাধান অবশ্যই রয়েছে। আমরা যদি আবারও পূর্বেকার মতো শ্রোতাদের মাঝে ঈমানী চেতনা ফিরিয়ে আনতে চাই, তবে অবশ্যই তা সম্ভব। নিম্নে কিছু পয়েন্ট আলোচনা করা হলো—

১. ইখলাছ অবলম্বন করা: সর্বস্তরের ব্যক্তিদের সর্বদা ইখলাছ অবলম্বন করতে হবে। কী উদ্দেশ্যে মাহফিল করছি? কী উদ্দেশ্যে ওয়ায শুনছি? এসব সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যেন হয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। কারণ মানুষ যা নিয়্যত করে, তা অনুযায়ী প্রতিদান পায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى 'প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে'।[২]

তাই নিয়্যত বিশুদ্ধ করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন।

২. যোগ্য আলোচক নির্বাচন করা: ওয়ায-মাহফিল আয়োজন করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, যার কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করব বা যার কাছ থেকে আলোচনা শুনে দ্বীন পালনে ব্রতী হব, তিনি যেন সঠিক আক্বীদা ও মানহাজের হন। তিনি যেন কুরআন ও হাদীছের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। তার যোগ্যতার প্রশ্নে তিনি হবেন আপসহীন। তার প্রতিটি কথাই হবে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক। পক্ষান্তরে অযথা গালগল্প করা, অন্যের সমালোচনা করা, কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করা, টাকার মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট হওয়া যেসব বক্তার বৈশিষ্ট্য, এমন বক্তাকে বয়কট করতে হবে।

৩. নিজেই পরিবর্তন হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা: শুধু ওয়ায শুনে যাব, কিন্তু আমল বৃদ্ধির দিকে খেয়াল করব না— এমন নীতি পরিহার করতে হবে; বরং ওয়ায শুনে নিজেকে পরিবর্তন করার স্পৃহা থাকতে হবে। নিজেকে পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর না হলে আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিবর্তন করবেন না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে' *(আর-রা'দ, ১৩/১১)*।

তাই নিজেকে পরিবর্তন করার বাসনা তৈরি করুন। যদি নিজেকে পরিবর্তন করে নেন, তাহলে আপনার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ 'তবে তারা নয়, যারা তওবা করে (নিজেকে সংশোধন করে), ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে নেকী দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭০)*।

৪. জানার পর মানার প্রতি আগ্রহী হওয়া: জানার পর নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াই হলো ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ 'আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম' *(আল-বাক্বারা, ২/২৮৫)*। অপরদিকে অবাধ্যদের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর বিধানকে মেনে চলতে বললে তারা বলে,﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ 'তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম' *(আল-বাক্বারা, ২/৯৩)*।

যারা ওয়ায বা বক্তব্য শোনার পরও আমল করার প্রতি আগ্রহী হয় না, আল্লাহ তাদের জন্য জাহান্নামের কথা বলেছেন এবং তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ 'আর আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছি। কেননা তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না। তাদের কান রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারাই হলো পশুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হলো গাফেল বা উদাসীন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৭৯)*।

৫. আলোচনা শোনামাত্রই কমপক্ষে একটি আমলের প্রতিজ্ঞা করা: যখনই কোনো আলোচনা শুনবেন, তখনই সব মানতে না পারলেও কমপক্ষে প্রতি ওয়ায বা খুৎবার আলোচনা শোনার পর প্রতিনিয়ত একটি করে আমল বৃদ্ধি করার প্রতিজ্ঞা করুন। এমনটি প্রতিজ্ঞা করলে তবেই ওয়ায-মাহফিল পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হবে। ফলে সমাজে কলহ-বিবাদ, সূদ-ঘুষ, যেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি যাবতীয় পাপ দূরীভূত হবে ইনশা-আল্লাহ।

উপসংহার: ওয়ায-মাহফিল কৃষক, দিনমজুরসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় পাঠশালা। মহৎ ভাবনাসম্পন্ন পরিচালক ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকই একমাত্র আদর্শ ও সৎ ছাত্র তৈরি করতে পারেন। তাই উক্ত পাঠশালা তথা ওয়ায-মাহফিলে যোগ্যতাসম্পন্ন আলোচকের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার ছাত্রদের সঠিক ঈমান-আক্বীদা শুদ্ধিকরণের সুব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে সমাজে সৎ ও আমলদার ব্যক্তির বিপ্লব সৃষ্টি হয়। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন- আমীন!

২. ছহীহ বুখারী, হা/১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭; মিশকাত, হা/১।

সনদ বা বর্ণনাসূত্রই হলো দ্বীন

-মো. মাযহারুল ইসলাম*

সনদ বলতে হাদীছ বর্ণনার সূত্রকে বুঝায়। রাসূল ﷺ থেকে ছাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তীদের হাদীছ বর্ণনার ধারাবাহিক সূত্রকে সহজেই বুঝাতে সনদ শব্দটি উছূলে হাদীছের পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়। ইসলামী শরীআতের মৌলিক উৎসদ্বয়ের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীছ। শরীআত জানা, মানা এবং বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব, যখন শরীআতের উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকবে; নচেৎ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে ভ্রষ্ট পথে পা বাড়াবে। ইসলামী শরীআতে হাদীছ সংরক্ষণ, হেফাযত, এর মান-মর্যাদাকে চির অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে যুগে অনেক ব্যক্তির আগমন হয়েছে, যারা তাদের জীবনকে ইলমে নববী তথা হাদীছের খেদমতে উৎসর্গ করেছেন। খেয়ে না খেয়ে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, বিভিন্ন দেশ সফর করে অসংখ্য জাল, যঈফ, অগ্রহণযোগ্য, ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ থেকে বিশুদ্ধ হাদীছকে পৃথকীকরণ এবং সেই সাথে হাদীছসম্ভারকে ক্বিয়ামত অবধি হেফাযতের লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের রেখে যাওয়া নীতিমালা ও কর্মের উপর নির্ভর করে আমরা ছহীহ-যঈফ সম্পর্কে অনায়াসে জানতে পারি, পড়তে পারি এবং সেই সকল ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ থেকে সতর্ক থাকতে পারি। হাদীছশাস্ত্র সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদী শক্তিই হলো সনদ। কেননা হাদীছের সূত্রই যদি ঠিক না থাকে, তাহলে ঐ হাদীছে সমস্যা থাকবেই। আর এটাই স্বাভাবিক। এজন্য মুহাদ্দিছগণ সনদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। তারা কোনোকিছুই গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না সনদ সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হতো। কেননা সনদই হলো দ্বীন। সনদবিহীন দ্বীন কলুষিত। সনদ আছে বলেই দ্বীনের বিশুদ্ধ রূপ অক্ষুণ্ন আছে। শরীআতকে যাবতীয় কলুষমুক্ত রাখার জন্য মহান আল্লাহ প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়েছেন, যাদের সামনে অসৎ উদ্দেশ্য ধারণকারীরা ধরাশায়ী হয়েছে এবং ইসলামী শরীআতের উৎস হাদীছশাস্ত্র কলুষমুক্ত হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ! একমাত্র সনদের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অন্যান্য জাতির উপর সমুন্নত করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর বিশেষ দয়া। গোমরাহী, বিদআত ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে সনদই একমাত্র মাপকাঠি ও মানদণ্ড। যেমনভাবে আল্লাহ তাআলা সনদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতির উপর উম্মতে মুহাম্মাদীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে সনদের গুরুত্বারোপ ও তার সূক্ষ্মতার প্রতি মনোনিবেশ করার কারণে মহান আল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী ও গোমরাহ ব্যক্তিদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১]

ইলমুল ইসনাদ তথা সনদের জ্ঞানকে আবার উছূলে হাদীছের পরিভাষায় ইলমুর রিজালও বলা হয়। ইসলামী শরীআতে এই বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করা মানেই প্রকারান্তরে হাদীছের অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করা। কেননা ইলমুর রিজাল হলো ইলমে হাদীছের জ্ঞানের অর্ধেক। তাই যুগে যুগে মুহাদ্দিছগণ এই জ্ঞানের শাখায় খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেই সাথে তারা এই শাখায় জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা, যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা ও গভীর মনোযোগ নিয়োজিত করেছেন। কেননা তারা যদি এই জ্ঞানের শাখায় এত বেশি সতর্কতা অবলম্বন না করতেন এবং নীতিমালা প্রণয়ন না করতেন, তাহলে যে কেউ নিজের ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই বলে বেড়াত এবং শরীআতকে বিকৃত করত। তাদের এমন অধিক সতর্কতা, খোঁজখবর, যাচাই-বাছাই করার দরুন মনে হতো যেন কোনো বিয়ের জন্য খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। প্রখ্যাত আলেম হাসান ইবনে ছালেহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, كُنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَكْتُبَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلْنَا حَتَّى يُقَالَ لَنَا: أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تُزَوِّجُوْهُ ‘আমরা যখন কোনো ব্যক্তি হতে হাদীছ লেখার ইচ্ছা পোষণ করতাম, তখন আমরা তার সম্পর্কে লোকদেরকে এত বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করতাম যে, আমাদের বলা হতো, আপনারা কি তার সাথে কাউকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন?’[২]

তারা শরীআতকে যাবতীয় কলুষতা, মিথ্যার কদর্যতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য নির্দ্বিধায় স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন। কোন

* দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা; শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

১. আল-খুলাছাতু ফী উছূলিল হাদীছ, পৃ. ৩০।
২. আল-কিফায়া, পৃ. ৯৩।

কথা কার পক্ষে গেল আর কার বিপক্ষে গেল, সেগুলো বিবেচনা না করে শরীআতের যথার্থ আমানতকে সবচেয়ে বড় আমানত হিসেবে পালন করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে উনাইসা রাহিমাহুল্লাহ তার ভাই ইয়াহইয়া সম্পর্কে বলেন, 'সে মিথ্যা বলে (অতএব, তার থেকে হাদীছ নেওয়া যাবে না)'।[৩] প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ জারীর ইবনে আব্দুল হামীদকে তার ভাই আনাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'সে হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে শুনেছে; কিন্তু সে মানুষের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলে। অতএব, আপনারা তার থেকে হাদীছ লিখবেন না'।[৪] আবূ দাউদ রাহিমাহুল্লাহ তার ছেলে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বলেন, 'আমার ছেলে আব্দুল্লাহ মিথ্যা বলে (অতএব, হাদীছের ক্ষেত্রে তার থেকে সতর্ক থাকবে)'।[৫]

ইলমুল ইসনাদ তথা সনদের জ্ঞান দ্বীনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই তো হাফেয মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ 'নিশ্চয়ই এই ইলম হলো দ্বীন। অতএব, তোমরা লক্ষ্য করো তোমরা কাদের থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ'।[৬] তাবেঈগণ ফেতনা আবির্ভাবের পূর্বে তেমন বেশি খোঁজ-খবর, যাচাই-বাছাই ছাড়াই হাদীছ বর্ণনা ও বর্ণনাকৃত হাদীছ গ্রহণ করতেন। কিন্তু যখন ফেতনা আবির্ভাবের যুগে হাদীছের উপর বিভিন্ন ধরনের বাতিল অনুপ্রবেশ ঘটানোর দুরভিসন্ধি শুরু হলো বিভিন্ন মহল থেকে এবং সেই সাথে তারা সমাজে হাদীছের উপর বিভিন্ন অভিযোগ, মিথ্যাচার, জাল-যঈফ হাদীছ রটনা শুরু করল, তখন তাবেঈগণ এই বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেন। ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যে পাওয়া যায়, তিনি বলেন,

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

'(মানুষেরা) হাদীছের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত না, কিন্তু যখন ফেতনার আবির্ভাব হলো, তখন (তারা) হাদীছ বর্ণনাকারীদের বলতে লাগলেন, তোমরা আমাদের কাছে বর্ণনাকারীগণের নাম বলো। অতঃপর তারা লক্ষ্য করতেন, যদি বর্ণনাকারীগণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের তথা সুন্নাহপন্থী হতেন, তাহলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো আর যদি বিদআতী হতো, তাহলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো না'।[৭]

তিনি এক্ষেত্রে বিশেষ করে যুবকদের উদ্দেশ্যে খুবই জোরালোভাবে উপদেশ হিসেবে বলেন, اتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ وَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فَإِنَّهَا دِينُكُمْ 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও তোমরা লক্ষ্য করো এই সকল হাদীছসমূহ কাদের কাছ থেকে গ্রহণ করছ। কেননা এগুলো তোমাদের দ্বীন'।[৮]

ইলমুল ইসনাদ হলো শরীআত জানার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মাধ্যম বা শরীআত জানার সিঁড়ি। সিঁড়ি ছাড়া যেমন কেউ ছাদে আরোহণ করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য সনদ বা সূত্র ছাড়াও কেউ শরীআতের বিষয়াদিতে পৌঁছতে পারে না। পক্ষান্তরে, সনদকে একজন মুমিনের জন্য অস্ত্রও বলা যেতে পারে। কেননা অস্ত্রবিহীন যোদ্ধা যেমন নিজের আত্মরক্ষা করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে সনদ ছাড়াও কোনো ব্যক্তি শরীআত গ্রহণে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে না। অস্ত্র যেমন একজন যোদ্ধার মোকাবেলার সম্বল, অনুরূপভাবে ইলমুল ইসনাদের জ্ঞানও একজন মুমিনের অস্ত্র। সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ 'ইসনাদ তথা ইলমুর রিজাল হলো মুমিনের অস্ত্র, যদি তার অস্ত্র না থাকে, তাহলে সে কী দ্বারা লড়াই করবে?'[৯] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ 'সনদ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলে বেড়াত'।[১০] তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি সনদ ছাড়া দ্বীনের কোনো বিষয় জানতে চায়, সে যেন ঐ ব্যক্তির মতো, যে সিঁড়ি ছাড়া ছাদে আরোহণ করে'।[১১] ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সনদ ছাড়া হাদীছ অনুসন্ধান করে, সে ব্যক্তির উদাহরণ তার মতো, যে রাতের অন্ধকারে লাকড়ির বোঝা বহন করে অথচ তার লাকড়ির বোঝায় বিষধর সাপ রয়েছে, যা সে জানে না।[১২]

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৭ নং পৃষ্ঠায়)

৩. তাহযীবুত তাহযীব, ১১/১৮৪।
৪. লিসানুল মীযান, ১/৪৬৯।
৫. লিসানুল মীযান, ৩/২৯৪।
৬. ছহীহ মুসলিম, 'মুক্বাদ্দামা', ১/৪৪।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. মুক্বাদ্দামাতু আল-মাজরূহীন, ১/২৭।
১০. ছহীহ মুসলিম, 'মুক্বাদ্দামা'।
১১. তাদরীবুর রাবী, ২/১৬০।
১২. ফাতহুল মুগীছ, ৩/৪।

নফসের পরিশুদ্ধতা

[৫ ছফর, ১৪৪৬ হি. মোতাবেক ৯ আগস্ট, ২০২৪ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. বান্দার ইবনু আব্দুল আযীয বালীলাহ*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। যিনি মহিমান্বিত ও সম্মানিত এবং যিনি মহা ক্ষমতাবান ও দাতা। আমি তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহ এবং দানের জন্য অবিরত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তিনি সর্বজ্ঞ অধিপতি।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং ক্বিয়ামত দিবসে উম্মতের সুপারিশকারী হবেন, তাঁর উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। তাঁর পরিবারবর্গ, সম্মানিত ছাহাবী, তাবেঈ এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের অছিয়ত করছি। অতএব, আপনারা মহান আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাদের প্রতি যে বিশেষ দান ও অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। নিশ্চয়ই আপনাদের প্রতি মহান আল্লাহর অবারিত অনুগ্রহ রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ 'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৪)*।

হে মুসলিমগণ! মহান আল্লাহ মানবজাতির জন্য নফসকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে এমন স্বভাব ও চরিত্র দিয়েছেন যাতে তারা দ্বীন পালন ও দুনিয়াবী জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একমত হয়ে সৌহার্দপূর্ণভাবে চলতে পারে। অতঃপর হৃদ্যতা ও ঘৃণা, সন্তুষ্টি ও ক্রোধ, সহনশীলতা ও মূর্খতা, ধীরস্থিরতা অবলম্বন ও তাড়াহুড়া, উদারতা ও কৃপণতার মতো আরো অনেক স্বভাব মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই থাকে। কোনো মানুষই এসব দোষ-গুণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না, সে যতই মহান হোক না কেন।

আর নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপর নফসকে পরিশুদ্ধ করার বিধান ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যাতে তারা মুত্তাক্বীদের পথে চলতে পারে এবং সৎ সংস্কারকদের পথ অনুসরণ করতে পারে।

জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই এই সকল স্বভাবের মধ্যে নিজের মধ্যে সৌহার্দ বা আন্তরিকতার স্বভাব গড়ে তোলা বান্দাদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী। এটি মূলত এমন একটি স্বভাব যা কেবল কারো প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ করা এবং স্থায়ীভাবে এর উপর দৃঢ় থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে এই স্বভাব মুমিনকে আরো বেশি আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে, তওবা করতে এবং আরো বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সুন্দর অভ্যাস হলো সবচেয়ে বড় উপাদান যা বান্দাকে সোজা সরল পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করে এবং তাকে সৎকর্ম করতে ও দ্বীনের পথে চলতে উৎসাহিত করে। যখন কেউ কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অভ্যস্ত করে তোলে এবং তাকে নেক কাজ ও ইবাদতের উপর গড়ে তোলে, তখন সেই ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতকে ভালোবাসতে থাকে এবং নেক কাজ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। যেমন ছালাত আদায় করা, ছিয়াম রাখা, ছাদাক্বা করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মানুষের বিপদাপদ দূর করা, মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা, সৎকর্ম করা, দুস্থ-অসহায় মানুষকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আর এটি একটি প্রশংসনীয় আচরণ, যা সকলেই পছন্দ করে এবং চায়। এমন স্বভাবের ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং এর অধিকারী আরও সমৃদ্ধ হয় যখন সে নিজেকে ইবাদতের পথে পরিচালিত করে। এভাবে এটি তার জন্য একটি অভ্যাসে পরিণত হয় যা থেকে মুক্ত হওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে এবং এই অভ্যাসের বাইরে সে নিজের নফসকে কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহর কসম! তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত, সৎকাজের সক্ষমতা, সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া ও উত্তম প্রভাব লাভের তাওফীক্ব লাভ করা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! প্রশংসিত ভালো অভ্যাসের মধ্যে আরো রয়েছে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ যে সকল কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস ও ক্ষমতা দান করেছেন, তার কারণেই তারা জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজেদের সামলে নিতে পারে। কারণ কোনো মুছীবত বা আঘাতের কষ্ট প্রথমবারই বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'প্রকৃত ছবর হচ্ছে প্রথম আঘাতের সময় ধৈর্যধারণ করা'।[১] অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই তার আঘাতের প্রভাব কমে যায় এবং তা সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। তখন মানুষ মন থেকে তা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়া, তাঁর ফয়সালা মেনে নেওয়া ও তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এটি এমন একটি নেয়ামত যার জন্য শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। কারণ মুছীবতের প্রভাব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এর কারণে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্য তা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

হে মুসলিমগণ! এখানে এমন এক প্রকারের অভ্যাস রয়েছে, যা নিন্দনীয় এবং এর ধারণকারীও নিন্দিত। আর তা হলো আল্লাহর নেয়ামতকে ভুলে যাওয়া। এই নেয়ামতের স্মরণ ও শুকরিয়া আদায় থেকে গাফেল থাকা। এটি আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করার সূচনা ও তা বিলোপের ঘোষণার শামিল। এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর কোনো নেয়ামতকে স্বীকার করে না এবং তাঁর কোনো অনুগ্রহের স্বীকৃতিও দেয় না। বরং সে এই নেয়ামত লাভের পিছনে নিজের পরিশ্রম, তার বাবা-মা এবং পূর্বপুরুষদের অবদান আছে বলেই মনে করে। সে এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ 'তারা আল্লাহর নেয়ামতকে চিনতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো অগ্রাহ্য করে, তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ' *(আন-নাহল, ১৬/৮৩)*। এর ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আরবের লোকেরা বলত, এই নেয়ামত আমাদের বাপ-দাদাদের ছিল এবং আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত হয়েছি।[২]

এ থেকে পরিত্রাণ লাভ কেবল নিয়মিত আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করা, তার নেয়ামতকে উপলব্ধি করা এবং অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্বীকার ও স্মরণ করার মাধ্যমেই সম্ভব। এর পাশাপাশি কথা ও কাজে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা জরুরী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১২৮৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৯২৬।

২. তাফসীরে মুজাহিদ, ১/৪২৪।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা মহান আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আপনাদের অভ্যাস ও আচরণ যেন কখনোই আল্লাহর দেওয়া সুখ ও নেয়ামতকে ভুলিয়ে না দেয়। আপনারা রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন, যিনি আপনাদেরকে অফুরন্ত নেয়ামত দিয়েছেন। সর্বদা মহান আল্লাহর অনুগ্রহগুলো স্মরণ করুন। তিনি আপনাদের প্রতি যে সুন্দর অনুগ্রহ, ইহসান, অফুরন্ত দান ও উপকার করেছেন তা যেন কেড়ে না নেন এজন্য তাঁর কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করুন।

أقول قولي هذا وأستغفِر اللهَ لي ولكم، فاستغفِروه إنه هو الغفور الرحيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বদা আমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ দেন। সকল উম্মাহর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও উত্তম গুণাবলির অধিকারী সকল ছাহাবী, আরব-অনারব সকল তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈনের ওপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন। সবচেয়ে জঘন্য অভ্যাস হলো গুনাহের কাজে অভ্যস্ত হওয়া এবং তার ক্ষতি ও বিপদের ব্যাপারে গাফেল থাকা। আর তার চেয়েও জঘন্যতম অভ্যাস হলো গুনাহ করার পরও অন্তরের মধ্যে অপরাধবোধ তৈরি না হওয়া এবং পাপের জন্য ব্যথিত না হওয়া। এভাবে এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তির কাছে পাপ কাজ হালকা মনে হতে থাকে এবং তার অন্তরে মোহর মারা হয়। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এটি বান্দার উপর সবচেয়ে বড় শাস্তি যা জমিন ও আসমানসমূহের রবের ক্রোধকে অবধারিত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ 'না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে' *(আল-মুত্বাফফিফীন, ৮৩/১৪)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! অন্তরের উপর মরিচা পড়া থেকে বাঁচার উপায় হলো বারবার মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তওবার উপর সদা অটল থাকা। যতক্ষণ না আপনার অন্তরে সব ধরনের গুনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং পদস্খলন ও পাপ থেকে বিমুখতা তৈরি হয়। আর এটিই হলো ঈমান থাকার নিদর্শন। জামে তিরমিযীতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার'।[৩]

৩. তিরমিযী, হা/২১৬৫; ইবনু মাজাহ, হা/২৩৬৩; মিশকাত, হা/৬০১২।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সম্মানিত করুন। ইসলামী ভূখণ্ডকে রক্ষা করুন। হে জগতের পালনকর্তা! আপনার তাওহীদপন্থি বান্দাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! মুসলিমদের মধ্যে যারা দুঃখী, তাদের দুঃখ দূর করুন; যারা কষ্টে আছে, তাদের কষ্ট লাঘব করুন; যারা ঋণগ্রস্ত, তাদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা দিন এবং আপনার রহমত ও দয়ায় আমাদের মধ্যকার সকল মুসলিম অসুস্থদের পরিপূর্ণ শিফা দিন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের দেশে নিরাপদ রাখুন। আমাদের ইমাম ও শাসকদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদেরকে হক্ব, সফলতা এবং সঠিক পথের উপর অবিচল রাখুন। হে জগতের পালনকর্তা! আমাদের বিশ্বস্ত ইমামকে দেশ ও জনগণের কল্যাণ এবং ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিশালী করার ব্যাপারে সক্ষমতা দান করুন।

হে আল্লাহ! সীমান্তে দায়িত্বরত আমাদের সৈন্যদের সঠিক পথ দেখান। হে জগতের পালনকর্তা! আপনি তাদের জন্য সাহায্যকারী, সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষাকর্তা হোন। তাদেরকে আপনার নিরন্তর নযরদারিতে রাখুন এবং আপনার অদৃশ্য রক্ষাকবচে আচ্ছাদিত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আপনার অবাধ্যতা করার মধ্যে বাধা হিসেবে এমন ভয় সঞ্চার করে দিন, যা আমাদেরকে আপনার অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার অবারিত দান ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না, যার উপরে আপনি আমাদেরকে অভ্যস্ত করেছেন। হে পরম দয়ালু! আমাদেরকে আপনার বিস্তীর্ণ গোপনীয়তা ও ক্ষমার চাদরে আচ্ছাদিত করুন। আল্লাহর বাণী, ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন আর আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২০১)*।

‘সনদ বা বর্ণনাসূত্রই হলো দ্বীন’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম আল-হানযালী রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘সনদ ছাড়া হাদীছ বর্ণনা করা রাফেযীদের কাজ। নিশ্চয়ই হাদীছের সনদ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত বা সম্মাননা’ *(ফাতহুল মুগীছ, ৫/৩৯৩)*। প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে এই উম্মতের মতো এমন কোনো উম্মত নেই, যারা তাদের নবী ও তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা হেফাযত করেছেন’ *(শারহুল মাওয়াহেব, ৫/৩৯৪)*। ইয়াযীদ ইবনে যুরাই রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘প্রত্যেক দ্বীনের জন্য অশ্বারোহী (যোদ্ধা) ছিলেন আর এই দ্বীনের অশ্বারোহী (যোদ্ধা) হলেন সনদের জ্ঞানের অধিকারী তথা মুহাদ্দিছগণ’ *(তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ আল-কুবরা, ১/১৬৭)*।

ইলমুল ইসনাদ এতই গুরুত্বের দাবি রাখে যে, এটা ব্যতিরেকে হাদীছের মান তথা হাদীছ ছহীহ-যঈফ নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি হাদীছ ছহীহ-যঈফ পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রকারান্তরে ঈমান-আমলের শুদ্ধাশুদ্ধিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু ফেতনা আবির্ভাবের পর থেকেই ইসলামের শত্রুরা শরীআতের দ্বিতীয় উৎস হাদীছশাস্ত্রের উপর মিথ্যারোপ, সন্দেহের চাদরে আবৃত করার হীন প্রচেষ্টা করেছে, ফলশ্রুতিতে মুহাদ্দিছগণ তাদের এই নোংরা অপচেষ্টাকে রুখতে এবং ইসলামী শরীআতের উৎস হাদীছশাস্ত্রকে পরিষ্কার, নির্মল রাখতে ইলমুল ইসনাদ বা ইলমুর রিজালকে মৌলিক নীতিমালার মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন এবং সেই সাথে তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে শক্ত হাতে দমন করেছেন। এজন্য এই শাস্ত্রের ওপর যুগে যুগে মুহাদ্দিছগণ গভীর মনোযোগ সহকারে কাজ করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে এই শাস্ত্র সংরক্ষণের উপর জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছেন।

সুতরাং আমরা স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারি যে, এই শাস্ত্র ব্যতীত হাদীছশাস্ত্র কিংবা ইসলামী শরীআতের উপর আমল করা অপূর্ণ থেকে যায়। কেননা সনদই দ্বীনের অন্যতম অংশ। তাই বিশুদ্ধ ইসলাম অনুসরণে ইলমুল ইসনাদ ইসলামী শরীআতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে- যদিও মুহাদ্দিছগণ হাদীছের মতন বা টেক্সটও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আল্লাহ আমাদের এই বিষয়ে যথার্থ ব্যুৎপত্তি অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুক- আমীন!

যুলুমের শিকার ভারতীয় মুসলিম

*-আয়াজ আহমাদ**

মোদী সরকার স্পষ্ট মুসলিমবিদ্বেষী। এই বিদ্বেষ বিভিন্নভাবে ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। প্রায় ৪০ কোটি মুসলিম এই দেশে বাস করে। কিন্তু এত বড় সংখ্যক মুসলিম গোষ্ঠী সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে। দলীল হিসেবে 'সাচার কমিটির রিপোর্ট' যথেষ্ট। পরাধীনতার সময় থেকে নানা বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস শাসনামলেও মুসলিমরা সুখী ছিল না। তবে মোদী বা বিজেপি দাঙ্গাবাজদের শাসনামলের মতো নজিরবিহীন অত্যাচারিত হয়নি। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে মুসলিমবিরোধী কার্যকলাপ বিভিন্নভাবে বিভিন্নস্থানে নিয়মিত ঘটে চলেছে। ভারতের কারাগারগুলো মুসলিম কয়েদি দিয়ে ভরা। চাকরিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মুসলিমদের সংখ্যা হাতে গোনা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলায় ভারতীয় মুসলিমদের তেমন পাত্তা দেওয়া হয় না। মোদীর নেতৃত্বে চলা বিজেপি চোর-ডাকাত, ধর্ষক, বদমাইশ, দুর্নীতিগ্রস্ত হিন্দুদের নির্বাচনে টিকিট দেয়। নির্বাচনে জয়লাভ করতে সাহায্য করে। এরা তাদের কুকীর্তি, দুর্নীতি ঢাকতে মুসলিমবিরোধী বক্তব্য, বিবৃতি দিয়ে থাকে। টাকার বিনিময়ে বিজেপি সমর্থক হিন্দুরা বিনা অজুহাতে নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করে। আজ এখানে, কাল ওখানে প্রতিদিন মুসলিম হত্যা হয়। এনিয়ে বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রে থাকা সরকারগুলো কোনো কথা বলে না। বরং রাজনৈতিক মুনাফা লাভের জন্য সাধারণ হিন্দুদের ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে উস্কানি দিয়ে থাকে। এমনকি পুলিশ, গোয়েন্দা ও আদালত পর্যন্ত এগুলোর মীমাংসা না করে একচেটিয়া মুসলিমদের ধরপাকড় ও হয়রানি করে থাকে।

একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে ২০১৬ সালে প্রায় ২০ হাজার শিশু ধর্ষিত হয়েছে, যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে আরও প্রায় ১২,০০০ শিশু। ২০১২ সালে দিল্লির কুখ্যাত নির্ভয়া-কাণ্ড পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলেছিল। ২৩ বছর বয়সী এক নারীকে বাসে ধর্ষণ করা হয়, পৈশাচিকভাবে মারা হয়, তারপর দেহ ফেলে দেয়া হয়। পরে অবশ্য অভিযুক্তদের ফাঁসি হয়। ২৪-য়েই ঝাড়খণ্ডে এক ব্রাজিলিয়ান-স্প্যানিশ পর্যটককে সাতজন দল বেঁধে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ২০১৯ সালে মোট ৩২,০৩৩টি ধর্ষণের অভিযোগের মধ্যে প্রায় ১১ শতাংশ শিকার দলিত সম্প্রদায়ের। দিল্লিতে ঘটা নির্ভয়া-কাণ্ডের পর আরও একজন তরুণীর জীবন নির্মমভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের হাতরাসে উচ্চবর্ণের পুরুষদের দ্বারা গণধর্ষণ ও নির্যাতনের ১৫ দিন পরে ১৯ বছর বয়সী দিল্লির সাফদারজং হাসপাতালে মারা যান। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) ডেইটা মতে, ১০ বছরে একটি মেয়ে বা মহিলার ধর্ষণের ঝুঁকি বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। এনসিআরবি তথ্য অনুসারে, ২০১০-২০১৯ সময়কালে, ভারত জুড়ে মোট ৩,১৩,২৮৯টি মামলার রিপোর্ট করা হয়েছিল। এরূপ লাখ লাখ ধর্ষণের তথ্য রয়েছে, যা ভারতীয় হিন্দুদের নির্লজ্জতার প্রকাশ্য প্রমাণ। ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির জন্য ভারত সরকার প্রস্তুত নয়। সরকার মুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত ধর্ষণ কৌশলে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধায়। যেমন আসামের ধিং অঞ্চলে হওয়া একটি ধর্ষণকাণ্ডকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুসলিম বনাম অসমিয়া মেরূকরণ করে। ফলস্বরূপ উজান আসাম থেকে খেটে খাওয়া বাংলাভাষী মুসলিমদের কর্মস্থল থেকে উগ্র অসমিয়ারা তাড়িয়ে দেয়। যারা জীবিকা নির্বাহে উজান আসামে অবস্থান করত। অন্যদিকে, একই সময়ে মোট ১০টি ধর্ষণকাণ্ড আসামে ঘটে। ৭টিতে হিন্দুরাই জড়িত। জড়িত হিন্দুদের নিয়ে কোনো কথা নেই। কেন্দ্রের মোদী সরকারও ধর্ষণের শাস্তিমূলক কঠোর বিল আনতে চায় না। কারণ বর্তমানে ৪০ জনেরও বেশি বিজেপি সাংসদ এবং বিজেপির সাথে জড়িত বাবা (মন্দিরের পুরোহিত ও স্বয়ম্ভূ ভুয়া বাবা বা সাধু) নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। কিন্তু চূড়ান্ত রায় হয় না। ওরা বিজেপি সরকারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। বিজেপির দলীয় কোষাগারে টাকাও ঢালছে। ধর্ষণের শিকার নাগরিকরা চরম অবহেলার শিকার। টাকাওয়ালা মুসলিমবিরোধী হিন্দুরাই বিজেপি সরকারের লাঠি। অনেক হিন্দু সাধু, যারা ধর্ষণ করেও সম্মানিত; ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ধর্ষণ করেও বেঁচে আছে। সংবিধানের নিয়ম বা আইনের ধারা ওদের ছুঁতে পারে না। সরকার সেবায় নিয়োজিত। জারজদের জন্য সরকারি সুবিধা উন্মুক্ত। লাল কার্পেট প্রস্তুত। সম্মাননায় ভূষিত। ব্যতিক্রম মুসলিম উম্মাহর অত্যাচারিত ভারতীয় মুসলিম। চুরি, ধর্ষণ বা অন্য অপরাধে মুসলিমদের পাওয়া গেলে সরকার কর্তৃক সকল মুসলিমের সম্মানহানি হয়। ইসলামের অপব্যাখ্যা করা হয়। নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শ নিয়ে সমালোচনা করা হয়। মনে হয়, মুসলিম ও ইসলাম সব দোষের গোড়া। ভারতীয় মুসলিমরা মুসলিমবিরোধী চক্রের নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের আইনগত, সংবিধানসম্মত মোকাবেলা করতে গেলেও রেহাই হয় না। সংবাদমাধ্যম, পত্র-পত্রিকা, হোয়াটসঅ্যাপ-ফেইসবুক গ্রুপ সবসময় মিথ্যাচারে লিপ্ত। প্রতিবাদী মুসলিমদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অকারণ জেলবন্দি হতে হয়। জমি-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুটপাট করা হয়।

* হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত।

মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন
*-অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**

(পর্ব-৯)

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এক বিছানায় থাকা, না-কি এক ঘরে বা এক বাড়িতে অবস্থান করা?

উত্তর: এটি রীতি অনুযায়ী পার্থক্য হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বাণী, 'যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আন-নিসা, ৪/৩৪)*- এটি দ্বারা প্রমাণিত হয়, পরিপূর্ণ ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় ঘুমানো। কিন্তু যদি মাঝেমধ্যে একাকী বিছানায় থাকে, তাহলে সমস্যা নেই। তবে নিয়ম হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় থাকবে।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! স্ত্রীর ইদ্দত কীভাবে সাব্যস্ত হবে? নির্জনতা, না-কি সহবাসের মাধ্যমে? যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে কি মোহর ফেরত চাইতে পারবে?

উত্তর: মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যখন কোনো মুমিনা নারীকে বিবাহ করবে, অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪৯)*। এটি দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য। তবে খোলাফায়ে রাশেদার মতে, একজন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে নির্জনে একাকী থাকে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই তালাক দেয়, তাহলে ঐ নারীর জন্য ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত আমাদের জন্য অনুসরণীয়। এই বিধান জীবিত অবস্থায় তালাক বা অন্য কোনোভাবে স্ত্রীকে পৃথক করলে। আর কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে রেখে মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা এবং সাজসজ্জা ত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে, যদিও সেটি সহবাস ও নির্জনতার পূর্বে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে আর স্ত্রীকে রেখে যায়, তাহলে তার স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করবে অর্থাৎ ইদ্দত পালন করবে' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৪)*।

মোহরের বিষয়ে বলব, সে যদি তার স্ত্রীকে সহবাস ও নির্জনতার পূর্বে তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে সে অর্ধেক মোহর ফেরত পাবে। আর যদি সহবাস করার পরে তালাক দেয়, তাহলে কিছুই ফেরত পাবে না।

সে যদি মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে, সহবাস বা নির্জনতার পূর্বে মারা যাক অথবা পরে মারা যাক। এ মোহরে উত্তরাধিকারীদের কোনো অংশ নেই।

প্রশ্ন: কোনো কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু নারীকে উপদেশ সম্বলিত ক্যাসেট ও পুস্তিকা বিতরণ করতে দেখা যায়। তাদের এ কাজ কি শরীআতসম্মত?

উত্তর: নির্দিষ্টভাবে শরীআতে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে তাদের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কারণ, এমন উপলক্ষ্য ছাড়া নারীরা সাধারণত একত্রিত হয় না। সুতরাং এমন প্রোগ্রামে তাদের মধ্যে ক্যাসেট ও পুস্তিকা বিতরণ করা ভালো এবং এটি দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যমও বটে।

তবে এসমস্ত ক্যাসেট ও পুস্তিকা নির্ভরযোগ্য, দ্বীনদার ও ছহীহ মানহাজের আলেমদের হওয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! বিয়ের অনুষ্ঠানে ওয়ায-নছীহত করার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: এমন প্রোগ্রামে নছীহত করার বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। কিন্তু যদি কোনো আলেমকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, বিশেষ করে যার বক্তব্য মানুষ মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং এমন প্রোগ্রামে তারা বিরক্তিবোধ না করে, তবে তাদের প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম সম্পর্কে আলোচনা করতে বাধা নেই। কিন্তু খুব বেশি লম্বা করা যাবে না।

তবে ইসলামবিরোধী কোনো কিছু দেখলে উনি নিজে থেকেই তাদেরকে সতর্ক ও নছীহত করবেন। পাশাপাশি কেউ যদি তাকে কোনো মাসআলা নিয়ে প্রশ্ন করেন, তাহলে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে বাধা নেই ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! কোনো কোনো নারীকে বিয়ের সংগীত গাইতে দেখা যায়। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? এটি কি নিষিদ্ধের মধ্যে পড়বে?

উত্তর: শুধু আওয়াজ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু যদি এমন অনুষ্ঠানে তাদের সুন্দর ও মিষ্টি কণ্ঠস্বর উঁচু হয় আর মানুষ বিয়ের উল্লাসে মত্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বড় ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং তাদের কাছ থেকে আওয়াজ না আসাই উত্তম হবে। বর্তমানে কিছু মানুষ তাদের বাসার বেলকুনি বা বারান্দায় মাইক সেট করে অন্যদেরকে কষ্ট দেয় এবং অস্থির করে তুলে। এটি অবশ্যই হারাম হবে।

মোদ্দাকথা হলো, এমন অনুষ্ঠানে মেয়েদের সংগীত পরিবেশনে বাধা নেই। তবে শর্ত হলো, বাদ্যযন্ত্র থেকে দূরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! বিয়ের অনুষ্ঠানে নারীরা কি অন্য নারীদের সামনে নাচতে পারবে?

উত্তর: এটি মাকরূহ। প্রথমদিকে আমি এ বিষয়ে শিথিলতা করতাম। কিন্তু নাচের সময় কিছু অঘটন ঘটার সংবাদ শুনে

* পিএইচডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

আমি সম্পূর্ণভাবে এটিকে নিষেধ করে দিয়েছি। কোনো কোনো নারী খুবই হালকা, সুন্দর গড়নবিশিষ্ট ও কমনীয় হয়ে থাকে। তাদের নাচ দেখে অন্য নারীরা ফেতনায় পড়ে যায়। আমি শুনেছি, এমন সুন্দরী নারীর নাচ দেখে অন্য নারী তাকে বুকে জড়িয়ে চুমু দিয়েছে। আর এভাবেই স্পষ্ট ফেতনা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! বাগদান উপলক্ষ্যে রিং পরানোর বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

উত্তর: এটি একটি আংটি। আর আংটি পরতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু যদি এর সাথে ভ্রান্ত বিশ্বাস যুক্ত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন কিছু মানুষ আংটিতে তার নাম লিখে হবু স্ত্রীকে দেয়। সেও তার নাম আংটিতে লিখে তার হবু স্বামীকে দেয়। তাদের ধারণা, এটি তাদের বন্ধন দৃঢ় করবে। এমন বিশ্বাসে আংটি পরলে হারাম হবে। কারণ, এমন বিশ্বাসের ভিত্তি না শরীআতে আছে, না আছে বাস্তবে। তাছাড়া এ অবস্থায় ঐ নারীকে আংটি পরানো তার জন্য জায়েয নেই। কারণ, সে এখনও তার স্ত্রী হয়নি। আক্বদ ছাড়া স্ত্রী হওয়ার সুযোগও নেই।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! আমরা জানি, নারীরা পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারবে না। কিন্তু ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত নববধূ সম্পর্কিত হাদীছের বিষয়ে আপনার অভিমত কী? যেখানে একজন নারী রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতে তার হবু স্বামীর সামনে মুখ খোলা রেখে পানীয় এগিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর: উক্ত হাদীছ অথবা অনুরূপ যেসব হাদীছে মহিলা ছাহাবীদের মুখ খোলার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কারণ, পর্দার আয়াত কিছুটা দেরিতে ৬ষ্ঠ হিজরিতে নাযিল হয়েছে। এর আগে তাদের জন্য মুখমণ্ডল ও হাত ঢেকে রাখা অপরিহার্য ছিল না। সুতরাং পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখার ব্যাপারটি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের। তবে কোনো কোনো হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি পর্দার বিধান আসার পরও ঘটেছে। সেটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

যেমন খাছ'আমী নারীর ঘটনা, যিনি বিদায় হজ্জের সময় রাসূল ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। ঐ সময় ফযল ইবনু আব্বাস বাহনে রাসূল ﷺ-এর পিছনে বসেছিলেন। তখন ফযল رضي الله عنه সেই নারীর দিকে তাকাতে থাকেন এবং ঐ নারীও তার দিকে তাকাতে থাকেন। তখন রাসূল ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন।[১] যারা নারীদের মুখ খোলা রাখা জায়েয মনে করেন, তারা এই হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন। নিঃসন্দেহে এই হাদীছে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। এর দ্বারা জায়েয-নাজায়েয দুটোই প্রমাণিত হওয়া সম্ভব।

জায়েয হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। আর নাজায়েয হওয়ার কারণ হতে পারে, এই নারী ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আর ইহরাম অবস্থায় মুখ খোলা রাখার বিধান রয়েছে। তাছাড়া আমরা জানি না যে, রাসূল ﷺ ও ফযল ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ছাড়া অন্য কেউ তার দিকে তাকিয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, নারীদের দিকে তাকানো ও তাদের সাথে নির্জনতার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর জন্য যে বিধান, অন্যদের জন্য তা কখনোই প্রযোজ্য হবে না। যেমনটি কোনো নারীকে মোহর বা ওলী ছাড়াই বিবাহ, চারের অধিক বিবাহ করা তার জন্য জায়েয করা হয়েছে। এসমস্ত বিষয়ে মহান আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে প্রশস্ততা দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। অন্য মানুষদের ক্ষেত্রে যেটি ঘটার সম্ভাবনা আছে, রাসূল ﷺ-এর মতো পুণ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটি ঘটা সম্ভব নয়।

একারণে আলেমগণের নিকট মূলনীতি হলো, কোনো আয়াত বা হাদীছে পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয় বুঝার সম্ভাবনা থাকলে সেটি দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। যেহেতু প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীছটি অস্পষ্ট, সেকারণে সুস্পষ্ট দলীলের দিকে ফিরে যাওয়া অপরিহার্য। আর সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, স্বামী এবং মাহরাম ছাড়া অন্য পরপুরুষের সামনে একজন নারীর জন্য মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয নেই। এটি ফেতনা ও অনিষ্টের পথ খুলে দেয়। আপনারা জানেন, যেসব দেশে নারীদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে কি বিষয়টি শুধু মুখমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে? না; বরং মুখ, মাথা, ঘাড়, গলা, বাহু, নলা, বুক সবই উন্মুক্ত হয়ে গেছে। তারা এখন নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। যদি মন্দের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়, তবে নিশ্চিত থাকুন! আপনি যদি দরজার একটি পাল্লা খুলেন, তাহলে বহু দরজা খুলে যাবে। কেউ সেটিকে আটকাতে পারবে না। কুরআন-সুন্নাহর বাণী ও বাস্তব যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

আমি তাদের কথায় বিস্মিত হই, যারা বলে, নারীদের পা ঢাকা অপরিহার্য এবং হাতের কব্জি খোলা রাখা জায়েয। প্রশ্ন হলো, কোনটি ঢাকার গুরুত্ব বেশি? দুই হাতের কব্জি নয় কি? কেননা দুই হাতের কোমল কব্জি, সুন্দর সুন্দর আঙুলগুলো পায়ের থেকে বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

আমি আরও বিস্মিত হই, যখন তারা বলে, নারীদের দুই পা ঢাকা ওয়াজিব, তবে মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয। প্রশ্ন হলো, কোনটি ঢাকার গুরুত্ব বেশি? এটা বলা কি যুক্তিসম্মত হবে, প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে পরিপূর্ণ নাযিলকৃত ইসলামী শরীআত নারীকে তার পা ঢাকা অপরিহার্য করে মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতি দিবে?

জবাব- না, হতেই পারে না। এটি হিকমতের পরিপন্থী। কারণ, নারীর পায়ের থেকে তার মুখমণ্ডলের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বহুগুণ বেশি থাকে। আমার মনে হয় না, কোনো মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার পা সুন্দর, না-কি অসুন্দর এটি কেউ খোঁজ করবে। চেহারা বাদ দিয়ে পায়ের খোঁজ নেওয়া অসম্ভব; বরং তার মুখ দেখবে, ঠোঁট দুটো কেমন? চোখ দুটো কেমন? চেহারা বাদ দিয়ে পায়ের খোঁজ নেওয়া অসম্ভব। অতএব,

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৪।

নারীর মুখমণ্ডল হলো ফেতনার জায়গা।

তবে মুখমণ্ডলকে আওরাত বা লজ্জাস্থান বলার অর্থ এটা না যে, সেটি যৌনাঙ্গের মতো প্রকাশ করতে লজ্জা লাগবে; বরং উদ্দেশ্য হলো, মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অপরিহার্য। কারণ, মুখমণ্ডল খোলার কারণে তার প্রতি আকর্ষিত হলে সে ক্ষতির শিকার হবে।

আমি তাদের কথায় বিস্মিত হই, যারা বলে, মাথার তিনটি বা তার কম চুল বের করে রাখা নারীদের জন্য নাজায়েয। অতঃপর তারা বলে, নারীরা তাদের সুন্দর মসৃণ ভ্রূ এবং ছায়াময়ী চোখের পাতা বের করে রাখতে পারবে। শুধু এটুকু নয়; বরং লিপস্টিকসহ বর্তমানে আরো সাজসজ্জার উপকরণ আছে সবকিছুই প্রকাশ করতে পারবে।

আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি পুরুষের চাহিদা ও তার আকর্ষণের জায়গা সম্পর্কে জানে, তার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রজ্ঞাপূর্ণ শরীআতের দোহাই দিয়ে নারীর দুই পা আবৃত করাকে আবশ্যক করে মুখমণ্ডল খোলার বৈধতা দেওয়া অসম্ভব।

এ বিষয়ে আমি বর্তমান যুগের আলেমদের মতামত দেখেছি। তারা মনে করেন, ভয়াবহ ফেতনা থেকে বাঁচতে নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার আবশ্যকতার উপর আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। নায়লুল আওতার প্রণেতা ইবনে রাসলান থেকে উল্লেখ করেছেন, আমরা বৈধ বললেও বর্তমানে মানুষের ঈমানের দুর্বলতা এবং অধিকাংশ নারীদের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা না থাকাই তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা উচিত। তবে বর্তমান মুসলিমদের অবস্থা অনুযায়ী মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব বলাই শ্রেয়। কারণ, কোনো বৈধ বিষয় যদি হারামের মাধ্যম হয়, তখন ঐ মাধ্যমও হারাম হয়ে যায়।

আমি বিস্মিত হচ্ছি, একটি গোষ্ঠী যখন নারীদেরকে পর্দাহীনতার দিকে শক্তভাবে আহ্বান করছে, তখন এর ক্ষতিকর পরিণতি জানার পরও এভাবে শিথিল ফতওয়া দেওয়া কীভাবে আমাদের জন্য মানানসই হয়?

যে-কোনো বিষয়ে কথা বলার আগে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। অনেক ছাত্র একটি বিষয় খেয়াল করে না। তাদের হয়তো পুঁথিগত জ্ঞান আছে, কিন্তু মানুষের সার্বিক অবস্থা ও পরিণতি বিবেচনা না করে শুধু বইয়ের জ্ঞানের আলোকে ফতওয়া দিয়ে বসে।

উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কখনো কখনো সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় বৈধ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিতেন। যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এবং আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর যুগে ও উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর খেলাফতের প্রথম দুবছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হতো। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি এক শব্দে অথবা একই মজলিসে পর পর তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য করা হতো। কিন্তু মানুষের এক সাথে তিন তালাক দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেলে উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে তাড়াহুড়ো করেছে, যাতে তাদের অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর করে দেই, তবেই তা কল্যাণকর হবে। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য কার্যকর করলেন। অর্থাৎ তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দিলেন। কারণ, তারা তাড়াহুড়ো করেছে। আর তাড়াহুড়ো হারাম।

যদি কেউ মুখ খোলা রাখা বৈধও মনে করে, তবুও তার ইলমী আমানতের দাবি হচ্ছে, বর্তমান এ ফেতনার সময়ে এটিকে বৈধ না বলে হারামের মাধ্যম হওয়ার কারণে নাজায়েয আখ্যায়িত করাই শ্রেয়। যদিও কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট ও তাত্ত্বিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুখ খোলা রাখা হারাম। শুধু তাই নয়, পা বা পায়ের নলা প্রকাশ করার চাইতে মুখমণ্ডল প্রকাশ করা অধিকতর হারাম।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! কোনো ব্যক্তি বিয়ে করায় তার পিতা যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলপ্রয়োগ করে, তাহলে সে কি পিতার অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে রাখবে, না-কি তালাক দিয়ে পিতার অবাধ্য হওয়ার পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে?

উত্তর: কোনো পিতা যদি তার পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার জন্য পুত্রকে আদেশ করে, তবে এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা রয়েছে—

প্রথম অবস্থা: পিতা তালাক দেওয়ার যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে তালাক দিতে বলেন। যেমন তিনি তার ছেলেকে বলবেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও! কারণ, তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। কোনো ছেলের সাথে প্রেম করে অথবা দূষিত অশ্লীল সমাজে যাতায়াত করে ইত্যাদি। এমন অবস্থায় পিতার কথামতো তার স্ত্রীকে তালাক দিবে। কেননা পিতা তার খেয়ালখুশি মতো তালাক দিতে আদেশ করেননি; বরং ছেলের বিছানাকে কলুষমুক্ত করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় অবস্থা: পিতা ছেলেকে বলেন, তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও! কারণ, ছেলে তার বউকে অনেক ভালোবাসে। ফলে পিতা ঈর্ষান্বিত হন। আর মায়ের মধ্যে ঈর্ষাবোধ তো আরও বেশি থাকে। স্ত্রীকে ভালোবাসলে মায়েরা খুবই ঈর্ষান্বিত হন, এমনকি ছেলের বউকে সতিন মনে করেন। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার আদেশ মানা ন্যায়সঙ্গত হবে না; বরং স্ত্রীকে রেখে পিতা-মাতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে পরিতুষ্ট করবে। বিশেষ করে স্ত্রী যদি দ্বীনদার ও সচ্চরিত্রা হয়, তাহলে তো তাকে তালাক দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম আহমাদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে হুবহু এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। তাঁর কাছে একজন ব্যক্তি এসে বললেন, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। ইমাম আহমাদ তাকে বললেন, তুমি তালাক দিয়ো না। লোকটি বললেন, উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যখন পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার জন্য ছেলেকে আদেশ করেন, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইবনে উমারকে কি তালাক দিতে বলেননি? জবাবে ইমাম আহমাদ বলেন, তোমার পিতা কি উমারের মতো?

কোনো পিতা যদি তার সপক্ষে উক্ত ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন, তবে তাকে ইমাম আহমাদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মতো জবাব দিতে হবে। তবে তাকে নম্র ভাষায় বলাই ভালো হবে, উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বিশেষ কল্যাণার্থেই পুত্রকে এমন আদেশ করেছিলেন।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

আত্মার বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহভীতি

-তাসনীম আল-আমান*

মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের নাফস বা আত্মা। এটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন: ভালো-মন্দ কাজ করা, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করা এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ 'শপথ আত্মার এবং যিনি তাকে সুঠাম বানিয়েছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন' *(আশ-শামস, ৯১/৭-৮)*।

এখানে নাফসের দুয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো। যেমন- যখন নাফস কোনো বিষয়ে বিচলিত হয়, তখন তার স্বাভাবিক গতি বৃদ্ধি পায়। আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভয় পাওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ 'বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করো সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে' *(আল-জুমুআ, ৬২/৮)*।

এছাড়া ভয় সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ 'আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না' *(আল-ইসরা, ১৭/৩১)*।

উভয় আয়াতে মানুষের নাফস যে ভয় করে, সে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। আর এসব প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের যেমন অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে, তেমনি শারীরিক পরিবর্তনও ঘটে। যেমন- অন্তরে প্রচুর পরিমাণ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং রক্ত দ্রুত সঞ্চালন শুরু করে। এছাড়াও আত্মার পরিধিও বৃদ্ধি পায় ও অন্তর ফুলে যাওয়ার উপক্রম হয়। মনে হয় যেন আত্মা শ্বাসনালির কাছাকাছি চলে এসেছে। ফলে ভীত ব্যক্তিরা মনে করে আত্মা তার গলার কাছাকাছি চলে এসেছে। সেজন্য তারা বলে থাকে 'ভয়ে আমার জান বের হয়ে যাচ্ছিল'।

তার চোখগুলো বড় বড় হয়ে যাওয়া বা তার শরীরের পশমগুলো খাড়া হয়ে যাওয়া।

আর সত্যিই মানুষ এসব বিষয় উপলব্ধি করার পর এগুলো থেকে বিরত থাকতে চায়। কেননা সে এমনিতেই কখনও ভয় পেতে চায় না, বিচলিত হতে চায় না বা তার হৃৎকম্পনও বৃদ্ধি করতে চায় না। ফলে মানুষ এই বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকে এবং যে-কোনো ভয়ংকর বা অস্থির অবস্থায় পতিত হওয়াকে ভয় করে। আর সে এরকম অবস্থার পরিণতি থেকেও সর্বদা রক্ষা পেতে চায়।

আর ঠিক তেমনিভাবে মানুষ যখন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করে, তখনই সে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ 'তারা ভয় ও আশা সহকারে তাদের প্রতিপালককে ডাকে' *(আস-সাজদা, ৩২/১৬)*।

সুতরাং আমাদের পাপ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে আমাদের মনে আল্লাহভীতির সঞ্চারণ ঘটানো। যখনই আমরা হৃদয়ে যথাযথ আল্লাহভীতি তৈরি করতে সক্ষম হব, তখনই আমরা পাপের পরিণাম উপলব্ধি করতে পারব এবং তা থেকে বিরত থাকার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করতে পারব। সেজন্য আমাদের উচিত হবে আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে তার ইবাদত করা। আমাদের হৃদয়ে তার ভয় জাগরূক রেখে তার কাছে দু'আ করা। আল্লাহ আমাদের তাঁকে যথাযথ ভয়কারী মুত্তাক্বী বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পাপ থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

* শিক্ষার্থী, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ভোরের স্বপ্ন

-মো. শফিকুল ইসলাম
ভুয়াপুর, টাংগাইল

পূবের আকাশ রাঙা হলো
ভোরের আলো পেয়ে,
কুরআন হাতে মক্তবেতে
ছুটছে ছেলেমেয়ে।
নরম ঘাসের পরশ মেখে
শিশিরভেজা পায়ে,
ফেরেশতারাও ছুটছে যেন
সবার ডানে বাঁয়ে।
ইচ্ছে সবার মনের মাঝে
মধুর বাণী শেখা,
দ্বীনের আলোয় ক্বলব মেখে
জীবনটাকে দেখা।

জাতি রক্ষার ছাতা

-এম. আবু বকর সিদ্দিক
ছায়ামঞ্জিল, বাসাবাটী, বাগেরহাট।

কে যে ধরবে কে যে ছাড়বে
জাতি রক্ষার ছাতা,
ঋণের ভারে চেপে আছে
দেশের হিসাব খাতা।
দেশের অর্থ বিদেশ নিয়ে
গড়ল টাকার পাহাড়,
আমজনতা অন্ন পায় না
আকাশছোঁয়া বাজার।
কেউবা মারে কেউবা মরে
চলছে মারের খেলা,
নিরপরাধ মানুষ মারতে
নেই যে ওদের হেলা।
মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ সমান
সবাই সেটা জানে,
সৎ মানুষ আজ সোনার হরিণ
তাও সবাই মানে।
সত্য মতে, পোক্ত হাতে
গড়বে যারা দেশ,
তাদের হাতে দাও গো প্রভু
সোনার বাংলাদেশ।

গঙ্গার স্তন

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

গঙ্গার স্তন পান করে তো
হয় উর্বর মাটি,
সেই স্তন আটকে রেখেছে
বাঁধ নামের ঐ ঘাঁটি।
ভারতের বাঁধ ভেঙে ফেলো
বাংলাদেশ হোক সবুজ,
নদী মাতৃ দেশটা আমার
মরু কেন অবুঝ?
কৃষি নির্ভর দেশটা আমার
নদীর পানি বিনে,
ক্যামন করে হয় বলো চাষ
আছি ডুবে ঋণে।
আমার দেশের নদীগুলো
বাঁধের অভিশাপে,
দিনে দিনে পুরোন হচ্ছে
মরু নামক লাশে।
বাঁধগুলো তাই ভেঙে দিয়ে
মুক্ত করো গঙ্গা,
নদীগুলো পাবে জীবন
কৃষি হবে চাঙ্গা।

অপরূপ বাংলাদেশ

-আরিফ
সপ্তম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

মোদের দেশের রঙিন ছবি
দেখতে কেমন ভাই?
ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে
মনটি ভরে যায়।
দেখার মতো একখানা দৃশ্য
দেখতে বাধা নাই।
দেখে সবুজ-শ্যামল দৃশ্য
মোদের মন করে নৃত্য।

বাংলাদেশ সংবাদ

জাতিসংঘের গুম সনদে বাংলাদেশের স্বাক্ষর

দেশের নাগরিকদের গুম থেকে রক্ষা করতে জাতিসংঘের গুম ও নির্যাতনবিষয়ক কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। গত ২৯ আগস্ট, ২০২৪ ইং রোজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব অল পার্সনস ফ্রম ফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সনদে স্বাক্ষর করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। উপদেষ্টা পরিষদের সাপ্তাহিক সভায় উপদেষ্টাদের উপস্থিতিতে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা। এ বিষয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসের আগের দিন আমাদের এ পদক্ষেপ একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হয়ে থাকবে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা গত ১৫ বছর তার স্বৈরাচারী শাসনামলে নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে যতগুলো গুমের ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ৭০০ এর বেশি মানুষ গুম হওয়ার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ১৫০ জনের বেশি মানুষের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর সরকারের গোপন বন্দিশালা থেকে বেশ কয়েকজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই বন্দিশালা 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক গুমবিরোধী সনদ গৃহীত হয়।

আন্দোলনে হাজারের বেশি নিহত, চোখ হারিয়েছেন চার শতাধিক : স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

গত জুলাই-আগস্ট মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে দেশে নানা শ্রেণি-পেশার সহস্রাধিক মানুষ শহীদ হন এবং চার শতাধিক মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারান। গত ২৮ আগস্ট, ২০২৪ ইং রোজ বুধবার রাজারবাগের কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এসব কথা বলেন। পরদিন বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে এখন পর্যন্ত ১ হাজারের ওপরে নিহত হয়েছেন এবং ৪০০ জনের ওপরে ছাত্র-জনতা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। অনেকের এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, অনেকে দুই চোখেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। আমেরিকার সেবা নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। যাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে বা চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমরা সেবা ফাউন্ডেশনকে তাদের তালিকা পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, সেবা ফাউন্ডেশন জানিয়েছে যত শীঘ্রই সম্ভব তারা চিকিৎসার জন্য দেশে ডাক্তার নিয়ে আসবে। ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম চক্ষু হাসপাতাল ও দিনাজপুরে তাদের চিকিৎসা হবে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, অনেকে পায়ে আঘাত পেয়েছেন, অনেকের পা কেটে ফেলতে হয়েছে। আমরা বিভিন্ন দাতা সংস্থার সঙ্গে কথা বলছি, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেও আমাদের কথা হয়েছে। যাতে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশ থেকে ডাক্তারদের টিম নিয়ে আসা যায়। সেটা নিয়ে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হাসপাতালে সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন আহত পুলিশ সদস্যদের সাথেও কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

মোদির ১৭৩ বক্তৃতার মধ্যে ১১০টিই মুসলিমবিদ্বেষী

গত ১৪ই আগস্ট হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বরাত দিয়ে দ্য ওয়্যার ও দ্য হিন্দু প্রকাশ করে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ১৭৩টি বক্তৃতার মধ্যে ১১০টিই ছিল মুসলিমবিদ্বেষী। ভারতে এ বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে মার্চ মাসে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রচারে বেড়িয়ে ১৭৩টি বক্তৃতা দিয়েছেন। তার মধ্যে ১১০টিতে ইসলামফোবিক মন্তব্য রয়েছে। আমেরিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টে

বলা হয়েছে, মোদি সম্প্রতি বলেছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দু এবং অন্যান্য সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আশা করেন। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দাবি, এই বছরের শুরুতে মোদির নির্বাচনি প্রচারাভিযানে প্রায়ই ভারতে মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য ব্যবহার করা হয়েছে। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার খবরের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেন। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় মোদির প্রচারাভিযানের বক্তৃতাগুলো ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছিল। রাজস্থানের একটি সভায় গিয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস বলেছিল দেশের সম্পদের ওপর মুসলিমদের অধিকার সবার আগে। দেশের সম্পদ বণ্টন করা হবে তাদের মধ্যে, যাদের পরিবারে বেশি সন্তান রয়েছে। কংগ্রেসের ইশতেহারেই বলা হয়েছে, মা-বোনদের সোনার গয়নার হিসেব করে সেই সম্পদ বিতরণ করা হবে। মনমোহন সিংয়ের সরকার তো বলেই দিয়েছে, দেশের সম্পদে অধিকার মুসলিমদেরই। আপনাদের মঙ্গলসূত্রটাও বাদ দেবে না। এখানেই শেষ নয়। এছাড়াও নানা জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে এই ধরনের মন্তব্য করতে শোনা যায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মোদির সমালোচনামূলক মন্তব্যের পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার কথাও নথিভুক্ত করেছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে নির্বাচন কমিশন চিঠি দিয়ে তাকে এবং তার দলের সমস্ত তারকা প্রচারকদেরকে সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা করা থেকে বিরত থাকতে বলে, কিন্তু মোদিকে বাধা দেয়নি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, মোদি সারা প্রচারাভিযানের সময় জুড়ে উসকানিমূলক বক্তৃতা চালিয়ে গেছেন। সংগঠনের এশিয়া ডিরেক্টর এলাইন পিয়ার্সন বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি নেতারা তাদের প্রচারে স্পষ্টতই মিথ্যা অভিযোগ করেছেন মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে।

মুসলিম বিশ্ব

সিঙ্গাপুরে ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা : প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরে একটি ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে সিঙ্গাপুরে ইসলামী নেতা তৈরি করা ও তাদের পরিচর্যা করা। তিনি নিজের মেয়াদে প্রথম জাতীয় দিবসের ভাষণে 'সিঙ্গাপুর কলেজ অব ইসলামিক স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। জাতীয় দিবসের মিছিলে মালয় ভাষায় দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী লরেন্স মালয় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অনন্য ঐতিহ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি এই ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। ২০১৬ সালে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটির মাধ্যমে ধর্মীয় পণ্ডিত ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সিঙ্গাপুরের সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রাসঙ্গিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গত আট বছর ধরে এ প্রকল্পটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় সময়ে মালয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রশংসা করে লরেন্স বলেন, এর ফলে সাহসিকতার সঙ্গে জাতীয় সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন, সিঙ্গাপুরের অগ্রগতি থেকে দেশের মুসলিম সম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গত ১৫ মে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া লরেন্স ওং তাঁর ভাষণে শিক্ষাগত অর্জন, চরমপন্থা প্রতিরোধ এবং সমাজের দুর্বল অংশগুলোর উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

ইসরাঈলকে আরও ২ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

যুদ্ধবাজ ইসরাঈলকে আরও ২ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র সরবরাহের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। দখলদার শাসকগোষ্ঠী যখন গাযায় বেসামরিক জনগণের ওপর ১০

মাস ধরে গণহত্যা চালাচ্ছে, ঠিক তখন এই বিপুল অর্থের অস্ত্র দেওয়ার পদক্ষেপ নিল বাইডেন প্রশাসন। এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ১৩ই আগস্ট, মঙ্গলবার কংগ্রেসকে জানিয়েছে, ইসরাঈলের কাছে তারা ৫০টি এফ-ফিফটিন জঙ্গিবিমান বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। ৫০টি জঙ্গিবিমান কিনতে ইসরাঈলকে প্রায় ১ হাজার ৯০০ কোটি ডলার খরচ করতে হবে। এছাড়াও এ চালানের মধ্যে ইসরাঈলকে ৩৩ হাজার ট্যাংকের গোলাবারুদ এবং ৫০ হাজারের মতো মর্টারের গোলা সরবরাহ করা হবে। পেন্টাগনের দেওয়া তথ্য মতে, এ সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কিছু অস্ত্র অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে ইসরাঈলে পাঠানো হবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ কংগ্রেসে পাঠিয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে, ইসরাঈলের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ইসরাঈলকে শক্তিশালী করে তোলা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র একদিকে অবরুদ্ধ গাযায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলে আসছে। পাশাপাশি তারা খুব শীঘ্রই গাযা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে দাবি করছে। অন্যদিকে ইসরাঈলকে এখন বিপুল পরিমাণ অস্ত্র দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে মার্কিন সরকার। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মধ্যপ্রাচ্য ও গাযা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নীতি আবারও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

কৃত্রিম ‘মানব ভ্রূণ’ বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, না-কি অভিশাপ?

বর্তমান বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এর কারণে মানব সভ্যতা যে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে না, তা নিয়ে কোনো বিজ্ঞানীই সুনিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারছেন না। তেমনই আর এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার নাড়া দিয়েছে বিশ্বকে। সম্প্রতি মার্কিন একদল গবেষক ‘স্টেম সেল’ ব্যবহার করে কৃত্রিম মানব ভ্রূণ তৈরি করেছেন। যদিও এ আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের বড় এক অগ্রগতি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শুক্রাণু বা ডিম্বাণু ছাড়াই স্টেম সেল ব্যবহার করে সফলভাবে তৈরি করা হয়েছে এই ভ্রূণ। এগুলোতে হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের মতো অঙ্গ থাকে না, তবে এতে সাধারণত প্লাসেন্টা, কুসুম থলি এবং ভ্রূণে বিকশিত হয় এমন কোষ থাকে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ উদ্ভাবন গর্ভপাতের কারণ ও মানব বিকাশের বিভিন্ন বিষয়াদি নতুন করে বুঝতে সহায়তা করবে। তবে, আইনি ও নীতিগত বিভিন্ন প্রশ্নও জন্ম নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহরে অলাভজনক সংস্থা ‘ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর স্টেম সেল রিসার্চ’ আয়োজিত বার্ষিক সভায় এ কৃত্রিম ভ্রূণকে ১৪ দিন পর্যন্ত বিকশিত প্রাকৃতিক ভ্রূণের পর্যায়ে নেওয়ার বর্ণনা দেন ‘কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি’ ও ‘ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি’-এর অধ্যাপক ম্যাগডালেনা জারনিকা-গোয়েটজ। জানা গেছে, এ কাঠামোর জন্য ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর প্রয়োজন পড়ে না। আর এতে স্পন্দনশীল হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক গঠনে ব্যবহৃত কোষ না থাকলেও প্ল্যাসেন্টাসহ অন্যান্য অঙ্গ ও ভ্রূণের নিজের গঠন তৈরিতে ব্যবহৃত কোষ আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবচেয়ে বড় যে আশঙ্কার জায়গা হলো, ‘ডিজাইনার বেবি’ উৎপাদনের। যাদের ক্ষমতা আছে, তারা অর্থ ব্যয় করে ‘সর্বগুণযুক্ত, নীরোগ, শক্তিশালী’ সন্তানের বাবা-মা হবে। সেসব সন্তানই কি ভবিষ্যৎ বিশ্বে চালকের আসনে বসবে? তাদের কাছে ক্রমাগত পর্যুদস্ত হতে থাকবে স্বাভাবিক প্রজননে জন্ম নেওয়া শিশু এবং পরবর্তীকালের নাগরিক? যদিও এটিকে মানব ভ্রূণ বলতে নারাজ ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের সহযোগী গবেষণা পরিচালক জেমস ব্রিসকো। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, মানব ভ্রূণের স্টেম সেল থেকে প্রাপ্ত মডেল তৈরির জন্য প্রবিধানের জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। ভ্রূণ-সদৃশ কাঠামো তার ল্যাব ইতোমধ্যেই তৈরি করেছে। জেরনিকা-গোয়েটজ বলেন, ‘আমি শুধু জোর দিয়ে বলতে চাই যে তারা মানব ভ্রূণ নয়, সিন্থেটিক ভ্রূণ। এগুলো ভ্রূণের মডেল, কিন্তু তারা খুব সুন্দর দেখতে একেবারে মানব ভ্রূণের মতো। পরে আবিষ্কারের জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ পথ দেখাবে’। গবেষকরা আশা করছেন, এ মডেল ভ্রূণগুলো মানব বিকাশের ‘ব্ল্যাক বক্সে’ আলোকপাত করবে।

জামি'আহ সংবাদ

ধর্ম উপদেষ্টার জামি'আহ সালাফিয়্যাহ পরিদর্শন, মতবিনিময় সভা ও ২২ দফা প্রস্তাবনা

৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং, রোজ শনিবার: এদিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টা, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (হাফিযাহুল্লাহ) রাজশাহীতে সরকারি সফরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে প্রথমে তিনি সকাল ৯ : ৩০ মিনিটে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে আগমন করেন। মাননীয় উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানান আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং তার প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। তিনি প্রথমে প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেন। তিনি অ্যাকাডেমিক ভবন পরিদর্শন করেন এবং জামি'আহর শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থা ও পাঠদান পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর বায়তুল হামদ জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি অবগত হয়ে অভিভূত হন। 'আমাদের চিন্তা-চেতনা যেন আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য হয়। আসুন আমরা সবাই মিলে এদেশকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলি'– একথা তিনি বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (হাফিযাহুল্লাহ)। তিনি মাননীয় উপদেষ্টাকে স্মরণ করে দেন যে, এই দায়িত্ব তিনি নিজে থেকে চেয়ে নেননি; বরং তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেন তার উপর এই অর্পিত দায়িত্ব সহজ করে দেন মর্মে দু'আ করেন। মতবিনিময় সভা শেষে ছাত্র-শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়কে ক্রেস্ট ও নিজ প্রকাশনাসমূহের পুস্তকসমূহ উপহার তুলে দেওয়া হয়। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টার নিকট রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে ২২ দফা প্রস্তাবনা স্মারকলিপি পেশ করেন। এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন হলে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। ২২ দফার মূল লক্ষ্য হলো দেশে সুশাসন অধিকতর কার্যকর করা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি শক্তিশালী করা এবং জনগণের সুসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবিত ২২ দফা : ১. সংবিধান সংশোধন ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, ২. প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা, ৩. উচ্চকক্ষে বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, ৪. প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিজস্ব পরিষদ গঠন, ৫. শরীআতবিরোধী আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধকরণ, ৬. শারীআহভিত্তিক বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন, ৭. সূদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি চালু করা, ৮. জাতীয় সংগীত পরিবর্তন, ৯. ভারতের সাথে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন, ১০. যৌথ নদীগুলোর ন্যায্য হিস্যা আদায়, ১১. প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, ১২. রাজধানীর বিকেন্দ্রীকরণ, ১৩. বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন করা, ১৪. পুলিশ বাহিনী সংস্কার, ১৫. বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুম নিষিদ্ধকরণ, ১৬. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, ১৭. ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ, ১৮. মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণে অর্থের অপচয় বন্ধ করা, ১৯. কৃষিখাতে ব্যাপক ভর্তুকি প্রদান, ২০. স্বাস্থ্য খাত ও ব্যবসায়িক খাতের উন্নয়ন, ২১. ক্বওমী শিক্ষার যৌক্তিক স্বীকৃতি এবং ২২. ইসলামী ফাউন্ডেশনে সালাফী বা আহলেহাদীছের সংযুক্তি।

এই ২২ দফা প্রস্তাবনা দেশের সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, অবিলম্বে এই প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করুন। আল্লাহ সহজ করুন- আমীন!

দাওয়াহ সংবাদ

বন্যার্তদের উদ্ধার, খাদ্যসামগ্রী হাদিয়া ও পুনর্বাসন

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী উজানের কোনো দেশ নদীর ওপর দেওয়া বাঁধের গেট খুলে দেওয়ার ৭২ ঘণ্টা আগে ভাটির দেশকে জানানোর কথা। কিন্তু কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়াই ডুম্বুর ও কলসি বাঁধ খুলে দেয় ভারত। ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট ভারী বর্ষণ এবং ভারত থেকে নেমে আসা ঢলে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশ থেকে নেমে আসা ঢল ও টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে ফেনী ও নোয়াখালীসহ দেশের ১১ জেলার ৭৩টি উপজেলা প্লাবিত হয়। দেশের ১১টি বন্যাকবলিত জেলায় ৮ লাখ ৮৭ হাজার ৬২৯টি পরিবার পানিবন্দি এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৫৪ লাখ মানুষ। সারা দেশ থেকে মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। নানা ব্যক্তি ও সংস্থাও এ কাজে অংশ নেয়। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আল-জা'মিআহ আস-সালাফিয়্যাহ' ও 'আদ-দাওআহ ইলাল্লহ' উদ্ধার, হাদিয়া বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে অংশ নেয়। গত ২২ আগস্ট সকালে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ বন্যার্তদের উদ্ধার, হাদিয়া বিতরণ ও পুনর্বাসনের সহযোগিতার ঘোষণা দেন। ২২ তারিখ রাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে রওনা হয় আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর স্বেচ্ছাসেবকগণ। ২৩ আগস্ট ফজরের পর থেকে সারাদিন ফেনীর মধুপুর ১৫ নং ওয়ার্ডের বন্যায় আটকা পড়া ৪০টি পরিবারের দুই শতাধিক মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করতে সক্ষম আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ-এর স্বেচ্ছাসেবকগণ। এরমধ্যে ১৫টি পরিবারের ৬৫ জন সদস্য সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নবজাতক শিশু ছিল ১০ জন। এদের মধ্যে একজনের সাত দিন এবং আরেকজনের বয়স ছিল দেড় মাস। পরদিন, ২৪ আগস্ট মহীপালে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ওস্তায সশরীরে উপস্থিত হন। তিনি ফেনী সেনা ক্যাম্পে ২ ট্রাক ত্রাণ হস্তান্তর করেন। অতঃপর তিনি সরেজমিনে মধুপুর ওয়ার্ডে আদ-দাওয়াহ টিমের সদস্যদের সাথে শুকনো খাদ্য হাদিয়া ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন। যে সকল পরিবারে অসুস্থ রোগী ও প্রতিবন্ধী ছিল তাদের ত্রাণ, ঔষধ ও নগদ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেন। ২৫ আগস্ট দুপুরের পর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ-এর বোট দিয়ে সহযোগিতা করেন আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ-এর স্বেচ্ছাসেবকগণ। ২৫ আগস্ট ৫ ট্রাকে খাদ্যসামগ্রী হাদিয়া নিয়ে রওনা হয় ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে। ২৬ আগস্ট, আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর স্বেচ্ছাসেবকগণ সেসব এলাকায় এগুলো পৌঁছে দেন যে-সব এলাকায় তখনো পৌঁছায় নাই। এখন পর্যন্ত উদ্ধার ও উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার বিভিন্ন উপজেলায়। এখন পর্যন্ত মোট ২৩ ট্রাক সামগ্রী হাদিয়া পাঠানো হয়। ১৩ ট্রাকে শুকনা খাদ্য ও ১০ ট্রাক ভারী খাদ্যসামগ্রী। এতে ১৩ হাজার প্যাকেট ছিল। ৫ হাজার ব্যাগে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রথম ধাপে বন্যার্তদের উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করে। পরে বেশ কয়েক ধাপে শুকনা খাদ্য— চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, লবণ, খাবার পানি, চাল, ডাল, আলু, ভোজ্য তেল, শিশুখাদ্য দুধ, চিনি, ওরস্যালাইন ও জরুরী ঔষধ, মোমবাতি ও গ্যাস লাইটার ইত্যাদি। তেসরা সেপ্টেম্বর ফেসবুক লাইভে এসে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক পুনর্বাসনের ঘোষণা দেন এবং গুগল ফরম পূরণের জন্য আহ্বান করেন। পুনর্বাসন কার্যক্রমে সুবিধা পাবেন কৃষক, খামারি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও গৃহহীন/ক্ষতিগ্রস্ত গৃহমালিকগণ। ২৪ তারিখ বাজেট ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৫০ লক্ষ অর্থ ত্রাণ তহবিলে জমা হয়। দ্বীনি ভাই-বোনদের সহযোগিতায় এ কার্যক্রম চলমান থাকবে ইনশা-আল্লাহ। বন্যার্তদের সহযোগিতা করতে অতি সহজেই ওয়েবসাইট ও নগদ এ্যাপের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পারেন এমন ব্যবস্থাও করেছে নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন। এ ছাড়াও বিকাশ এ্যাপের মাধ্যমে সহজেই ডোনেশন করার পদ্ধতি কাজ চলমান, সম্পন্ন হয়ে গেলে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে ইনশা-আল্লাহ। বিভিন্ন সংগঠন ও সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ সশরীরে ও অনলাইনে সাহায্য পাঠিয়েছেন। কেউ গুচ্ছিত অর্থ কেউবা কানের দুল ইত্যাদি তার বিশ্বস্ত সংস্থা নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে দিয়েছেন।

জাতির দুর্যোগকালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কতিপয় মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করতে সহায়তা করেছে। আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন- আমীন!

কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা কোর্স : ব্যাচ নং- ০৪

গত ২৪ আগস্ট হতে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং পর্যন্ত, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে ২০ দিনব্যাপী হাতে-কলমে 'কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা' প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ ও মূল্যবান বই তুলে দেন। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক, ছাত্র ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযাযাক বিন ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদাদী, আব্দুল আহাদ, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ব্যাচ নং ৪-এ দেশের বিভিন্ন স্থান হতে ৩৬ জন দ্বীনি ভাই অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ব্যাচ নং- ১২

'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত তেসরা আগস্ট হতে ৮ই আগস্ট ২০২৪ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ১২তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ১০ জন মক্তব-শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ব্যাচ নং- ১৩

আগস্টে দ্বিতীয় ধাপে মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই আগস্ট হতে ১৫ই আগস্ট এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলে। এতে ১৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করা। সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো— ১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শিখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা, ৫. রাসূল ও ছাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ও ছাহাবীদের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): 'নবীগণ তাদের কবরের মধ্যে জীবিত, তারা ছালাত আদায় করেন'। এই হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: নবীগণ কবরে জীবত, ছালাত আদায় করেন এবং রাসূল ﷺ সালামের উত্তর দেন, এগুলো দুনিয়াবী জীবনের মতো নয়। একে বলা হয় বারযাখী জীবন; যার অবস্থা ও প্রকৃতি মানুষের অবগতিতে নেই। ঠিক যেমন শহীদগণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেছেন, তারা বারযাখী জীবনে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয় (আলে ইমরান, ৩/১৬৯)। এ ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা হলো ঈসা আলাইহিস সালাম ব্যতীত রাসূল ﷺ সহ সকল নবী দুনিয়া থেকে মৃত্যুরবণ করেছেন (আয-যুমার, ৩৯/৩০)। রাসূল ﷺ বলেন, 'কেউ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ তাআলা আমার দেহে রূহ ফেরত দেন। অতঃপর আমি উক্ত সালামের উত্তর দেই' (আবূ দাঊদ, হা/২০৪১)। সুতরাং রাসূল ﷺ কবরে দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় বেঁচে আছেন এবং তিনি মানুষের প্রার্থনা শোনেন এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না। কেননা তা শিরকী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (২): যারা ছালাত আদায় করে না, আক্বীদা ঠিক নেই; তাদের গীবত করলে গুনাহ হবে কি?

-আব্দুল খালেক সালাফী
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: কারো গীবত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক' (আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)। তবে কিছুক্ষেত্রে নেকীর আশায় জনস্বার্থে সমালোচনা করা যায়। যেমন- অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করা, সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করা, হাদীছের সনদ যাচাই, মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করা, পাপাচার ও বিদআত থেকে সাবধান করা, প্রসিদ্ধ নাম বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি (নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃ. ৪২৫)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৩): মানুষের শরীরের অবাঞ্ছিত লোম ৪০ দিনের অধিক সময় পরিষ্কার না করলে ইবাদত কবুল হবে কি এবং তা পরিষ্কার করার পর গোসল কি ফরয?

-কাইছার হানিফ
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর: মানুষের শরীরের অবাঞ্ছিত লোম ৪০ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করা সুন্নাত। তা ৪০ দিনের মাঝেই পরিষ্কার করতে হবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নাভির নিচের পশম কামানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা নবীগণের বৈশিষ্ট্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯০)। তবে কোনো কারণে তা সময়মতো পরিষ্কার করা সম্ভবপর না হলে ইবাদত কবুল হবে না বা তা পরিষ্কারের পর গোসল করা আবশ্যক মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৪): মোবাইলের অ্যাপে কুরআন মাজীদ ওযূ ছাড়া পড়া যাবে কি? আর ওযূ ছাড়া পড়লে কি নেকী কম হবে?

-তাছমির রহমান
জামালপুর।

উত্তর: মোবাইলের অ্যাপে কুরআন মাজীদ ওযূ ছাড়া পড়া যাবে। বরং সরাসরি মুছহাফ ধরেও পড়া যাবে। কুরআন পড়ার জন্য ওযূ করা শর্ত নয় এবং তাতে নেকীও কম হবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩)। আর অন্যতম যিকির হচ্ছে কুরআন (মুসতাদরাক আলাস ছহীহাইন, হা/২০৬২)। হজ্জের সময় আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর হায়েয হলে রাসূল ﷺ তাকে বলেন, 'অন্যান্য হাজীরা যা করে তুমিও তাই করবে, কিন্তু পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১১)।

প্রশ্ন (৫): আমার ছেলের বয়স ১৫ দিন। জন্মের প্রথম ১১ দিন সে মায়ের দুধ খেয়েছে। ১১ দিন পর বাচ্চা আর মায়ের দুধ না খাওয়ায় দোকান থেকে বাচ্চার খাওয়ার জন্য 'ল্যাকটোজেন-১' এনে খাওয়াচ্ছি। এমন অবস্থায় বাচ্চার প্রস্রাব যদি আমার

www.al-itisam.com

পোশাকে লেগে যায়, তাহলে পোশাকে পানি ছিটিয়ে দিলে পবিত্র হবে নাকি পোশাক পরিবর্তন করতে হবে?

-আব্দুল বাতেন
বুড়িরহাট ফার্ম, রংপুর।

উত্তর: রাসূল ﷺ খাদ্যের কথা বলেছেন; বয়সের কথা বলেননি। মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য খাবার খেলে তা বাহিরের খাবার হিসেবে গণ্য হবে। খাবার খায় না এমন ছেলে শিশুর প্রস্রাব হলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। উম্মু কায়স বিনতু মিহসান রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি তার এমন একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এলেন যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করলেন না (ছহীহ বুখারী, হা/২২৩)। আর মেয়ে শিশু প্রস্রাব করলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে; সে খাবার গ্রহণ করুক বা না করুক। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি শিশু আনা হলো। সে তার কোলে প্রস্রাব করে দিল, তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা প্রস্রাবের উপর ঢেলে দিলেন (নাসাঈ, হা/৩০৩)। 'ল্যাকটোজেন-১' বাহিরের খাবার হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এসব খাবার খায় এমন শিশু প্রস্রাব করলে তা ধৌত করতে হবে।

প্রশ্ন (৬): অনেক নারীর চেহারায় অবাঞ্ছিত পশম গজায়। ক্রিম কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এগুলো পরিষ্কার করে ফেলা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন বলে গণ্য হবে কি?

-নাজনীন
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর: ভ্রু ও চোখের পাপড়ি ব্যতীত নারীর মুখের অন্যত্র গজানো পশম স্বাভাবিক সৌন্দর্য নয়। তাই ভ্রু তুলে চিকন করা হারাম। যার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ অভিশাপ করেছেন উল্কি অঙ্কনকারিনী ও উল্কি অঙ্কনের প্রার্থীকে, ভ্রু প্ল্যাক (চিকন) কারিনীকে আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত সরুকারিনীকে; যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩১)। তবে নারীর মুখে অস্বাভাবিক পশম যেমন- গোঁফ, দাড়ি কিংবা নিমদাড়ি গজালে তা ক্ষতিকর নয় এমন যেকোনো উপায়ে দূর করতে পারে (শারহুন নববী, ১৪/১০৬)।

ছালাত

প্রশ্ন (৭): বিতরের কুনূতে নিজ মাতৃভাষার দু'আ করা যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: বিতরের কুনূতে মাসনূন দু'আ ব্যতীত বাংলা, আরবী অথবা অন্য কোনো ভাষায় তৈরিকৃত দু'আ পড়া যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ 'নিশ্চয়ই এই ছালাতে মানুষের কোনো কথাবার্তা বলা শোভনীয় নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের জায়গা' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭; আবূ দাঊদ, হা/৭৯৫)।

প্রশ্ন (৮): ইমাম অথবা একাকী ছালাত আদায়কারী মুছল্লী যদি ছালাতের সময় ভুলক্রমে 'আল্লাহু আকবর' এর স্থলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

-আব্দুল ওয়াহিদ
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর: ইমাম অথবা একাকী ছালাত আদায়কালে ভুলক্রমে কেউ যদি 'আল্লাহু আকবর' এর স্থলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে ফেলে তাহলে তাকে কিছু করতে হবে না এবং তার ছালাত সঠিক হবে।

প্রশ্ন (৯): ফরয ছালাতের সময় কেউ অসুস্থ হলে কী করব? ছালাত ছেড়ে দিব নাকি ছালাত শেষ করব?

-বদরুদ্দোজা
কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: ছালাত চলাকালীন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য মুছল্লীর জন্য জরুরী হলো, তাকে সরিয়ে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা। কেননা শরীআতের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, حفظ النفس তথা জীবন রক্ষা করা। একারণে ছালাতরত অবস্থায় ক্ষতিকর প্রাণী সাপ দেখা গেলে রাসূল ﷺ ছালাত ছেড়ে সাপ ও বিচ্ছু মারার নির্দেশ দিয়েছেন (আবূ দাঊদ, হা/৯২১; তিরমিযী, হা/৩৯০)।

প্রশ্ন (১০): মহিলাদের জন্য মসজিদে যদি জামাআতের সাথে ঈদের ছালাত আদায় করা সম্ভব না হলে মহিলাদের ইমামতিতে কোনো ফাঁকা ময়দানে পর্দার ব্যবস্থা করে শুধু মহিলাদের জন্য ছালাতের ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-তাফাজ্জুল হক
মালদা, পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তর: পুরুষদের জামাআতের মাধ্যমে ঈদের ছালাত অনুষ্ঠিত হবে এবং মহিলারা পুরুষদের জামাআতে অংশগ্রহণ করবে এমনটিই সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত। উম্মু আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, আমাদেরকে (রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়) ঈদের মাঠে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো, এমনকি গৃহবাসিনী পর্দানশীন নারী এবং প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীদেরকেও আদেশ দেওয়া হতো (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৩)। শুধুমাত্র নারীদের আলাদা জামাআতের মাধ্যমে ঈদের ছালাত আদায় করার বিষয়টি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর কোনো ছাহাবী থেকে সাব্যস্ত নয়। সুতরাং নারীরা পুরুষদের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাদের আলাদা জামাআত প্রতিষ্ঠা করা জায়েয নয়। তবে তারা ঈদের ছালাতের পদ্ধতিতে একাকী নিজ বাড়িতে ছালাত আদায় করে নিবে।

প্রশ্ন (১১): অনেক মসজিদে জুমআর খুৎবা চলাকালীন সময়ে মুছল্লীরা ঘুমায়। সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

-আব্দুর রঊফ
জয়পুরহাট।

উত্তর: জুমআর খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমানো বৈধ নয়। কেননা খুৎবা চলাকালীন সময়ে চুপ করে বসে খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করে ইচ্ছাকৃত ঘুমানো শরীআত নিষিদ্ধ কাজ। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো উপর যদি ঘুম প্রাধান্য বিস্তার করে, সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'মসজিদের মধ্যে তোমাদের কারো তন্দ্রা এলে সে যেন তার স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র বসে' (আবূ দাঊদ, হা/১১১৯)। তারপরও যদি প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, তবে সেক্ষেত্রে সে পাপিষ্ট হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)। আর যদি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে জুমআর ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করবে। কেননা গভীর ঘুম ওযূ ভঙ্গের কারণ (ইবনু মাজাহ, হা/৪৭৭)। জুমআর খুৎবা চলাকালীন সময়ে পাশের কেউ ঘুমালে করণীয় হচ্ছে, কথা না বলে হাত বা কোনো কিছু দিয়ে ইশারা করে তাকে জাগিয়ে দেওয়া। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'জুমআর দিন যখন তোমার পাশের মুছল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তাহলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে' (ছহীহ বুখারী, হা/৯৩৪)। সুতরাং কথা বলার মাধ্যমে জাগ্রত করা যাবে না, বরং কোনো ইশারা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে জাগ্রত করতে হবে।

প্রশ্ন (১২): সন্তান তার পিতামাতার জানাযার ছালাতে নির্ধারিত দু'আর পরে 'রব্বির হামহুমা কামা...' দু'আটি পরতে পারবে কি?

-আকমাল হোসেন
বিল নেপালপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর: জানাযার ছালাতের উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। এজন্য জানাযার ছালাতের ব্যাপারে যে দু'আগুলো বর্ণিত হয়েছে তা দিয়ে জানাযা পড়তে হবে। অর্থাৎ আল্লা-হুম্মাগফির লি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা....এবং আল্লা-হুম্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া 'আ-ফিহি.....। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কোনো মৃতের জানাযা পড়লে তার জন্য একনিষ্ঠতার সাথে দু'আ করবে' (আবূ দাঊদ, হা/৩১৯৯)। তবে উক্ত দু'আ ব্যতীত অন্য দু'আও পড়া যেতে পারে। প্রশ্নোক্ত দু'আও জানাযার ছালাতে পড়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৩): ছালাতের শেষে সালাম ফিরানোর সময় কাকে সালাম দেওয়া হয়?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: ছালাতের শেষে সালাম দ্বারা উদ্দেশ্য করতে হবে ছালাত শেষ করা, ফেরেশতাদেরকে সালাম দেওয়া এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম ভাইদেরকে সালাম দেওয়া। জাবির ইবনু সামুরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছালাত আদায়ের শেষে 'আসসালামু আলাইকুম' 'আসসালামু আলাইকুম' বলার সময় হাত দিয়েও ইশারা করতাম। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এমনভাবে হাত দ্বারা ইশারা করছ, যেন তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজ? তোমরা ছালাত শেষে যখন সালাম করবে, তখন ভাইয়ের দিকে মুখ করবে, হাত দ্বারা ইশারা করবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩১)। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রাখবে এবং ডানে ও বামে আপন ভাই-এর প্রতি সালাম দিবে' (সুনানে নাসাঈ, হা/১৩২১)।

প্রশ্ন (১৪): ছালাত আদায় করে না এমন ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া বা তাদের দাওয়াত দেওয়া যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
মালদা, পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তর: এমন লোকদের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া বা তাদের দাওয়াত না দেওয়ায় ভালো। কেননা ছালাত ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। আর গর্হিত কিছু দেখলে সে বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া যাবে না। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) অধ্যায় রচনা করেছেন, যদি কোনো অনুষ্ঠানে দ্বীনের খেলাফ বা অপছন্দনীয় কোনো কিছু নযরে আসে তাহলে ফিরে আসবে কি? ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কোনো এক বাড়িতে (প্রাণির) ছবি দেখে ফিরে এলেন। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) আবূ আয়্যূব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালের পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। এরপর ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) এ ব্যাপারে বললেন, মহিলারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবূ আয়্যূব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, আমি যাদের সম্পর্কে আশঙ্কা করেছিলাম, তাতে আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করিনি। আল্লাহর কসম! আমি আপনার ঘরে কোনো খাদ্য খাব না। এরপর তিনি চলে গেলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১; নাসাঈ, হা/৫৩৫১)। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোকই খায়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩২)।

যাকাত

প্রশ্ন (১৫): আমি ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকি। গ্রামের বাড়িতে ঋণ করে আমি একটি বাড়ি ক্রয় করি। সেখানে আমার বাবা- মা থাকে এবং আমি গ্রামে গেলে ওখানেই থাকি। এখন যাকাত হিসেবের সময় কি এই বাড়ির যাকাত দিতে হবে?

-নয়ন
লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর: ঘরবাড়ির উপর যাকাত দেওয়া ফরয নয়। তবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তা ক্রয় করা হলে তাতে যাকাত দিতে হবে অর্থাৎ তখন তা ব্যবসায়িক সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং নিছাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমার কাছে দুইশ দিরহাম থাকলে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)।

প্রশ্ন (১৬): কোনো পিতা যদি নাবালিকা সন্তানের জন্য স্বর্ণ ক্রয় করে রাখে আর সেটা যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে পিতার সম্পদের সাথে সংযুক্ত করে পিতাকে যাকাত দিতে হবে কি?

-মাহবুবুর রহমান
লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর: এ অবস্থায় উক্ত সম্পদ পিতার সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং নিসাব পরিমাণ হয়ে এক বছর অতিক্রান্ত হলে, তাতে যাকাত দিতে হবে। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম থাকে, তবে বছরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম (শতকরা আড়াই টাকা) যাকাত দিতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)।

প্রশ্ন (১৭): আত্মীয় স্বজনদের যে টাকা ধার দিয়েছি তার উপর কি যাকাত দিতে হবে?

-নাজমুল হক
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর: পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার আশা থাকলে এবং তাতে একবছর পূর্ণ হলে প্রতিবছর তাতে যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু তা যদি ফেরত পাওয়ার আশা না থাকে অথবা ঋণগ্রহীতা টালবাহানা করে, তাহলে টাকা ফেরত পাওয়ার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর একসাথে যাকাত আদায় করতে হবে। মুহাম্মাদ বিন উবায়দা (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে প্রশ্ন করা হলো। পাওনা টাকার উপর যাকাত দিতে হবে কি? তিনি উত্তর দেন, হ্যাঁ, পাওনা যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে হয় তাহলে যাকাত দিবে। আর পাওনা যদি উধাও হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে যাকাত দিবে না। তবে যদি এই পাওনা উসুল করে, তাহলে বিগত সময়েরও যাকাত দিবে (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হা/১০৫৪২)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৮): আমি যদি বাবা-মাকে না জানিয়ে তাদের টাকা খরচ করি ও পরবর্তীতে তাদেরকে না জানিয়ে আবার রেখে দেই, তাহলে কি আমি গুনাহগার হব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এ ধরনের কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা কারো মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পর অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করো না' (আন-নিসা, ৪/২৯)। রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মান হারাম’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৩৩)। এক্ষণে টাকা যদিও বাবা-মাকে ফিরিয়ে দেয়, তবুও আল্লহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্ন (১৯): পান-সুপারি চাষ ও ব্যবসা করা যাবে কি?

-সেলিম রেজা
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর: পান-সুপারি হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দলীল নেই। সুতরাং তা চাষাবাদ করা বা তা দিয়ে ব্যবসা করা যায়। তবে কোনো মাধ্যমে তাতে মাদকতা তৈরি করা হলে তা খাওয়া ও তা দিয়ে ব্যবসা করা হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী বস্তুই হারাম’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৫১১৮)।

প্রশ্ন (২০): ফেরেশতাদের নামে ছেলে সন্তানের নাম রাখা যাবে কি? যেমন- ইসরাফীল, মিকাঈল ইত্যাদি?

-মোতাহার হোসেন
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

উত্তর: ফেরেশতাদের নামে ছেলে সন্তানের নাম রাখা জায়েয। (আল-মাজমূ‘, ইমাম নববী ৮/৪৩৬)। উল্লেখ্য যে, ‘তোমরা নবীদের নামে নাম রাখো, কিন্তু ফেরেশতাদের নামে নাম রেখো না’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি খুবই দুর্বল (যঈফুল জামে‘, হা/৭০২৭)।

প্রশ্ন (২১): দোকানে মেয়ে কাস্টমার আসলে কীভাবে চোখ হেফাযত করব?

-ইমন হোসেন
টঙ্গী, গাজীপুর।

উত্তর: কোনো গায়রে মাহরাম নারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে’ (আন-নূর, ২৪/৩০)। ফলে নারীদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কেননা নারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া ফিতনার অন্যতম কারণ ও ইসলামে শরীআহর দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ বিষয়। সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরেও যদি হঠাৎ দৃষ্টি চলে যায়, তবে সেটির জন্য পাপিষ্ট হবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ‘হে আলী! একবার পরনারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি দৃষ্টি তুলে তাকাবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি ক্ষমার যোগ্য হলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নয়’ (আবূ দাঊদ, হা/২১৪৯)।

প্রশ্ন (২২): সূদী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি যদি তার পদোন্নতির জন্য দু‘আ চাই, তাহলে কি তার জন্য দু‘আ করা যাবে?

-আতিকুর রহমান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: সূদী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তির পদোন্নতির জন্য দু‘আ করা বৈধ নয়। কেননা সূদী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষী, এবং সূদের লেখক সকলের প্রতি লা‘নত করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। এমনকি সূদখোরের সাথে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন (আল-বাকারা, ২/২৭৯); যা সূদখোর ব্যতীত আর কারো ব্যাপারে দেননি। সুতরাং এমন গর্হিত কাজের পদোন্নতির জন্য দু‘আ করা ইসলামের বিরুদ্ধে দু‘আ করার নামান্তর; যা কখনই শারীআহ সমর্থিত নয়। পক্ষান্তরে সূদী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসার জন্য নিজের সাধ্যানুযায়ী তাকে উপদেশ দেওয়া ও তার জন্য দু‘আ করা মুসলিম হিসেবে অন্যতম দায়িত্ব।

প্রশ্ন (২৩): আমি ডিলারে বা রেশনের দোকানে কাজ করতাম। আমি ডিলারে চাল, গম ও আটা মেপে দিতাম; কিন্তু আমি চাল, গম ও আটা চুরি করেছিলাম এখন আমার করণীয় কী?

-রফিক
মালদা, ভারত।

উত্তর: চুরি করা একটি ভয়াবহ কাবীরা গুনাহ। এক-চতুর্থাংশ দীনার (০.০৯২৫ ভরি) সমপরিমাণ সম্পদ চুরি করলে শরীআতে তার শাস্তি হলো একহাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দেওয়া হবে এবং এ বিধান সরকারিভাবে কার্যকর করতে হবে। তাই উক্ত পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করা জরুরী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো, বিশুদ্ধ তওবা’ (আত-তাহরীম, ৬৬/৮)।

প্রশ্ন (২৪): এক ব্যক্তি মসজিদ এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জমি দানের নিয়ত করে। কোনো কারণে এখন সে মনে করছে ঐ জমি বিক্রি করে দিবে এবং এর অর্থ দিয়ে অন্য জায়গাতে জমি কিনে দিবে অথবা সমপরিমাণ অর্থ অন্য মসজিদে নির্মাণ কাজে দান করবে। তার জন্য এই

কাজগুলো কি জায়েয হবে? যদি জায়েয হয় তবে কোনটি উত্তম হবে?

-ফারদিন
ঢাকা।

উত্তর: শুধুমাত্র নিয়তের কারণে কোনো নির্দিষ্ট খাতে দান করা আবশ্যক হয়ে যায় না। ফলে কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দান করার মনস্থ করলে সেটি অন্যত্র দান করা বৈধ। কেননা রাসূল ﷺ-এর সময় ছাহাবায়ে কেরাম ছাদাকা করার মনস্থ করতেন এবং রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে পরামর্শ করতেন, তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে অন্য কোনো কল্যাণকর কাজে সেটি দান করার জন্য উৎসাহিত করলে তারা সেটি পালন করতেন। যেমনটি আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মদীনার আনছারদের মধ্যে আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সবচেয়ে বেশি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, 'তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না' (আলে ইমরান, ৩/৯২), তখন আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না' আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে ছাদাকা করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। ফলে আপনি যাকে দান করা ভালো মনে করেন তাকে দান করুন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও'। আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তার আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৬১৭)। আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর পরামর্শে আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার নিয়তের পরিবর্তন করে দান অন্যত্র বণ্টন করেছিলেন। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় নিয়ত পরিবর্তন করে জমি বিক্রয় করে অন্য মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যয় করা বা অন্যত্র জমি ক্রয় করা বৈধ হবে এবং এতে ছওয়াবের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য হবে না

প্রশ্ন (২৫): জমি বন্ধক বা কট নেওয়া বা দেওয়া যাবে কি?

-আমিনুর রহমান
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর: আমাদের দেশে প্রচলিত জমি বন্ধক বা কট নেওয়ার পদ্ধতি জায়েয নয়। বরং তা সুস্পষ্ট সূদ। কেননা শরীআতে 'বন্ধক' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে ঋণদাতার সম্পদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে; মুনাফা অর্জনের জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ 'যদি তোমরা সফরে থাক আর লিখে রাখার মতো কোনো লেখক না পাও, তাহলে (নিরাপত্তাস্বরূপ) বন্ধক রাখো...' (আল-বাকারা, ২/২৮৩)। এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বন্ধকটা কেবল নিরাপত্তার স্বার্থে, মুনাফা অর্জনের জন্য নয়। তথা কোনো ব্যক্তি বলবে আমাকে এত টাকা কর্য দাও আর যামানত স্বরূপ এই জিনিস তোমার কাছে থাকল। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে ঋণদাতা বাড়তি মুনাফা ভোগ করে থাকে। তথা বন্ধক দেওয়া জমি কর্যদাতা ভোগ করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا 'যে ঋণ মুনাফা বয়ে আনে, সেটাই এক প্রকার সূদ' (বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা, ১১/২৯৪/১১০৩৭, সমর্থক হাদীছ থাকার কারণে হাসান হাদীছ)।

প্রশ্ন (২৬): মহিলারা এক জেলা থেকে আরেক জেলায় ঘরোয়াভাবে তা'লিম দিয়ে থাকেন। একজন মহিলা প্রধান থাকেন যার মাশোয়ারা মেনে চলেন। সেখানে বলা হয়, হিজরত করতে হবে তবে ইলম বৃদ্ধি পায়। সেখানে ফাযায়েলে আমল, মুন্তাখাব, মালফূজাত এই ধরনের বই পড়ানো হয়। আমি জানতে চাই এ বিষয়ে কুরআন হাদীছে কী বলা হয়েছে?

-তাসনিম
বগুড়া।

উত্তর: তা'লীম দেওয়ার জন্য নারীদের সফর করা বৈধ নয়। বরং তারা নিজ বাড়িতে অবস্থান করবে, প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের কিছু জানার প্রয়োজন তারা এসে দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করে যাবে। যেমনটা মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-

এর কাছে এসে নারীরা জিজ্ঞাসা করে যেত (ছহীহ বুখারী, হা/৩২১)। দ্বিতীয়ত, নারীদের জন্য একদিনের বেশি দূরত্বের পথে মাহরাম ব্যতীত একাকী সফর করা জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলিম নারীর জন্য একদিনের পথ সফর করা বৈধ নয়, যদি না তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ থাকে' (আবূ দাঊদ, হা/১৭২৩)। তৃতীয়ত, প্রশ্নোল্লিখিত বইগুলোত প্রচুর পরিমাণে ছহীহ হাদীছ বিরোধী ভুল মাসআলা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরা, যা শরীআতের নামে চালিয়ে দেওয়া ভয়াবহ অপরাধ। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ আমার বরাত দিয়ে এমন কথা বর্ণনা করল, যার ব্যাপারে সে জানে যে সেটা মিথ্যা, সে মিথ্যুকের অন্তর্ভুক্ত' (ইবনু মাজাহ, হা/৩৮)। সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যে আমার বরাত দিয়ে এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি, সে যেন তার থাকার জায়গা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৯)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮)।

প্রশ্ন (২৭): ভাইয়ের বিয়েতে তার ছোট ভাইবোনরা কি ভাইয়ের জন্য বাসরঘর সাজাতে পারবে?

-রিমন হোসেন
চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর: বিয়েতে পর্দা বজায় রেখে যেকোনো মহিলা বাসরঘর সাজাতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তার বিবাহের ঘটনায় বলেন, আমার মা আমাকে ডাকলে আমি আসলাম। তখন তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনছারী মহিলা ছিলেন। তারা আমার জন্য কল্যাণ, বরকত এবং সৌভাগ্যের দু'আ করলেন। আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তারা আমাকে সুন্দরী করে সাজালেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৮৯৪)। উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে বাসরঘর ও কনেকে সাজানো সুন্নাত।

প্রশ্ন (২৮): কোঁকড়া চুলকে সোজা করার পদ্ধতির নাম হেয়ার স্ট্রেটিং। এটাতে চুল একটু মোটা হয়ে যায়। এটা কি ইসলামে জায়েয?

-তাসমিয়া।

উত্তর: সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিজস্ব আকৃতির পরিবর্তন করে যাবে না। তবে হেয়ার স্ট্রেটিং এর মাধ্যমে যদি স্বাভাবিকভাবে কোঁকড়ানো ও বাঁকা চুল সোজা করা হয়, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন না করা হয় এবং তাতে চুলের স্বাস্থ্যগত কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না থাকে, তাহলে তাতে শারঈ কোনো বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চুল আঁচড়াতেন এবং চুলের যত্ন নিতেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার মাথায় চুল আছে, সে যেন এর যত্ন নেয়' (আবূ দাঊদ, হা/৪১৬৩)।

প্রশ্ন (২৯): শস্যক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগ করে চাষ করার বিধান কী?

-জিল্লুর রহমান
গঙ্গাচড়া, রংপুর।

উত্তর: কীটনাশক এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ যা কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলতে সহায়তা করে। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে প্রস্তুতকৃত কীটনাশক মূলত পোকা-মাকড় নির্মূলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কীটনাশক ব্যবহারে যদি শস্যে কোনো প্রভাব না ফেলে এবং কীটনাশক ব্যবহারে উৎপাদিত খাদ্যে কোনো ক্ষতিকারক কিছু না থাকে, তবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি পাঁচ প্রকার প্রাণী হারামে এবং ইহরাম অবস্থায় হত্যা করে, তাহলে হত্যার জন্য তার কোনো পাপ হবে না। তা হলো চিল, কাক, ইঁদুর, বিচ্ছু ও দংশনকারী কুকুর' (নাসাঈ, হা/২৮৩৮)। তবে ফলমূল ও শাকসবজির সাথে ফরমালিন ব্যবহৃত খাদ্য অনেক সময় তা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় শুধু ফলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা বৈধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও যাবে না' (ইবনে মাজাহ, হা/২৩৪০)।

প্রশ্ন (৩০): নির্বাচন উপলক্ষে চেয়ারম্যান, মেম্বার মানুষকে টাকা দেয় এগুলো নেওয়া কি বৈধ? আবার নির্বাচনী প্রচারের সময় মানুষকে খাওয়ানো হয়। এগুলো খাওয়া কি জায়েয?

-আমিনুর রহমান
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর: গণতন্ত্র একটি কুফরী ও তাগূতী মতবাদ। যা থেকে একজন প্রকৃত মুমিনকে সর্বদিক থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, সে এক

মজবুত রশি ধারণ করল যা ছিড়ে যাবার নয়' (আল-বাকারা, ২/২৫৬)। সুতরাং এই কুফরী মতবাদের আদলে নির্বাচন করার জন্য কেউ টাকা-পয়সা ও খাবার খাওয়াতে চাইলে তা বর্জন করতে হবে। তা গ্রহণ করলে তাদের কাজের সহযোগিতার নামান্তর হবে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পুণ্য ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩১): ছবিযুক্ত মেয়েদের বিভিন্ন রকম শার্ট, টি-শার্ট, প্যান্ট, স্কার্ট, সোয়েটার পরিধান করা যাবে কি?

-আয়েশা
টিকাপাড়া, ঠাঁকুরগাও।

উত্তর: কোনো মানুষ বা প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা করা হারাম। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গদি কিনে এনেছিলাম, যার মধ্যে ছবি ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সেই ছবিটি দেখলেন, তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন; ভিতরে প্রবেশ করলেন না (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১)। অন্য এক বর্ণনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে এলেন, তখন আমি আমার একটি তাক পর্দা দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ সকল লোক কঠিন আযাব ভোগ করবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করে'। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমরা তখন সেটি কেটে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটি বা দুটি বালিশ বানালাম (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৭)। সুতরাং প্রাণীর ছবিযুক্ত কোনো পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৩২): প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর: কুকুর কেনাবেচা করা হারাম; সেটা যেই কুকুরই হোক না কেন (মুগনী, ৪/১৮৯)। আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কুকুরের মূল্য (গ্রহণ করতে) নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২২৮২)। আর শিকারী কুকুরের মূল্য বৈধতার ব্যাপারে যে হাদীছ এসেছে তা যঈফ (নাসাঈ, হা/৪৬৬৮; হাশিয়াতুস সিনদী, ৭/১৯১)। তবে যদি কারো পাহারা বা শিকারের জন্য কুকুরের প্রয়োজন হয় আর এমন কুকুর বিনামূল্যে দেওয়ার মতো কাউকে না পায়, তাহলে তার জন্য ক্রয় করা বৈধ। তবে এর মূল্য বিক্রেতার জন্য হারাম (মাহাল্লী, ৭/৪৯৩)।

প্রশ্ন (৩৩): বন্যা কবলিত এলাকায় জানাযা ও দাফনের বিধান কি?

-আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
রাজশাহী।

উত্তর: পানিতে ডুবে কোনো মুসলিম মারা গেলে এবং মৃতের শরীর পানি ঢালার উপযুক্ত থাকলে তাকে গোসল দিতে হবে এবং যথানিয়মে কোনো শুকনো জায়গায় তার জানাযার ছালাত আদায় করতে হবে। শুকনো জায়গা পাওয়া না গেলে পানিতে দাঁড়িয়েই জানাযার ছালাত পড়বে। প্রয়োজনে একসাথে একাধিক মৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত হলে ইমামের সামনে লাশ রেখে একসাথে জানাযা পড়তে পারে। তারপর যথাসম্ভব কোনো শুকনা জায়গায় লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন করো' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩১৫)। আশেপাশের কোনো অঞ্চলে শুকনা জায়গা না থাকলে কিংবা কোনো লাশ সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে এবং লাশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে লাশ ভাসিয়ে দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না (আল-বাকারা, ২/২৮৬)। উল্লেখ্য, প্রয়োজনে একসাথে একাধিক লাশকে কবর দেওয়া যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৪০৭৯)।

প্রশ্ন (৩৪): একজন ব্যক্তি তার একজন ব্যবসায়ী বন্ধুকে কিছু পরিমাণ টাকা এই শর্তে ধার দেয় যে, প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ তাকে দিতে হবে। এরূপ টাকা দেওয়া বৈধ কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: না, এভাবে টাকা ধার দেওয়া যাবে না। ঋণ গ্রহীতা নিরুপায় হয়ে এরূপ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা' (আন-নিসা, ৪/২৯)। উবাই ইবনু কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) প্রমুখ ছাহাবী ঋণের বিনিময়ে লাভ নেওয়াকে অপছন্দ করতেন এবং নিষেধ করতেন (ইরওয়া, হা/১৩৯৭)। কেননা যে ঋণ কোনো প্রকার মুনাফা আনয়ন করে তাই সূদ (বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা, হা/১১০৩৭)।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৫): ফাসেক সরকারের যুলম ও হত্যার প্রতিবাদে ৩০ জুলাই ১ দিনের জন্য লাল পতাকা বা লাল কাপড় দিয়ে মুখ বা চোখ ঢেকে অথবা লাল পতাকা ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার দিয়ে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে শোক প্রকাশ করছে। সবার সাথে এই ট্রেন্ডে তাল মিলিয়ে নির্দিষ্ট দিনে এই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শোক প্রকাশ করা কি জায়েয ও এতে কি ছওয়াব আছে?

-আহমেদ তানিম
প্লাস্টো, ইস্ট লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

উত্তর: কেউ মারা গেলে শোক পালন করবে তিনদিন আর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী শোক পালন করবে চার মাস ১০ দিন অথবা গর্ভস্থিত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আনন্দ প্রকাশ করা হয় এমন জিনিস বর্জনের মাধ্যমে শোক প্রকাশ করা হয়। শোক পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন, ‘কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে সে রঙিন পোশাক, কারুকার্য খচিত জামা ও অলংকার পরবে না, মেহেদী ও সুরমা ব্যবহার করবে না’ (আবূ দাঊদ, হা/২৩০৪)। শোকপ্রকাশের নামে চিৎকার করা, বুক চাপড়ানো, মাতম করা এবং জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা জাহেলী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি। এছাড়াও শোক দিবস পালন করা, এর জন্য বিশেষ আয়োজন করাও ইসলামে অনুমোদিত নয়। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে এভাবে শোক প্রকাশ করা যাবে না। তবে যালেম সরকারের যুলম ও হত্যার প্রতিবাদে নির্দিষ্ট কোনো প্রতীকী চিহ্ন ব্যবহার করে যুলম বা হত্যার প্রতিবাদে একাত্মতা প্রকাশ করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৬): কোনো বৈধ দাবি আদায়ের জন্য রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন করা যাবে কি?

-জহিরুল ইসলাম
দোহার, ঢাকা।

উত্তর: রাস্তা বন্ধ রাখা শরীআতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘রাস্তায় বসা থেকে তোমরা সাবধান থাক’। লোকেরা বলল, আল্লাহর নবী ﷺ! না বসে তো আমাদের চলে না? তখন তিনি ﷺ বললেন, ‘যদি বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক্ব আদায় করে দাও’। তারা বলল, রাস্তার হক্ব কী? তিনি ﷺ বললেন, ‘চোখ নিচু রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দেওয়া’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬২২৯)।

প্রশ্ন (৩৭): বাংলাদেশের সামরিক ঘাঁটি বা স্থাপনা পাহারা দেওয়া কি ছওয়াবের কাজ? অনেক সময় দায়িত্ব পালনকালে জুমআর ছালাত জামাআতে আদায় করার সুযোগ থাকে না, এরূপ হলে করণীয় কী?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর: ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত বা সামরিক ঘাঁটি পাহারা দেওয়া ‘আল্লাহর পথে জিহাদ করা’ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা (আনুগত্যের কাজে) ধৈর্য ধারণ করো, শত্রুর মোকাবেলায় ধৈর্য রাখ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে পাহারায় থাক। আর আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে’ (আলে ইমরান, ৩/২০০)। সাহল ইবনু সা‘দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারায় থাকা দুনিয়া ও তন্মধ্যে যা কিছু তার চেয়ে উত্তম...’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৯২)। তাছাড়া জীবন রক্ষা, সম্পদ রক্ষা, দেশ ও দেশের অধিবাসীদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সীমান্ত পাহারা দেওয়া কিংবা সামরিক এলাকার নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকা নিঃসন্দেহে শারঈ জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সাঈদ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (জান) রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো, সে শহীদ’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৭৭২)। বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম না থাকলেও এদেশের অধিকাংশ মানুষই হৃদয়ে ইসলাম লালন করে এবং বহু মানুষ ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলে। তাই কাফিরদের আগ্রাসন থেকে এই দেশ ও তার অধিবাসীদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন বাহিনী বা যে কেউ পাহারায় নিয়োজিত থাকলে সেটাও জিহাদ বলে গণ্য হবে। তবে এর জন্য বিশেষভাবে শর্ত হলো- ১. নিছক চাকরির নিয়ত না করে মুসলিম দেশ পাহারার নিয়ত রাখা। ২. নিজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান ও রীতিসমূহ ধারণ করা। ৩. চাকরির সুযোগে অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া। ৪. উক্ত চাকরি ছালাত, ছিয়াম, কুরআন-হাদীছ ও তৎসংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক পাঠ, দাড়ি রাখাসহ ইসলামের আনুষঙ্গিক অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি

না হওয়া। তবে সফর বা নিরাপত্তাজনিত কারণে ছালাতের জামাআতে শরীক হতে না পারলেও অসুবিধা হবে না, ইনশা-আল্লাহ। কিন্তু নিরাপত্তার প্রশ্ন না থাকলে জুমআর জামাআতে অবশ্যই শরীক হতে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অলসতাবশত তিন জুমআ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন' (আবূ দাঊদ, হা/১০৫২)।

প্রশ্ন (৩৮): আমার জন্মের পর চাচিরা বলত, আমার দাঁত ফুফুর মতো উঁচু হবে। তাই তারা আমার মাকে বলত, প্রতিদিন দাঁতের সামনের পাটি চেপে চেপে ম্যাসাজ করে দিতে হবে। আমার মা না বুঝে ম্যাসাজ করে দিয়েছে। যার ফলে আমার উপরের চোয়ালের চেয়ে নিচের চোয়াল সামনের দিকে আগানো। কথা বলার সময় অন্যরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, এতে আমি হীনম্মন্যতায় ভুগি, আত্মবিশ্বাস কমে যায়। আমার মাও এতে অনুতপ্ত। এখন আমি যদি সার্জারি করে আমার দুই চোয়াল সমান করি, তাহলে কি আমার গুনাহ হবে?

-মুন
রাজশাহী।

উত্তর: সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক আকৃতির পরিবর্তন করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ অভিশাপ করেছেন উল্কি অঙ্কনকারিনী ও উল্কি অঙ্কনের প্রার্থীকে, ভ্রু প্ল্যাক (চিকন) কারিনীকে আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত সরুকারিনীকে; যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩১)। হাদীছে বর্ণিত 'সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৌন্দর্য বৃদ্ধির নিয়তে এমন কাজ করা নিষিদ্ধ। তবে দাঁতের কোনো ত্রুটির কারণে চিকিৎসা হিসেবে যদি কিছু করা হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই (ফাতহুল বারী, ১০/৩৭২; শারহুন নববী, ১৪/১০৭)।

প্রশ্ন (৩৯): ১০০০ টাকার কেনাকাটায় ৪০০ টাকা ক্যাশব্যাক। ২৫ টাকা রিচার্জে ৫ টাকা ক্যাশব্যাক। এই রকম ক্যাশব্যাক অফার নেওয়া জায়েয হবে কি?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: কেনাকাটা বা রিচার্জের কারণে সাথেসাথে তথা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক দেওয়া হলে এটা সূদ হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তা 'উপহার' হিসেবে গণ্য হবে। আর উপহার হিসেবে কোনোকিছু আসলে তা গ্রহণ করাতে কোনো বাধা নেই। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল ﷺ আমাকে কিছু মাল দিতে চাইলেন, তখন আমি বললাম, আমার চেয়ে অভাবী কাউকে তা দিন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি এটা গ্রহণ করে নিজের মাল বানিয়ে নাও এবং তা দান করো। তোমার পক্ষ থেকে লোভ ও চাওয়া ছাড়াই যদি কোনো মাল তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি সেটা গ্রহণ করো। আর যেটা এভাবে আসে না, তার পিছনে তুমি পড়ো না' (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৬৪)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪০): যারা সরকারি চাকরি পরীক্ষায় প্রশ্ন কিনে উত্তীর্ণ হয় এবং চাকরি নিশ্চিত করার জন্য সাথে সাথে ঘুষও প্রদান করে, এদের বেতনের টাকা হালাল নাকি হারাম?

-আইয়ুব কাজী
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: অসৎ পন্থায় সরকারি বা যেকোনো পরীক্ষার প্রশ্ন ক্রয় এবং চাকরি নিশ্চিত করার জন্য ঘুষ প্রদান করা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত একটি কাজ। এর মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের হক্ব বিনষ্ট করা হয় এবং স্পষ্ট ধোঁকা দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের শরীআতের অর্ন্তভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। রাসূল ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের উপর লা'নত করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)। তাই এ পন্থায় পাওয়া উক্ত চাকরি ও উপার্জন হালাল হবে না। এক্ষেত্রে তার উচিত হবে, খালেছ নিয়তে তওবা করা এবং হালাল পন্থায় রিযিক অনুসন্ধান করা।

প্রশ্ন (৪১): আমি ইউটিউবে ভারতের ছাত্রদের বাংলা আর হিন্দি ভাষায় ডাক্তারিতে চান্স পাওয়ার জন্য পড়াতে চাই। আমি জানি, গুগল এডসেন্স এর মাধ্যমে উপার্জন হারাম। তবে আমি যদি আমার ক্লাসগুলোতে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ক্লাস প্রতি ১/২ টাকা করে নেই (জোরপূর্বক নয়, তাদের ইচ্ছা উপর), তবে কি এই অর্থ আমার জন্য হালাল হবে?

-মোশাররফ শেখ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: এভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের বিনিময়ে ইনকাম করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা অনলাইন পাঠদান একটি ডিজিটাল পদ্ধতি মাত্র। যদি তাতে কুফর, শিরক বা

অনৈসলামিক কোনো বিষয় যুক্ত না থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। মিকদাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২০৭২)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তন্মধ্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশি হক্ব রয়েছে আল্লাহর কিতাবের' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৭)।

প্রশ্ন (৪২): গাভীর পেটে ৮ মাসের বাচ্চা থাকায় একটি গাভী অসুস্থতার কারণে মারা যাবার উপক্রম হলে, সেই গাভীটিকে যবেহ করে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

-মো. হায়াদুল ইসলাম
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: যাবে, পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় পশু যবেহ করা ও তার গোশত খাওয়াতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। এমনকি রুচি হলে পেটের বাচ্চাও খেতে পারে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখনো আমরা তার পেটে বাচ্চা পাই। আমরা ঐ বাচ্চা ফেলে দিব, না খাব? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হলে খাও। কারণ বাচ্চার মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল' (আবূ দাঊদ, হা/২৮২৭)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৪৩): আমি বিবাহিত। আমি একজন মহিলার সাথে মোবাইলে মেসেজ করতাম, সেও বিবাহিতা। তার সাথে একদিন চ্যাটিং করতে করতে যৌনবিষয়ক মেসেজ দেওয়া শুরু হয়ে যায়। এজন্য আমি খুবই অনুতপ্ত। এই পাপটি কি ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে? আমি কীভাবে এই গুনাহ থেকে মাফ পেতে পারি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: জি, উক্ত কাজ ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চোখের যেনা হলো দেখা। জিহ্বার যেনা হলো কথা বলা। মন আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে অথবা তা থেকে বিরত থাকে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৩)। তাই আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন (৪৪): মা-বাবা বললেই কি কোনো কিছু না দেখে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে?

-সালাহউদ্দীন
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: স্ত্রী শরীআতসম্মত ভাবে জীবনযাপন না করার কারণে যদি পিতামাতা স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে, তাহলে পিতামাতার কথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রীর ভালো গুণাগুণ থাকার পরও পিতামাতা তালাক দিতে বলে, তাহলে তাদের সুপরামর্শ দিতে হবে। কেননা পিতামাতার আনুগত্য করা সন্তানের উপর জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, আর পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো' (আল-ইসরা, ১৭/২৩)। মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে অছিয়ত বা উপদেশ দিয়েছেন। তার মাঝে একটি হলো, পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি মাতাপিতা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন বা ধন সম্পদ ছেড়ে দেওয়ার হুকুমও দেয়...' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৭৫; মিশকাত, হা/৬১)। সুতরাং তাদেরকে বুঝাতে হবে। তারপরও তাদের সাথে কোনোরূপ খারাপ আচরণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪৫): স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে সাদা কাপড় পড়তে হয়। এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

-বাদল সরকার
কিশোরগঞ্জ।

উত্তর: স্বামীর মৃত্যু হলে সাদা কাপড় পরার বাধ্যবাধকতা এবং একে আবশ্যক মনে করা একটি কুসংস্কার। এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এসময়ে চার মাস দশ দিন সব ধরনের সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকতে হবে। উম্মু আতিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হতে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)। তখন আমাদের সুরমা লাগাতে, সুগন্ধি ব্যবহার করতে, হালকা রঙের রঙিন কাপড় ছাড়া যেন অন্য কাপড় পরতে নিষেধ করা হতো (ছহীহ বুখারী, হা/৩১৩)।

প্রশ্ন (৪৬): মহিলাদের কত বছর বয়সে পর্দা করা ফরয?

-মো. ফাতিন ইশতিয়াক লাবিব
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর: বয়স মুখ্য বিষয় নয়, বরং তারা সাবালিকা হলেই তাদের উপর পর্দা করা ফরয হয়ে যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, একদা আসমা বিনতু আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয়, তখন এই দুটি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ প্রকাশ করা তার বৈধ নয়'। এ বলে তিনি তাঁর চেহারা ও দুই হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন (আবূ দাঊদ, হা/৪১০৪)। অঞ্চলভেদে মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার সময় ভিন্ন হতে পারে।

প্রশ্ন (৪৭): বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে ছালাত আদায়ের বিধান কী? তারপর যে দু'আটি পড়তে হয় তা কীভাবে পড়তে হবে?

-সোহান
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর: বাসর ঘরে ঢুকে স্বামীর প্রথম কাজ হলো স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দু'আ করা। আমর ইবনু শুআইব (রাহিমাহুল্লাহ) তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ে করে অথবা কোনো দাসী ক্রয় করে তখন সে যেন বলে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই' (আবূ দাঊদ, হা/২১৬০)। তারপর স্বামী-স্ত্রী চাইলে একসাথে বা আগে পিছে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পারে। ছালাতের ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ছাহাবী থেকে কিছু ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা/১৭১৫৬)।

প্রশ্ন (৪৮): আমি একজন মেয়ে। আমি আমার ভাইয়ের দুধ সম্পর্কের বাবা বা ভাই এর সাথে দেখা করতে পারব কি?

-রোকসানা আফরিন
কীর্তনখোলা, সখিপুর, টাংগাইল।

উত্তর: ভাইয়ের দুধ সম্পর্কের বাবা বা ভাই মাহরাম বিবেচিত হবে না। আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'জন্মসূত্রের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধের সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৪)। তবে কোনো মহিলা তার ভাইয়ের দুধ সম্পর্কের বাবা বা ভাই তার জন্য মাহরাম বিবেচিত হবে না। কেননা দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আপনার ভাইয়ের সাথে; আপনার সাথে নয়।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৯): 'যে ব্যক্তি জ্ঞানীকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে' এই কথাটা কি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন?

-রামিজ
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি জাল। হাদীছটি হলো, ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা কুরআনের ধারক-বাহককে সম্মান করো। যে ব্যক্তি তাদের সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে' (জামীউছ ছগীর, হা/৩০৬০; মাঊযূ, যঈফুল জামে, হা/১১৩৫)।

প্রশ্ন (৫০): দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করতে হয়। এক্ষণে কী বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা ও নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করতে হবে?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: আল্লাহর প্রশংসা ও নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ দু'আ করে, তখন সে যেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তার গুণগান দিয়ে দু'আ শুরু করে। অতঃপর রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করে। এরপর যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে' (আবূ দাঊদ, হা/১৪৮১)। প্রশংসা হিসেবে 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলতে পারে বা আরো অন্য কিছুও বলা যায় আর দরূদ হিসেবে দরূদে ইবরাহীম বলবে।

বর্ষসূচি-৮ম

(৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর' ২০২৩ ইং হতে ৮ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, অক্টোবর' ২০২৪ ইং পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার কোন পথে?	নভেম্বর'২৩	৭	ইসলাম ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় উদাসীনতা আর অন্য ধর্ম ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় সহযোগিতা- এ কেমন দেশপ্রেম-ধার্মিকতা	মে'২৪
২	ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমাদের করণীয়	ডিসেম্বর'২৩	৮	আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের অভাব-মানুষের পাপপ্রবণতার জন্য দায়ী	জুন'২৪
৩	হরতালের বৈধতা : ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি	জানুয়ারি'২৪	৯	ভয়াবহ অর্থসংকটের কবলে দেশ!	জুলাই'২৪
৪	উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর বাস্তবতা	ফেব্রুয়ারি'২৪	১০	আরবরা কেন ফিলিস্তীনিদের সক্রিয় সহযোগিতা করে না?	আগস্ট'২৪
৫	মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা কোন পথে, সংগ্রাম না-কি আল্লাহর উপর ভরসা?	মার্চ'২৪	১১	ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীন বাংলাদেশ	সেপ্টেম্বর'২৪
৬	আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনে রামাযানের শিক্ষা কতটা ফলদায়ক?	এপ্রিল'২৪	১২	বন্যা ২০২৪ ও ভারতের পানি আগ্রাসন	অক্টোবর'২৪

দারসে কুরআন

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	জুন'২৪-জুলাই'২৪ ও সেপ্টেম্বর'২৪-অক্টোবর'২৪ (১-৪ পর্ব) [চলবে...]

দারসে হাদীছ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন প্রশান্তিময় জীবন লাভের অন্যতম উপায়	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	নভেম্বর'২৩
২	অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার উপকারিতা	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	ডিসেম্বর'২৩
৩	মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতায় ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ভূমিকা	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	জানুয়ারি'২৪
৪	ইসলামী বিধান প্রতিপালন: জীবন, সম্পদ ও ইযযতের গ্যারান্টি	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	ফেব্রুয়ারি'২৪
৫	ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায় সম্পর্কে ইসলামী দিকনির্দেশনা	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	মার্চ'২৪
৬	হালাল উপার্জন এবং আমাদের সতর্কতা!	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	এপ্রিল'২৪
৭	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম ভাষণে ছাহাবীগণের আবেগপ্রবণতা! আর আমরা?	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	মে'২৪

প্রবন্ধ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	কার সাথে পর্দা করবেন?	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	নভেম্বর'২৩-মার্চ'২৪ ও মে'২৪ (২-৭ পর্ব)
২	গোপন পাপ : ভয়াবহতা ও পরিত্রাণের উপায়	ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ	নভেম্বর'২৩
৩	কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	নভেম্বর'২৩, জানুয়ারি'২৪ ও আগস্ট'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪ (৫-৮ পর্ব) [চলবে...]
৪	ইসলামে দলীলের প্রয়োজনীয়তা : ছূফী-সুন্নীর প্রেক্ষিতসহ	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	নভেম্বর'২৩
৫	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার	অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন	নভেম্বর'২৩-ফেব্রুয়ারি'২৪ (৬-৯ পর্ব)
৬	তাক্বওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ-	নভেম্বর'২৩ ও ডিসেম্বর'২৩ (১-২ পর্ব)
৭	দুর্নীতির ভয়াবহতা	মাহবূবুর রহমান মাদানী	নভেম্বর'২৩
৮	রাসূল ﷺ-এর চরিত্র মাধুরী	নাজমুল হাসান সাকিব	নভেম্বর'২৩
৯	আদর্শ দাঈর গুণাবলি	আব্দুল কাইয়ূম বিন জাহাঙ্গীর আলম	নভেম্বর'২৩
১০	মানবদেহের সৃষ্টি রহস্য	মো. হারুনুর রশীদ	নভেম্বর'২৩
১১	তারা কেন নাস্তিক?	সাঈদুর রহমান	নভেম্বর'২৩

১২	ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী জুমআর খুৎবা ও খতীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ	মাহবূবুর রহমান মাদানী	ডিসেম্বর'২৩
১৩	উৎসবে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন হারাম	মাযহারুল ইসলাম	ডিসেম্বর'২৩
১৪	সুখী জীবন পেতে হলে...	তাওহীদুর রহমান সালাফী	ডিসেম্বর'২৩
১৫	ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ	আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম	ডিসেম্বর'২৩
১৬	মাদরাসা শিক্ষা সম্ভাবনা, সংকট ও বাস্তবতা	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	ডিসেম্বর'২৩
১৭	রিযিক নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন?	মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান	ডিসেম্বর'২৩
১৮	যারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারে	সাব্বির আহমাদ	ডিসেম্বর'২৩
১৯	বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত শিরক : ধরন ও প্রকৃতি	ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ	জানুয়ারি'২৪ ও ফেব্রুয়ারি'২৪ (১-২ পর্ব)
২০	রেসিজম: ইসলাম ও পাশ্চাত্য বাস্তবতা	মুস্তফা মনজুর	জানুয়ারি'২৪
২১	মসজিদের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব	মাহবূবুর রহমান মাদানী	জানুয়ারি'২৪
২২	তাফসীর করার মূলনীতি	সাঈদুর রহমান	জানুয়ারি'২৪
২৩	আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	জানুয়ারি'২৪
২৪	শীতকালে মুমিনের করণীয়	আব্দুল্লাহ আল-আমিন	জানুয়ারি'২৪
২৬	নারীর রূপচর্চা ও ইসলামের নির্দেশনা	নাজমুল হাসান সাকিব	জানুয়ারি'২৪
২৭	ইসরা ও মি'রাজ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	এ. এস. এম. মাহবুবুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২৪
২৮	মুসলিমদের সাহসিকতা	মুস্তফা মনজুর	ফেব্রুয়ারি'২৪
২৯	সালাফী মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা	অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	ফেব্রুয়ারি'২৪ ও মার্চ'২৪ (১-২ পর্ব)
৩০	শবেবরাত সম্পর্কে আলোচনা	আল-ইতিছাম ডেস্ক	ফেব্রুয়ারি'২৪
৩১	টিনএজদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার	মাযহারুল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২৪
৩২	জীবন মরীচিকা!	রিফাত সাঈদ	ফেব্রুয়ারি'২৪
৩৩	প্রেম অগ্নিদহন যন্ত্রণা	সাঈদুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২৪
৩৪	রামাযান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী	মার্চ'২৪
৩৫	জাহান্নাম থেকে মুক্তির কতিপয় নববী আমল	আব্দুল্লাহ আল-আমিন	মার্চ'২৪
৩৬	কেমন ছিলেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ	মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান গাজী	মার্চ'২৪
৩৭	সমকামিতা: ইতিহাস ও পরিণতি	মো. হাসিম আলী	মার্চ'২৪
৩৮	পাপমোচন ও জান্নাত লাভের প্রকৃষ্ট মাধ্যম রামাযান	রিফাত সাঈদ	মার্চ'২৪
৩৯	নারীদের ছিয়াম ও যুগের বাস্তবতা	মাযহারুল ইসলাম	মার্চ'২৪
৪০	হিজাবোফোবিয়া বনাম পর্দা ও প্রগতি	মো. হাসিম আলী	এপ্রিল'২৪
৪১	কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার	এস এম আব্দুর রউফ	এপ্রিল'২৪
৪২	রামাযানের শেষ দশকের আমল ও লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী	এপ্রিল'২৪
৪৩	জবাব ও ইসলামপন্থা	মুস্তফা মনজুর	এপ্রিল'২৪
৪৪	সমাজসংস্কারে রাসূলুল্লাহ ﷺ	নাজমুল হাসান সাকিব	এপ্রিল'২৪
৪৫	ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত	মো. দেলোয়ার হোসেন	এপ্রিল'২৪
৪৬	চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছিয়াম	মো. কায়ছার আলী	এপ্রিল'২৪
৪৭	সূরাতুল ক্বদর: এক মহমান্বিত রজনির গল্প	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	এপ্রিল'২৪
৪৮	ঈদের মাসায়েল	আল-ইতিছাম ডেস্ক	এপ্রিল'২৪
৪৯	বর্তমানে প্রচলিত পহেলা বৈশাখ	মো. জাকির হোসাইন	এপ্রিল'২৪
৫০	তোমরা রেখো গো স্মরণ, একদিন হবে যে মরণ!	জাবির হোসেন	এপ্রিল'২৪ ও মে'২৪ (১-২ পর্ব)
৫১	আল্লাহর ভালোবাসা	মুস্তফা মনজুর	মে'২৪
৫২	ইক্বামাতুছ ছালাত ও আমাদের শিক্ষা	রফিকুল আলম আজাদ	মে'২৪
৫৩	নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	মাযহারুল ইসলাম	মে'২৪
৫৪	নারীমুক্তি আন্দোলন এবং কিছু বাস্তবতা	মো. হাসিম আলী	মে'২৪
৫৫	ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষের আফসোসের কারণ	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	মে'২৪
৫৬	নব্য জাহেলিয়্যাত	সাঈদুর রহমান	মে'২৪
৫৭	ইসলামে বায়'আত	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	জুন'২৪-অক্টোবর'২৪ (১-৫ পর্ব) [চলবে...]
৫৮	হজ্জের বিধান	মাহবূবুর রহমান মাদানী	জুন'২৪
৫৯	হজ্জের শিক্ষা ও হজ্জ-পরবর্তী করণীয়	ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ	জুন'২৪
৬০	কুরবানী: একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষার নাম	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	জুন'২৪

৬১	যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত ও করণীয়	মাযহারুল ইসলাম	জুন'২৪
৬২	গ্রীষ্মকালের তীব্র গরমে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয়	তাওহীদুর রহমান সালাফী	জুন'২৪
৬৩	'ত্রাসজেন্দার' ও প্রশ্নমালা	মুস্তফা মনজুর	জুন'২৪
৬৪	পোশাক পরিধানের নিয়মপদ্ধতি	শফিক নোমানী	জুন'২৪
৬৫	ফিলিস্তীন কখন আমাদের নিকট ফিরে আসবে?	অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান ও আব্দুল্লাহ	জুন'২৪
৬৬	চলে যাওয়া মানে হারিয়ে যাওয়া নয়	সাঈদুর রহমান	জুন'২৪
৬৭	আত্মহত্যা করতে মন চায়?	রাকিব আলী	জুন'২৪
৬৮	সেক্যুলারিজম: ইসলাম কেন বিরোধী পক্ষে?	মুস্তফা মনজুর	জুলাই'২৪
৬৯	মুসলিমকে কাফের বলার পরিণতি	এম. কাউছার হামিদ	জুলাই'২৪
৭০	ফেরেশতাদের লা'নতপ্রাপ্ত পাপীদের বর্ণনা	আব্দুল্লাহ আল-আমিন	জুলাই'২৪
৭১	দেনমোহর নিয়ে সামাজিক স্বেচ্ছাচারিতা	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	জুলাই'২৪
৭২	দৃষ্টির হেফাযতে আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলে	মেহেদী হাসান সাকিফ	জুলাই'২৪
৭৩	সুন্নাহর আলোকে ঘুম ও তার আদব	মো. দেলোয়ার হোসেন	জুলাই'২৪
৭৪	আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও ফযীলত	আল-ইতিছাম ডেস্ক	জুলাই'২৪
৭৫	অনুপ্রেরণা	সাঈদুর রহমান	জুলাই'২৪
৭৬	দায় কার : আমাদের নাকি যুগের!	মাহমূদ হাসান ফাহিম	জুলাই'২৪
৭৭	ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের অন্তরায় নারী অধিকার	শুয়াইব বিন আহমাদ	জুলাই'২৪
৭৮	আহলে কুরআনের ফেতনা প্রতিরোধে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেমগণের অবদান	মাযহারুল ইসলাম	আগস্ট'২৪
৭৯	বিদআত ও তার কুফল	মাহবূবুর রহমান মাদানী	আগস্ট'২৪
৮০	কেন আল্লাহর ইবাদত করব	সাঈদুর রহমান	আগস্ট'২৪
৮১	আল-কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াতের বিশেষ ফযীলত	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	আগস্ট'২৪ ও সেপ্টেম্বর'২৪ (১-২ পর্ব)
৮২	কুরআন, হাদীছ ও বিজ্ঞানের আলোকে মানবজিহ্বার রহস্য	মো. হারুনুর রশীদ	আগস্ট'২৪
৮৩	পাশ্চাত্য চশমায় ইসলাম!	মুস্তফা মনজুর	আগস্ট'২৪
৮৪	ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায় নয়	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	আগস্ট'২৪
৮৫	আরাফার খুৎবা : আরকানুল ইসলাম ও পাঁচটি জরুরী বিষয় সংরক্ষণের গুরুত্ব	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	আগস্ট'২৪
৮৬	কনগ্রাচুলেশনস	রাকিব আলী	আগস্ট'২৪
৮৭	মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী	আগস্ট'২৪-অক্টোবর'২৪ (৭-৯ পর্ব) [চলবে...]
৮৮	হালাল রূযী উপার্জনের গুরুত্ব	মাহবূবুর রহমান মাদানী	সেপ্টেম্বর'২৪
৮৯	আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার উপায়	মো. মাযহারুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর'২৪
৯০	মৃত্যুর সময় যে আপসোস রয়ে যাবে!	রাকিব আলী	সেপ্টেম্বর'২৪
৯১	সফলতার সোপান!	রিফাত সাঈদ	সেপ্টেম্বর'২৪
৯২	আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ	ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ	অক্টোবর'২৪
৯৩	ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তার 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ' গ্রন্থ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	অক্টোবর'২৪
৯৪	বর্তমান ওয়ায-মাহফিলের অবস্থা!	আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস	অক্টোবর'২৪
৯৫	সনদ বা বর্ণনাসূত্রই হলো দ্বীন	মো. মাযহারুল ইসলাম	অক্টোবর'২৪

হারামাইনের মিম্বার থেকে

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	নভেম্বর'২৩
২	তাওহীদবাদী মুত্তাক্বী ব্যক্তিদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে মনোনীত ও প্রতিষ্ঠিত করা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	ডিসেম্বর'২৩
৩	বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভের আমল এবং ফিলিস্তীনী জনগণকে সাহায্য করার আবশ্যকতা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জানুয়ারি'২৪
৪	দুনিয়াবী ও পরকালীন সফলতা লাভের শারঈ উপায়	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	ফেব্রুয়ারি'২৪

৫	দ্বীন পালনে উদাসীনতার কুফল ও তার প্রতিকার	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	মার্চ’২৪
৬	শিক্ষকের ভূমিকা এবং তার প্রতি ছাত্র ও সমাজের কর্তব্য	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	এপ্রিল’২৪
৭	কল্যাণ লাভের গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপদেশ	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	মে’২৪
৮	আমলে ছালেহ-এর উপর অটল থাকার উপদেশ	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জুন’২৪
৯	পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ ভুলে না যাওয়া একটি মহৎ চরিত্র	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জুলাই’২৪
১০	সুখী দাম্পত্য জীবন ও শারঈ নির্দেশনা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	সেপ্টেম্বর’২৪
১১	নফসের পরিশুদ্ধতা	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	অক্টোবর’২৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ট্রান্স জেন্ডার : এক ভয়াবহ ফেতনা	মীযান মুহাম্মদ হাসান	ফেব্রুয়ারি’২৪
২	সমকামিতা ও ট্রান্স জেন্ডার: সাম্রাজ্যবাদীদের নীল নকশা	মাযহারুল ইসলাম	এপ্রিল’২৪
৩	যুলুমের শিকার ভারতীয় মুসলিম	আয়াজ আহমাদ	অক্টোবর’২৪

শিক্ষার্থীদের পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	রাবী পরিচিতি-৯ : আব্দুল আযীয ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী আল-বালিসী আল-জাযারী রাহিমাহুল্লাহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	ডিসেম্বর’২৩
২	মনীষী পরিচিতি-৭ : যুবায়ের আলী যাঈ রাহিমাহুল্লাহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	মার্চ’২৪
৩	গ্রন্থ পরিচিতি-১৬ : আল-ওয়াজীয ফী তা‘রীফি কুতুবিল হাদীছ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	জুলাই’২৪

জামি‘আহ পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	দ্বীনী জ্ঞানার্জন থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ	আহমাদুল্লাহ	নভেম্বর’২৩
২	আল-জামি‘আর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	আল-জামি‘আর ইতিহাসপ্রিয় কতিপয় ছাত্র	ডিসেম্বর’২৩
৩	পরাজিত ঈমানের সমালোচনা নয়; সংশোধনের সুযোগ কাম্য	সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ	জানুয়ারি’২৪
৪	কুরআনে বর্ণিত কতিপয় গর্হিত কাজ	মারুফ ইসলাম	মার্চ’২৪
৫	অহংকার : কারণ ও প্রতিকার	সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ	মে’২৪
৬	সমকামিতা এক ঘৃণ্য পাপ	ইবনু মাসঊদ	জুন’২৪
৭	আত্মার বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহভীতি	তাসনীম আল-আমান	অক্টোবর’২৪

ইতিহাসের পাতা থেকে

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	নভেম্বর’২৩-আগস্ট’২৪ (১-১০ পর্ব)

হাদীছের গল্প

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	দোলনায় কথা বলা তিন শিশু	সজিব ইসলাম বিন নাজমুল ইসলাম	জুন’২৪

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	তওবা : ফিরে আসার গল্প	ওমর বিন শফিক	নভেম্বর’২৩
২	আড়াই টাকা	মিফতাউল ইসলাম	জানুয়ারি’২৪
৩	শুকরিয়া জানাই মহান রবের	মাজহারুল ইসলাম আবির	মে’২৪
৪	উহুদের বীরত্বগাথা	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	সেপ্টেম্বর’২৪

কবিতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	বীর	মিফতাউল ইসলাম	নভেম্বর'২৩	৩৩	নাই খবর ছালাতের!	সাঈদা	মার্চ'২৪
২	জ্ঞানী হওয়া চাই	আবূ বকর বিন আলতাফ	নভেম্বর'২৩	৩৪	সত্য	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	এপ্রিল'২৪
৩	মসজিদে চলো	শাকিব হুসাইন	নভেম্বর'২৩	৩৫	মা তুমি!	আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর	এপ্রিল'২৪
৪	আল্লাহর সৃষ্টি	আব্দুল বাসীর	নভেম্বর'২৩	৩৬	ঈদের সুর	রমজান বিন শামসুল	এপ্রিল'২৪
৫	বন্ধন	ওমর ফারুক	নভেম্বর'২৩	৩৭	আসছে ঈদ	আশরাফুল হক	এপ্রিল'২৪
৬	ফিলিস্তীনে যুদ্ধ চলে!	মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন	ডিসেম্বর'২৩	৩৮	রামাযানান্তে!	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	মে'২৪
৭	একটাই অপরাধ : মুসলিম	ইবনু মাসউদ	ডিসেম্বর'২৩	৩৯	জ্বলছে ফিলিস্তীন	মো. সামিউল ইসলাম রাসেল	মে'২৪
৮	রক্ত অশ্রু বাণ	সাদিয়া আফরোজ	ডিসেম্বর'২৩	৪০	জীবন স্বপ্ন	মোস্তফা ইউসুফ আলম	মে'২৪
৯	পরকাল	মুনতাজ্জিমুর হুসাইন	ডিসেম্বর'২৩	৪১	আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন	নাঈমুল হাসান তানযীম	মে'২৪
১০	চিরন্তন ভাবনা	মো. আসাদুজ্জামান আসাদ	ডিসেম্বর'২৩	৪২	ফিলিস্তীনি সংগ্রাম	মোস্তফা ইউসুফ আলম	জুন'২৪
১১	মৃত্যু	ফাতেমা বিনতে আব্দুর রাজ্জাক	ডিসেম্বর'২৩	৪৩	মুসলিমের হক্ব	জিশান মাহমুদ	জুন'২৪
১২	শীতের আয়েশ	তাহসীন আহমাদ	ডিসেম্বর'২৩	৪৪	ঈদের ছড়া	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	জুন'২৪
১৩	বাজারে আগুন	আশরাফুল হক	ডিসেম্বর'২৩	৪৫	ইবাদত করি এক আল্লাহর	সাদিয়া আফরোজ	জুন'২৪
১৪	বিচার	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	জানুয়ারি'২৪	৪৬	মিঠে বরিষ	আব্দুল্লাহ আল আসিফ	জুন'২৪
১৫	সমুচিত জবাব	রমজান বিন শামসুল	জানুয়ারি'২৪	৪৭	বৃক্ষের কথা	মিরাজুর রহমান তাহমিদ	জুন'২৪
১৬	বাঁচাও ফিলিস্তীন	এম. আবু বকর সিদ্দিক	জানুয়ারি'২৪	৪৮	ঈদ এলো ঈদ এলো	আব্দুর রহমান মুজাহিদ	জুন'২৪
১৭	শান্তির ছায়াতলে	মোস্তফা ইউসুফ আলম	জানুয়ারি'২৪	৪৯	আল-ইতিছাম	মইন আলী	জুলাই'২৪
১৮	মন খারাপ	মাযহারুল ইসলাম আবির	জানুয়ারি'২৪	৫০	নারী তুমি	সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ	জুলাই'২৪
১৯	এই অপরূপ সৃষ্টি	জোবাইদুল ইসলাম	জানুয়ারি'২৪	৫১	বৃষ্টিমুখর	লিমানা আনজুমান লিমা	জুলাই'২৪
২০	ওদের শীতকাল	আব্দুল্লাহ মারাব	জানুয়ারি'২৪	৫২	ভেজাল পণ্য	রমজান বিন শামসুল	জুলাই'২৪
২১	অতিথি পাখি	মিজানুর রহমান	জানুয়ারি'২৪	৫৩	কুরআন পড়ো	জিশান মাহমুদ	আগস্ট'২৪
২২	ফিলিস্তীনী ভাই	শাজাহান কবীর শান্ত	ফেব্রুয়ারি'২৪	৫৪	বেপর্দা নারী	মুরসালিন বিন শরীফুল ইসলাম	আগস্ট'২৪
২৩	মি'রাজ	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	ফেব্রুয়ারি'২৪	৫৫	শরৎ আগমন	মৃধা মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম	আগস্ট'২৪
২৪	বর্ণমালা	সাদিয়া আফরোজ	ফেব্রুয়ারি'২৪	৫৬	প্রাণের বাংলাদেশ	বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম	আগস্ট'২৪
২৫	স্বামীর জন্য হোক ভালোবাসা	আশরাফুল হক	ফেব্রুয়ারি'২৪	৫৭	মনের আকুতি	মো. মেহেদী হাসান	সেপ্টেম্বর'২৪
২৬	বিপদ এবং ধৈর্য	মুস্তাকিম বিল্লাহ	মার্চ'২৪	৫৮	মায়ের আদর	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন জনি	সেপ্টেম্বর'২৪
২৭	প্রতীক্ষিত রামাযান	আবু বকর বিন আলতাফ	মার্চ'২৪	৫৯	দাও উপকারী জ্ঞান	আব্দুল বাসীর	সেপ্টেম্বর'২৪
২৮	রামাযানের চাঁদ উঠেছে	জিশান মাহমুদ	মার্চ'২৪	৬০	করো আমলের যতন	বিনতে আলাউদ্দীন	সেপ্টেম্বর'২৪
২৯	অশ্রুভরা দুচোখ দাও	সামিউল ইসলাম রাসেল	মার্চ'২৪	৬১	ভোরের স্বপ্ন	মো. শফিকুল ইসলাম	অক্টোবর'২৪
৩০	চাওয়া	মাযহারুল ইসলাম আবির	মার্চ'২৪	৬২	জাতি রক্ষার ছাতা	এম. আবু বকর সিদ্দিক	অক্টোবর'২৪
৩১	রামাযানের সম্ভাষণ	রিফাত সাঈদ	মার্চ'২৪	৬৩	গঙ্গার স্তন	সাদিয়া আফরোজ	অক্টোবর'২৪
৩২	মাহে রামাযান	মাহফুজুর রহমান বিন আ. সাত্তার মাহমূদ	মার্চ'২৪	৬৪	অপরূপ বাংলাদেশ	আরিফ	অক্টোবর'২৪

বি. দ্র. মাসিক আল-ইতিছাম **'সওয়াল-জওয়াব'** বিভাগে প্রতি মাসে ৫০টি করে ১২ মাসে মোট ৬০০টি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। **'সওয়াল-জওয়াব'**-এর পুরো লিস্টটি একসাথে দেখতে www.al-itisam.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক সূচিপত্র

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

মাকতাবাতুস সালাফ

সিলসিলা ছহীহা

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

১ম ও ২য় খণ্ড

১ম খণ্ড	৫১২ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
২য় খণ্ড	৫৭২ পৃষ্ঠা	৫৮০ টাকা

এছাড়াও **মাকতাবাতুস সালাফের** অন্যান্য বই পেতে যোগাযোগ করুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

www.al-itisam.com

মুক্তির
একমাত্র
অবলম্বন
সালাফী
মানহাজের
অনুসরণ
সালাফী
কনফারেন্স
২০২৪-২৫
রাজশাহী
৮ম বার্ষিক
০৭ ও ০৮ নভেম্বর ২০২৪
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী
দিনাজপুর
৪র্থ বার্ষিক
৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর
নারায়ণগঞ্জ
৯ম বার্ষিক
১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ | বীরহাটাব-হাটাব, বীরবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
সভাপতিত্ব করবেন
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ
বক্তব্য পেশ করবেন:
সালাফী মানহাজের অনুসারী
বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম
আয়োজনে
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
ব্যবস্থাপনায়
আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫